সূচীপত্র।

নবম সর্গ।

দ্বাদশ সর্গ।

ত্রয়োদশ সর্গ।

চতুর্দ্দশ সর্গ।

পঞ্চদশ সর্গ।

শুদ্ধিপত্র।

পৃষ্ঠা	শ্লোক ও পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
২	৬ । ১	সমদশী	সমদর্শী
৪৬	৩৮ । পার্শ্ব	ধনুভঙ্গ	ধনুর্ভঙ্গ
১২৬	৫৭ । পার্শ্ব	মূচ্ছান্তে	মূর্চ্ছান্তে

নবম সর্গ।

স্বর্গে গেলা অজ রাজ; রাজসিংহাসনে
বসিলা রক্ষক-বর দশরথ রথী;
উত্তর কোশলরাজ্য শাসিলা যতনে,
সংযম-দমিত-রিপু,* সুধীর, সুমতি। ১

কুলক্রমাগত রাজ্য পেয়ে বীরবর,
তারকারি সমতেজে, দমি শত্রুগণ
যথাবিধি প্রজাবৃন্দে করিলা পালন;
গুণে তাঁর অনুরক্ত মনুজ নিকর। ২

যথাকালে করি ইন্দ্র বারি বরিষণ
সফল কৃষীর শ্রম করেন যেমতি,
নিজ নিজ কার্য্য প্রজা করিত যখন
দিতেন প্রচুর ধন রঘুর সন্ততি †। ৩

শান্তি-পর সুর-তেজা অজের নন্দন,
সুফলা হইল ধরা রাজত্বে তাঁহার;
জন পদে রোগ আদি না করে সঞ্চার,
কোথা তবে হেন রাজ্যে অরির পীড়ন ‡? ৪

যে শোভা ধরিয়াছিলা বসুন্ধরা ধনী
লভিয়া দিগন্ত-জয়ী রঘু রাজেশ্বরে,
কিম্বা অজে, সে শোভায় শোভিলা ধরণী
পেয়ে সম-পরাক্রম দশরথ বীরে। ৫

---

* রিপু—কাম ক্রোধাদি ষড়্‌রিপু।

† প্রজাগণ পরিশ্রমী ছিল, তাহারা পরিশ্রমের উপযুক্ত ফল ও পুরস্কার পাইত।

‡ শত্রু রাজাদিগের আক্রমণজনিত অত্যাচার।

সমদর্শী ছিলা রাজা যেমতি শমন,*
প্রতাপে তপনসম বিখ্যাত ভুবনে,
করিলা কুবের প্রায় ধন বিতরণ,
নিপুণ বরুণসম দুষ্টের দমনে। ৬

সমুন্নতি তরে তাঁর সতত যতন :
শশি-বিম্ব-সুশোভিতা মদিরা নিশায়,†
মৃগয়া, যুবতী যোষা অথবা পাশায়,
কেমনে করিবে তাঁর মন আকর্ষণ? ৭

সুপ্রভাব বাসবেও কভু নৃপমণি
না কহিলা দীনবাক্য; রোষে কটু বাণী
না কহিলা রিপুকেও; নর্ম্মেও কখন‡
না বলিলা দশরথ অলীক বচন। ৮

নৃপতিকুলের মাঝে অস্ত বা উদয় §
সাধিতেন রঘুপতি নিজ ভুজ বলে—
দণ্ডিতেন দশরথ দৃপ্ত রাজদলে,
আজ্ঞাকারী রাজা প্রতি সদয়-হৃদয়। ৯

এক রথে দশরথ ধরি শরাসন
জিনিলেন ধরাতল সাগর বেষ্টিত,
কেবল বিজয় তাঁর করিত ঘোষণ
সেনা দল, দ্রুত-বাজি-গজ-বিরাজিত ‖। ১০

---

* যমের হস্তে কি ধনী কি দরিদ্র সকলের সমান অবস্থা।

† তৎকালে মদ্যপায়ীরা জ্যোৎস্না রাত্রে গৃহের ছাদের উপর পানপাত্রে মদ্য রাখিয়া পান করিত। চন্দ্রের প্রতিবিম্ব ঐ পাত্রে প্রতিফলিত হইত।
কুমারসম্ভবের ষষ্ঠ সর্গের ৪২ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

‡ নর্ম্ম—পরিহাস।

§ অপর রাজাদিগের অবনতি ও উন্নতি তাঁহার হস্তে ছিল।

‖ "শোভা হেতু সঙ্গে তাঁর চলে সেনাগণ।"
১ ম সর্গ ১৯ শ্লোক।

নবম সর্গ।

কুবেরসমান রাজা বিপুল-বিভব,
এক রথে ধনুর্দ্ধর জিনিলে মেদিনী
ঘোষিল দুন্দুভি রূপে সুদূর অর্ণব
নীরদ-গম্ভীর রবে বিজয় কাহিনী। ১১

শত-ধার বজ্রধারে বাসব যেমতি*
কাটিলা ভূধর-পক্ষ, পঙ্কজ-আনন
তেমতি বিপক্ষ পক্ষ নাশিলা নৃপতি,
টঙ্কারি ভীষণ স্বনে ভীম শরাসন। ১২

নমিল অমিত-তেজা রাঘব-চরণে
রাজদল, দেবরাজে যথা দেবগণ ;
ঝলিল তখনি পদ-নখের কিরণে
নত নৃপতির শিরে মুকুট রতন†। ১৩

বিধবা বিমুক্ত-কেশী শত্রুর রমণী,
মন্ত্রি-বাক্যে শিশু তাঁর রহে যোড় করে ;
তাদের অভয় দিয়া ফিরিলা নৃমণি
বারিধির তীর হ'তে অযোধ্যা নগরে ‡। ১৪

একচ্ছত্র দশরথ রাজকুলেশ্বর
অগ্নিতেজা, সোমকান্তি ; তবু নিরন্তর
রহিলা স্বকার্য্যে রত, চিন্তি মনে সদা
দোষের পরশে লোকে ত্যজেন ধনদা §। ১৫

---

* পূর্ব্বকালে পর্ব্বত সমূহের পক্ষ থাকায় তাহারা উড়িয়া নানা উৎপাত করিত ; ইন্দ্র বজ্রের দ্বারা তাহাদের পক্ষ ছেদন করিয়াছিলেন। ত্রয়োদশ সর্গের ৭ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

† দশরথের চরণে নমস্কার কালে তাঁহার নখের উজ্জ্বল প্রভা রাজাদিগের মুকুটে পতিত হইয়াছিল।

‡ শত্রুরাজগণকে যুদ্ধে বধ করায় তাহাদের স্ত্রী ও পুত্রের শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া দশরথ তাহাদিগকে অভয় দান ও রাজ্য পুনরর্পণ করিয়াছিলেন। এইরূপে সমুদ্রতীর পর্য্যন্ত জয় করিয়া অলকা সদৃশী অযোধ্যায় প্রত্যাগমন করিলেন।

§ মনুষ্যের আলস্য প্রভৃতি দোষ জন্মিলেই ধনদা অর্থাৎ লক্ষ্মী তাহাকে ত্যাগ করেন।

সরোজবাসিনী লক্ষ্মী ত্যজি এ দুজনে
সেবিবেন কারে আর এ তিন ভুবনে * —
কাকুৎস্থ কুলের পতি দীনের শরণ
মহারথী দশরথ, আর নারায়ণ ? ১৬

কৌশল্যা, কেকয়-সুতা, মগধ-নন্দিনী †
অরিন্দম দশরথে করিলা বরণ ;
পর্ব্বত-দুহিতা যত চারু প্রবাহিনী
পতিরূপে বারিধিরে বরিল যেমন। ১৭

এ তিন রমণীসনে শোভিলা নৃপতি
শত্রুবধে সুনিপুণ, বাসব যেমতি
আসিলা ত্রিশক্তিসনে অবনী উপরে ‡
প্রদানিতে নীতি শিক্ষা মানবনিকরে। ১৮

ইন্দ্রের সহায় রাজা শর বরষণে
সমরে দানবে যবে করিলা নিধন,
ঘুচিল অসুর-ভয়, সুরনারীগণ
গাইল সুযশ তাঁর ত্রিদশভবনে। ১৯

দিগন্ত-অর্জ্জিত ধনে দশরথ বলী
সাধিলেন যাগ, হ'য়ে কিরীট-বিহীন §
তমসা-সরযূ-তটে হেম যূপাবলী
স্থাপিলা বসুধাপতি, তমোগুন-হীন। ২০

মৃগশৃঙ্গ আর দণ্ড ধরিলা রাজন্
কুশের মেখলা অঙ্গে অজিন বসন ;

---

* দশরথ বিষ্ণুর ন্যায় লক্ষ্মীর প্রিয়পাত্র অর্থাৎ সর্ব্বতোভাবে সৌভাগ্যশালী ছিলেন।

† মগধনন্দিনী—সুমিত্রা।

‡ শক্তি তিন প্রকার প্রভাব উৎসাহ ও মন্ত্র জনিত, তৎ সহিত তিন মহিষীর তুলনা।

§ যজ্ঞকালে মুকুট ধারণাদি রাজচিহ্ন ত্যাগ করা বিধেয়।

যজ্ঞের দীক্ষায় মৌনী সাত্ত্বিক প্রবর,—
উজলিলা নিজ তেজে তাঁরে দিগম্বর *। ২১

যজ্ঞ অন্তে অবগাহে পবিত্র-শরীর
জিতেন্দ্রিয় মানবেন্দ্র (দেব-সভা-মাঝে
শোভিত আসন যাঁর) সমুন্নত শির
কেবল করিলা নত হেরি দেবরাজে। ২২

এক রথে দশরথ মহাধনুর্দ্ধর
বাসবের অগ্রে যেয়ে নাশিলা অসুরে ;
উঠিল সমরে ধূলা আবরি ভাস্কর ;
নিবারিলা রেণু রাজা দনুজ-রুধিরে †। ২৩

কুবের বরুণ যম দেবরাজ প্রায়
পূজিত প্রতাপশালী মনুজ-ঈশ্বরে
সেবিতে বসন্ত যেন আসিল ধরায়,
লয়ে নব বিকশিত প্রসূন নিকরে। ২৪

উত্তরে যাইতে রবি উৎসুক অন্তর ‡,
অরুণ রথের অশ্ব ফিরাইল ধীরে ;
চলিলা দক্ষিণ-গিরি ছাড়িয়া ভাস্কর,
বিমলি ঊষার মুখ, নাশিয়া শিশিরে §। ২৫

সদলে বসন্ত ঋতু হইল উদয়,
প্রকাশিল তরুদলে নব কিশলয়,
পুরিল কাননরাজি কোকিল-কাকলী,
নিকুঞ্জে ফুটিল ফুল, গুঞ্জরিল অলি। ২৬

---

* যজ্ঞকালে দণ্ডাদিধারণ ও মৌনব্রতাবলম্বন করিতে হয়। যজ্ঞ দীক্ষিত ব্যক্তি শিবের যজমান মূর্ত্তি ধারণ করিয়া থাকেন। ৩ য় সর্গের ৬৬ শ্লোকের টীকা দ্রষ্টব্য।

† দৈত্যগণকে বধ করায় তাহাদের রক্তে ভূমি সিক্ত হওয়াতে ধূলা নিবারিত হইয়াছিল।

‡ শীতকালে সূর্য্য অয়নের দক্ষিণ সীমায় উপনীত হইয়া বসন্তের প্রারম্ভে উত্তর দিকে যাইতে থাকেন।

§ বসন্তের আগমনে প্রাতঃকালে শিশিরপাত হ্রাস হইতে থাকে।

ভ্রমর সারস হংস চলে সরোবরে
বসন্ত পোষিত পদ্ম ভুঞ্জিবার তরে,
যায় যেন দীনজন পাইতে সে ধন
সদর্থে স্ববীর্য্যে যাহা অর্জ্জিলা রাজন্ * । ২৭

কে বলে বসন্তে একা অশোকের ফুল
ফুটি করে প্রেমিকের অন্তর আকুল ?
যে নব পল্লবে প্রিয়া সাজায় শ্রবণ
তাহে কিনা মোহে আহা বিলাসীর মন † ? ২৮

ঋতু-রাজ-বিরচিত পত্রাবলি প্রায়
রাজে বনরাজি-অঙ্গে চারু কুরবক ‡
মধুরসে পূর্ণ যার কুসুম স্তবক,
সুনীল ভ্রমর পুঞ্জ গুঞ্জরিছে তায়। ২৯

সুবদনা ললনার বদন-আসবে
সোহাগে দোহদ সাধ পূরায় বকুল § ;
প্রসবি সুরভি ফুল এবে রে আকুল
মকরন্দ-লোভে অন্ধ অলিবৃন্দ-রবে। ৩০

আরক্ত মুকুল রেখা কিংশুকের গায়
ফুটিল, ধরায় মধু-লক্ষ্মী-আগমনে,
প্রমদা মদের বশে ত্যজিয়া লজ্জায়
দিল যেন নখ-ক্ষত নিজ-প্রিয়জনে ‖। ৩১

---

* পদ্ম সমূহ যেন বসন্ত ঋতুর সঞ্চিত ধন। দরিদ্র ব্যক্তিরা, যেরূপ মহারাজা দশরথের স্বগুণার্জ্জিত ধনের প্রত্যাশী, ভ্রমর হংসাদিও তদ্রূপ পদ্মের জন্য লোলুপ।

† বসন্তকালে সামান্য পল্লবও মনোমুগ্ধকারী হয়।

‡ নীল ভ্রমর যুক্ত কুরবক পুষ্পবৃক্ষ যেন বন রাজির অঙ্গে পত্রক অর্থাৎ তিলকাদি রচনার ন্যায় শোভা পাইতেছে।

§ স্ত্রীলোকের মুখমদ্য প্রক্ষেপে বকুলের ফুল ফোটে এরূপ প্রবাদ আছে। অষ্টম সর্গের ৬২ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

‖ বসন্তকালে পলাশ পুষ্প প্রস্ফুটিত হয়, তাহা নখ রেখার ন্যায় বক্রাকার। কুমার সম্ভব, ৩য় সর্গ, ২৯ শ্লোক দ্রষ্টব্য। উক্ত শ্লোক কোন বন্ধু এরূপ অনুবাদ করেন যথা—

এখনো বিক্ষতাধরা প্রমদা নিকর
না পারে সহিতে হিম, শীতের পীড়নে
কটিতে না রাখে কাঞ্চী, সে হিমে ভাস্কর
নাশিতে অক্ষম, তবু দমিলা কিরণে *। ৩২

শোভে সহকার-শাখে মুকুল-নিচয়,
নাচিছে পল্লবদল মলয় পবনে—
শিখিছে সে তরুলতা যেন অভিনয়,
জাগায়ে বিলাসতৃষা উদাসের মনে। ৩৩

নব ফুলে বনরাজি সাজে মনসুখে
সুবাসিয়া চারু অঙ্গ কুসুম-সৌরভে,
আলাপিছে থেকে থেকে পিককুল-রবে,
মৃদু মধু কথা, যথা নব-বধূ-মুখে †। ৩৪

উপবন-লতাকুল যেন বায়ুভরে
নাচিছে পল্লব-কর তুলিয়া উল্লাসে,
গাইছে সঙ্গীত রঙ্গে ভৃঙ্গের সুস্বরে,
কুসুমদশন-ভাসে সুহাস প্রকাশে ‡। ৩৫

প্রেমভরে পতি সনে ভুঞ্জে বামাকুল
সুমধুর মধুরস, কাম-সহচর,
ললিত-বিলাস-লীলা-সাধন-তৎপর,
যার গন্ধে পরাভূত সুরভি বকুল। ৩৬

বিকচ কমলে শোভে গৃহের সরসী,
ভাসে মাঝে কলরবে কলহংসমালা—

"বনরাজি পাইলে বসন্ত-সমাগম
শরীরে পলাশ ফোটে নখ চিহ্ন সম।"

* বসন্তের প্রারম্ভমাত্র। শীত সম্পূর্ণরূপে তিরোহিত হয় নাই।

† বনরাজি যেন নব বধূ। পুষ্প তাহার ভূষণ, কোকিল রব তাহার কণ্ঠধ্বনি।

‡ ভ্রমর গুঞ্জরণ যেন লতা-বধূর কণ্ঠস্বর, শ্বেত পুষ্প সকল দন্ত-স্বরূপ, বিকাশ যেন মধুর হাস্য।

আহা যেন সুহাসিনী পদ্মাক্ষী রূপসী,
কটি-তটে বাজে যার শিথিল মেখলা * । ৩৭

নিশীথিনী কৃশা এবে মধু-আগমনে,
পাণ্ডুর প্রদোষ-মুখ বিধুদরশনে †,
যেমতি পতির প্রেম-সুখ-বিরহিণী
মলিনা কৃশাঙ্গী আহা নিশান্তে কামিনী। ৩৮

নাহি নীহারের লেশ বসন্তগগনে ;
বিমল কিরণে শশী রজনী-রঞ্জন
প্রেমীর বিলাসশ্রম করি বিনোদন
মাতাইল পুষ্প-শর মকর-কেতনে। ৩৯

শোভিছে অনল বর্ণ কর্ণিকার ফুল
বনদেবী-অঙ্গে যেন স্বর্ণ-অলঙ্কার ;
প্রেমিক কোমল-দল সেই ফুলকুল
পুলকে অলক মাঝে রাখিছে প্রিয়ার। ৪০

পরিল তিলক তরু কুসুম ভুষণ,
রঞ্জিত ভ্রমর-পুঞ্জে নীলাঞ্জন প্রায় ;
বনস্থলী-অঙ্গে তরু চারু শোভা পায়
অবলা-ললাটে শোভে তিলক যেমন। ‡ ৪১

মল্লিকা পাদপ-প্রিয়া উল্লাস অন্তরে
সাজিয়া মোহিছে মন কুসুম-সুহাসে ;
ঝলে সে হাসির ছটা পল্লব-অধরে,
আমোদিত হাসি রাশি মধুর সুবাসে। ৪২

---

* গৃহ পার্শ্বস্থিত পুষ্করিণীর মধ্যদেশে শ্বেত হংসমালা রজত মেখলার ন্যায়। হংসের কলরব যেন মেখলার শিঞ্জিত ধ্বনি, পদ্মের বিকাশ, হাস্য স্বরূপ।

† কৃশা—শীত ঋতুতে রাত্রি বড় হয় ; বসন্তে রাত্রি ছোট হইতে থাকে ও দিবস বড় হয়। সন্ধ্যাকাল পাণ্ডুবর্ণ দেখায়, চন্দ্র উদয় হইলেও বিশেষ উজ্জ্বল হয় না।

‡ "Sweet wanton Spring, to whose enchanting face
His flowery Tilaka gave fairer grace."
Griffith's Kumar Sambhava.

যবাঙ্কুরে অলঙ্কৃত প্রমদাশ্রবণ,
জিনিল অরুণরাগ অঙ্গের বসন,*
তাহে কোকিলের গান অব্যর্থ সন্ধান
কেমনে ধৈরজ ধরে প্রণয়ীর প্রাণ? ৪৩

ফুটিল তিলক বৃক্ষে অসংখ্য মুকুল
শ্বেতরেণু-পরিপূর্ণ, নীল অলিদলে
আবৃত শাখার মাঝে, শোভে শ্বেতফল
যেমতি মুকুতাপাঁতি কামিনীকুন্তলে †। ৪৪

বসন্তলক্ষ্মীর চারু মুখ চূর্ণ প্রায় ‡
কুসুমকেশররেণু উড়িছে পবনে
যেন মদনের ধ্বজ রম্য উপবনে,—
মধু গন্ধে অলি বৃন্দ পাছে পাছে ধায়। ৪৫

নব দোলা ধরি কোথা দুলিছে ললনা §
চতুরা মদনোৎসবে মাতি কুতুহলে ;
ছাড়িছে দোলার রজ্জু পড়িবার ছলে
ভুজপাশে প্রিয়-গলা ধরিতে বাসনা। ৪৬

"বিফল বিরোধ, মান কর পরিহার,
যৌবন হইলে গত, ফিরিবে না আর"—
ঘোষিছে কোকিলা এই কামের বচন ;
শুনি কি ধৈরজ ধরে নব বধূ জন? ৪৭

---

* বসন্তকালে অঙ্গনারা কুসুম ফুলে রঞ্জিত বস্ত্র পরিধান করিত। "কুসুম্ভরাগারুণিতৈর্দুকূলৈঃ" ঋতু সংহার, ষষ্ঠ সর্গ।

† শাখা সকল ভ্রমরের দ্বারা আবৃত হওয়াতে কৃষ্ণবর্ণ কেশরাশির-ন্যায় দেখাইতেছে। তাহাতে শ্বেত পুষ্প মুক্তাস্বরূপ।

‡ মুখচূর্ণ—বোধ হয়, তখন যুবতীরা মুখরঞ্জন চূর্ণ ব্যবহার করিত, বায়ুতাড়িত কুসুমরেণু সমূহ যেন উড্ডীয়মান ধ্বজ রূপে মনোভবের আগমন সূচনা করিতেছে। বসন্তে পুষ্প সমূহ প্রস্ফুটিত হয় ও সৌরভপূর্ণ পুষ্পরেণু চারি দিকে বিকীর্ণ হইয়া বনস্থলীকে আমোদিত ও মানবের মনোরঞ্জন করে এই সরলার্থ।

§ নবদোলা—বসন্তোৎসব, বোধ হয়, দোল যাত্রার সময়ে হইত। পশ্চিমদেশে ইহা "হোলি" নামে খ্যাত। পূর্ব্বকালেও নাগর দোলার ব্যবহার দৃষ্ট হয়।

সুহাসিনী নারী সনে, হরষ অন্তরে
ভুঞ্জিলা বসন্তোৎসব কোশলের পতি,
ঋতুপতি, রতিপতি শ্রীপতি যেমতি ;
উৎসুক কাকুৎস্থ এবে মৃগয়ার তরে।* ৪৮

চল-লক্ষ্যভেদে শিক্ষা হয় মৃগয়ায়†,
শরীর সবল হয়, শ্রমে অকাতর,
ভয়ে রোষে মৃগাদির ভাব জানা যায়—
সম্মতি দিলেন তাহে অমাত্যনিকর। ৪৯

মৃগয়াউচিত বেশ করিয়া ধারণ
সুবিশাল কণ্ঠদেশে ধরি শরাসন
চলিলেন দশরথ মৃগয়ার তরে,
অশ্বপদধূলিজালে আবরি অম্বরে। ৫০

পশিলা কোশল-রাজ রুরু-মৃগ-বনে,
তরুপর্ণ-সমবর্ণ-বর্ম্ম কলেবরে‡,
বনপুষ্পমালা শোভে চারু শিরোপরে,
দুলিছে কুণ্ডল কর্ণে অশ্বের চলনে। ৫১

লুকায়ে লতিকা মাঝে সুতনু শরীরে
কৌতুকে মধুপরূপ সুনীল নয়নে

* বাল্মীকি রামায়ণে দশরথের মৃগয়া সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত উল্লেখ আছে—"এই সুখময় কালে মৃগয়া বিহারে,
বাসনা হইল মোর মনের মাঝারে,
সেই কালে আমি, দেখি, ভাবিলাম মনে
নিশায় নিপানে জলপানের কারণে,
মাতঙ্গ মহিষ আদি যেজন্তু আগত,
তাদিগে করিব আমি বাণেতে নিহত।"
রাজকৃষ্ণ রায়ের রামায়ণ।

† এই শ্লোকে মৃগয়ার উপকারিতা সংক্ষেপে বর্ণিত হইয়াছে। চল-লক্ষ্য—পশু পক্ষী গমনশীল হওয়ায় শরেরদ্বারা লক্ষ্য করা সহজ নহে; মৃগয়াতে এরূপ লক্ষ্যে শর ক্ষেপণের অভ্যাস জন্মে। আক্রান্ত ও আহত হওয়ার সময়ে ব্যাঘ্র প্রভৃতির আত্ম-রক্ষার চেষ্টা ও প্রতি হিংসার ভাব মৃগয়াতে প্রবৃত্ত না হইলে কেহ জানিতে পারে না।

‡ পশু পক্ষীর বিশ্বাসার্থ শিকারীরা তরু পত্রের ন্যায় বর্ম্ম ও বনপুষ্পের মালা ধারণ করিত।

যেন বন দেবীগণ হেরে নৃপতিরে*,
তোষিলা কোশল রাজ্য যিনি সুশাসনে। ৫২

কুকুর বাগুরা লয়ে নিষাদনিকর†
গেল অগ্রে ; ত্যজে বন দস্যু দাবানল ;
বিচরিছে পশু পক্ষী, শোভিছে পল্বল ;
হেন বনে অশ্বপৃষ্ঠে পশে বীরবর। ৫৩

গুণযুত ভীম ধনু শোভে তাঁর করে,
ভাদ্রপদমাসে যথা শোভিল অম্বরে
কনকবিজলীদামে ইন্দ্রশরাসন‡,
রুষিল কেশরিকুল টঙ্কারে ভীষণ। ৫৪

পড়িল হরিণ যূথ সম্মুখে রাজার,
কুশ তৃণ মুখে, অগ্রে দৃপ্ত কৃষ্ণসার,
স্তন্যপায়ী মৃগশিশু পড়িছে পশ্চাতে—
বিলম্বিছে মৃগী, তারে লইবারে সাথে§। ৫৫

দ্রুত অশ্বে যূথ পানে ধাইলা রাজন্
লয়ে শর, মৃগদল সত্বরে পলায়
সজল চকিত নেত্রে আঁধারি কানন,
অনিলে কম্পিত নীল শতদল প্রায়‖। ৫৬

---

* লতার মধ্যে লুকাইয়া বনদেবীরা রাজাকে নীল অলিরূপ নেত্রে দর্শন করিতেছে।

† শিকারীদল পূর্ব্বে কুকুর ও জাল লইয়া বনে প্রবেশ করিল। দস্যু তস্করাদি বন ছাড়িয়া পলায়ন করিল ; রাজপ্রভাবে দাবাগ্নিও যেন তথা হইতে অপসৃত হইল। ২য় সর্গ ১৪ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

‡ ভাদ্র মাসের ইন্দ্র ধনুর সহিত রাজার ধনুর তুলনা ; বিদ্যুল্লতা ধনুতে যোজিত রজ্জু ও বজ্রধ্বনি ধনুর টঙ্কাররূপে বর্ণিত হইয়াছে।

§ মৃগেরা কুশ তৃণ খাইতে খাইতে যাইতেছে, দলপতিরূপে অগ্রে কৃষ্ণসার চলিয়াছে ; মৃগ শিশুগণ দলের সঙ্গে চলিতে অক্ষম, তাই দল সমূহের গমন বিলম্বিত হইতেছে। ইহা অতি সুন্দর চিত্র।

‖ সহস্র সহস্র মৃগের চঞ্চল নেত্র সমূহে কানন শ্যামায়মান হইল, বায়ু সঞ্চালিত নীলপদ্মরাজির সহিত সেই নেত্রের তুলনা।

একটি হরিণে লক্ষ্য করিলা নৃমণি,
দাঁড়াইল মাঝে আসি হরিণী সত্বর ;
প্রেমার্দ্র রাজার মন দ্রবিল অমনি,
আকর্ষি শ্রবণাবধি সম্বরিলা শর * । ৫৭

অন্য মৃগে প্রহারিতে হইলা প্রয়াসী,
হেরিয়া চকিত চারু চঞ্চল নয়ন
প্রিয়ার চপল নেত্র হইল স্মরণ,—
খসিল নিবিড় মুষ্টি কর্ণান্ত পরশি † । ৫৮

ত্যজি পল্বলের পঙ্ক বরাহ নিকর
ধাইল, মুস্তার গ্রাস ঝরে মুখ হ'তে ;
আর্দ্র পদ-চিহ্ন রাজি বিরাজিল পথে—
সেই পথে দশরথ হ'লা অগ্রসর । ৫৯

অশ্ব হ'তে অগ্রকায় নোঁয়ায়ে রাজন্
ফুল্ল-কেশ বরাহেরে প্রহারিয়া বাণ
পশ্চাৎ পাদপে তার বিঁধিলা জঘন—
না জানে বরাহ তাহা, রোষে হতজ্ঞান ‡ । ৬০

আসিল মহিষ রুষি মারিতে রাজায়,
নেত্র মাঝে খর শর প্রহারিলা বীর ;
পড়িল মহিষ, বাণ ভেদিয়া শরীর
বাহিরিল বেগে, নাহি রক্ত চিহ্ন তায় § । ৬১

গণ্ডারে শাণিত শরে দণ্ডিলা নৃপতি
কাটি খড়্গ, মুণ্ডভার লাঘবিলা তার ;
ভাঙ্গিলেন শৃঙ্গ সহ তার অহঙ্কার—
প্রাণনাশে, অরাতির বিরত সুমতি ‖ । ৬২

---

* কর্ণ পর্য্যন্ত শর টানিয়াও প্রহার করিলেন না।

† ৫৭ শ্লোকের টীকা দ্রষ্টব্য।

‡ ইহা অতি সুন্দর চিত্র ; বরাহ পশ্চাৎপদে বৃক্ষ আশ্রয় করিয়া ঊর্দ্ধমুখে আত্ম রক্ষায় উদ্যত ; ইত্যবসরে রাজার অব্যর্থ শর তাহার পশ্চাদঙ্গ সেই বৃক্ষের সহিত বিদ্ধ করিল।

§ বাণ মহিষের দেহ এত শীঘ্র ভেদ করিয়া বাহির হইয়া গেল যে তাহাতে রক্তের লেশ মাত্রও লাগিল না।

‖ প্রবল শত্রুর দর্প চূর্ণ করা তাঁহার উদ্দেশ্য।

বায়ু-ভগ্ন-সর্জ্জতরুফুল্ল-শাখা প্রায়
গুহা হ'তে চিতা বাঘ রাজা প্রতি ধায় ;
ক্ষিপ্র হস্তে পূরি শরে ব্যাঘ্রের বদন
সাজাইলা যেন তূণ নিপুণ রাজন্* । ৬৩

পশু মাঝে রাজা সিংহ বিক্রমে আপন,
তাই বুঝি নর-রাজ রুষিলা তাহারে ;
ত্রাসিলা নির্ঘাত-ঘোর কোদণ্ড টঙ্কারে
কুঞ্জ মাঝে মৃগ-রাজে করি অন্বেষণ। ৬৪

গজ-কুল-চির-অরি কেশরী ভীষণ,
গজমুক্তা লগ্ন যার কুটিল নখরে†,
হেন সিংহদলে রাজা সংহারিয়া শরে
হিতকারি-করি-ঋণ করিলা মোচন‡। ৬৫

অশ্বপৃষ্ঠে ভ্রমি রাজা ভল্লের প্রহারে
চমরের চারু পুচ্ছ কাটিলা ত্বরিত,
পরাজিত নৃপপ্রায় চমর নিকরে
সুশ্বেত-চামর-হীন করি হরষিত§। ৬৬

অদূরে তুরগ পাশে উড়িছে ময়ূর
চারু পুচ্ছ হেরি রাজা নিবারিলা শর ;
প্রেয়সীর কেলি-শ্লথ অলক প্রচুর
কুসুম-ভূষিত, স্মরি দ্রবিল অন্তর। ৬৭

---

* বায়ুভগ্ন—পুষ্পরঞ্জিত পত্রময় বৃক্ষশাখার সহিত চিতা বাঘের তুলনা। যেন তূণ—ব্যাঘ্র রোষে মুখ ব্যাদান করিতেই শত শত বাণ মুখ মধ্যে পতিত হওয়াতে তাহা শরপূর্ণ তূণের শোভা প্রাপ্ত হইল।

† সিংহ নখদ্বারা গজকুম্ভ বিদীর্ণ করায় তাহাতে গজমুক্তা লাগিয়া রহিয়াছে।

‡ যুদ্ধাদিতে হস্তী পরম উপকারী, তৎশত্রু সিংহকে বিনাশ করিয়া রাজা যেন হস্তীর প্রতি কৃতজ্ঞতার ঋণ শোধ করিলেন।

§ চমর জাতীয় পশুর পুচ্ছে চামর প্রস্তুত হয়। ছত্র ও চামর রাজ চিহ্ন ; চামর রহিত হওয়া রাজ্যচ্যুতি বা পরাজয়ের লক্ষণ ; যথা—

"যস্যার্থযুক্তং গিরিরাজশব্দং।
কুর্ব্বন্তি বালব্যজনৈশ্চমর্য্যঃ॥"
কুমার সম্ভব ১ ম সর্গ ১৩ শ্লোক।

নবীন পল্লব কোশ ফুটাইয়া বলে
জল-কণা-সিক্ত বায়ু বহিল কাননে ;
শুকাইল নৃপতির সুচারু আননে
অবিরল শ্রম-জাত-স্বেদ বিন্দু দলে *। ৬৮

সচিবে রাজ্যের ভার অর্পিয়া রাজন্
এরূপে ভুলিলা অন্য কর্ত্তব্য আপন ;
মৃগয়া বাড়ায়ে রাগ সতত সেবায়
ভুলাইল, সুচতুরা ললনার প্রায়। ৬৯

বনে বনে প্রজানাথ যাপেন যামিনী,
নাহি সঙ্গে পরিজন রূপসী কামিনী ;
শয়ন ললিতপুষ্প কিশলয় দলে,
দীপ্যমান তৃণ-জ্যোতি দীপরূপে জ্বলে †। ৭০

পটহ-প্রতিম-রবে করি-কর্ণতালে
ভাঙ্গিত তাঁহার নিদ্রা নিত্য ঊষাকালে ‡ ;
বন্দি-রূপে পাখিবৃন্দ শুনাইত গান
মঙ্গল সঙ্গীত-স্রোতে ভাসাইয়া প্রাণ। ৭১

রুরু মৃগ অন্বেষণে একদা রাজন্
গেলা চলি ছাড়ি দূরে অনুচর দলে ;
সফেন-স্বেদাক্ত-অশ্বে করিয়া ভ্রমণ
আসিলা তাপস-প্রিয় তমসার কূলে। ৭২

সহসা তমসা-জলে কুম্ভের পূরণে
উঠিল গভীর ধ্বনি ; শুনি বীরমণি
ছাড়িলেন শব্দবেধী বাণ সেই ক্ষণে,
অলক্ষিতে বন্যগজগরজন গণি §। ৭৩

---

* সুশীতল বায়ু প্রবাহিত হইয়া তাঁহার শ্রম দূর করিত।

† ওষধি লতা রাত্রিকালে স্বীয় জ্যোতিতে বনভূমি আলোকিত করে।

‡ হস্তীর গণ্ডস্থলে সুবৃহৎ কর্ণ সঞ্চালনের আঘাত লাগিলে ঢোলের ন্যায় শব্দ হয়। প্রভাতে তৎশ্রবণে রাজা জাগরিত হইতেন।

§ তমসানদী—অযোধ্যার নদী বিশেষ। বাল্মীকির মতে এই ঘটনা সরয়ূ নদীতে হইয়াছিল। কালিদাস এখানে ও অনেক স্থলে পদ্মপুরাণের মত গ্রহণ করিয়াছেন। দশরথের উক্তি-

রাজার অবধ্য করী শাস্ত্রের বচন *
মোহবশে দশরথ হইলা বিস্মৃত,।
জ্ঞানীও অপথে পদ করে অরপণ
তমোগুণে হৃদাকাশ হ'লে সমাবৃত। ৭৪

" হা তাত " শুনিয়া এই রোদনের ধ্বনি,
অন্বেষি বেতস মাঝে দেখিলা নৃমণি,
শর-বিদ্ধ কুম্ভ সহ মুনির তনয় ;—
দুঃখ-শল্য বিদারিল রাজার হৃদয়। ৭৫

অশ্ব হ'তে নামি রাজা সুধিলা তখন
" কোন্ কুলে জন্ম তব ?" গদ গদ স্বরে
উত্তরিল মুনি পুত্র ভাসি কুম্ভোপরে,—
" তাপস ঔরস আমি, জাতিতে করণ "† । ৭৬

অন্ধ পিতা মাতার সে একমাত্র ধন ‡,
বাণ-বিদ্ধ-কলেবরে, বচনে তাহার
তাঁদের সমীপে তারে লইয়া রাজন্,
জ্ঞাপিলা অজ্ঞান-কৃত পাপ আপনার। ৭৭
বিলাপিলা জায়া-পতি মহাশোকভরে ;
বক্ষ হ'তে যবে রাজা উদ্ধারিলা শর,

"হেন কালে তটিনীর জলের ভিতর
শুনিলাম, মুনি, কুম্ভপূরণের স্বর।
সে শব্দ শুনিয়া আমি ভাবিলাম মনে,
হস্তী আসিয়াছে জলপানের কারণে।
তখন অমনি আমি আকর্ণ পূরিয়া,
দিলাম সুতীক্ষ্ণ শর সবলে ছাড়িয়া।"
রাজকৃষ্ণ রায়ের রামায়ণ।

শব্দবেধী— শব্দানুসারে বিদ্ধকারী বাণ বিশেষ।
" শব্দশব্দেন কৌশল্যে কুমারেণ ধনুষ্মতা। কুমার শব্দবেধীতি ময়া পাপমিদং কৃতং॥" রামায়ণ।

* " লক্ষীকামো যুদ্ধাদন্যত্র করি-বধং ন কুর্য্যাৎ " শাস্ত্র বচন।

† করণ—বৈশ্যের ঔরসে শূদ্রাণীর গর্ভোৎপন্ন জাতি বিশেষ।
" ব্রহ্ম হত্যাকৃতং পাপং হৃদয়াদপনীয়তাং "
" ন দ্বিজাতিরহং রাজন্! মাভূত্তে মনসো ব্যথা।
শূদ্রায়ামস্মি বৈশ্যেন জাতো জনপদাধিপ।"

‡ অন্ধ পিতা—ইহার নাম অন্ধক মুনি।

বালক ত্যজিল প্রাণ ; শোকে মুনিবর
অশ্রুজল লয়ে করে শাপিলা রাজারে * ;—৭৮

তাড়নে দংশনকারী বিষধর প্রায় †
শাপিলা " বার্দ্ধক্যে সুত-বিরহ ব্যথায়
জীবন ত্যজিবে তুমি আমারি মতন ‡ ।"
অপরাধী নৃপ তাঁরে কহিলা তখন ।—৭৯

" তনয়ের মুখ-পদ্ম না দেখিনু আমি,
শাপদানে উপকার করিলা, সুমতি ;
ইন্ধনজ্বালিত অগ্নি কৃষিযোগ্য ভূমি
দহি, তাহে বীজাঙ্কুর জন্মায় যেমতি § ; ৮০

" কৃপার অপাত্র আমি বধ্য অভাজন,
কি করি এখন মোরে, কর অনুমতি।"
পুত্র সহ মরিবারে তাপস দম্পতী
কহিলা অনল সহ আনিতে ইন্ধন ‖ । ৮১

মিলি অনুচরদলে ভূপতি তখন
পালিলা মুনির আজ্ঞা ; চলিলা নগরে
আত্ম-নাশ-হেতু-শাপ বহি ভগ্ন মনে,
যেমতি বাড়বানল বারিধি-অন্তরে ¶ । ৮২

মহাকবি কালিদাসকৃত রঘুবংশের বঙ্গানুবাদে মৃগয়াবর্ণন নামক নবম সর্গ ।

---

* হস্তে জল লইয়া শাপ দেওয়ার বিধান। প্রভূত অশ্রু রাশি জলের কার্য্য করিয়াছিল।

† সর্পকে তাড়না করিলেই প্রহারককে দংশন করে, পুত্র বধরূপ বিশেষ অপরাধ করাতে অন্ধক মুনি রাজাকে অভিশাপ দিয়াছিলেন।

‡ "পুত্রশোক হইয়াছে আমার যেমন,
এই রূপ পুত্র শোকে, শুন হে রাজন্,
তোমারে ও দেহ পাত করিতে হইবে,
মম শোক সম শোক তোমারো ঘটিবে।"
রাজকৃষ্ণ রায়ের রামায়ণ।

§ কাষ্ঠে অগ্নি জ্বালিয়া ভূমি দগ্ধ করিলে তাহার উর্ব্বরতা বৃদ্ধি পায়।

‖ অগ্নিতে প্রাণত্যাগ করার জন্য কাষ্ঠ ও অগ্নি আনয়ন করিতে কহিলেন।

¶ পরবর্ত্তিকালে দশরথের শোচনীয় মৃত্যুর কারণরূপী অন্ধক মুনির শাপ তাঁহার মনোমধ্যেই রহিল। সমুদ্র-দগ্ধ-কারী বাড়-বাগ্নি সমুদ্র গর্ভেই নিহিত থাকে। দ্বাদশ সর্গের ৪ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

রঘুবংশ।

দশম সর্গ।

মহাযশা দশরথ কোশলের পতি
বিপুল-বৈভব, তেজে যেন সুরেশ্বর,
সুনিয়মে সসাগরা শাসি বসুমতী
যাপিলা ঈষত ঊন অযুত বৎসর। ১

না লভিলা নরপতি তনয়রতন,
হয় যাহে পিতৃ-কুল ঋণ বিমোচন ;—
না দেখিলা পুত্ররূপ জ্যোতির উদয়
যাহে শোক তমো-রাশি আশু পায় লয় *।

সুত জনমের হেতু না হ'ল ঘটন, †
পুত্রহীন বহুদিন যাপিলা নৃপতি—
যথা মন্থনের পূর্ব্বে অব্যক্ত-রতন
ছিল সিন্ধু হৃদি-লুপ্ত-রতন-সন্ততি ‡। ৩

সুত লাভে সমুৎসুক অজের নন্দন
আনিলেন নিমন্ত্রিয়া আপন ভবনে,

---

* পুত্রোৎপত্তিতে পিতৃ-ঋণ হইতে মুক্ত হওয়া যায়, ও বংশ লোপের আশঙ্কা ও তজ্জনিত দুঃখের অন্ধকার তিরোহিত হয়। ১ ম সর্গের ৬৮। ৭১ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

† ঋষ্যশৃঙ্গাদি কৃত পুত্রেষ্টি যজ্ঞ ও রাবণ বধার্থ দেবগণ কর্ত্তৃক বিষ্ণুর স্তুতি ইত্যাদি দশরথের পুত্র জন্মিবার হেতু স্বরূপ।

‡ দেবাসুর মিলিত হইয়া সমুদ্র মন্থন করাতে চন্দ্র লক্ষ্মী কৌস্তুভ মণি, সুরাদেবী অমৃত ও পারিজাত পুষ্প ইত্যাদি উৎপন্ন হইয়াছিল। তৎপূর্ব্বে কে জানিত যে সমুদ্রে এ সমস্ত শ্রেষ্ঠ বস্তু ছিল? সমুদ্র-মন্থন রূপ সুমহৎ ব্যাপার সৃষ্টি মধ্যে জনসাধারণের জাতীয় ঐক্য উদ্যম, ও তৎ ফলের পরিচায়ক রূপক স্বরূপ; অমৃত বণ্টনের সময়ে লোভের উদ্রেক হইয়া দেব ও অসুরের মধ্যে ঘোরতর বিবাদ জন্মে ও যুদ্ধের সূত্রপাত হয়, যে যুদ্ধে এখনও ধরাপৃষ্ঠ প্লাবিত হইতেছে।

জিতেন্দ্রিয় ঋষ্যশৃঙ্গ আদি ঋষিগণে * ;
আরম্ভিলা যজ্ঞ তাঁরা পুত্রের কারণ। ৪

এ দিকে দেবতাগণ রাবণ-পীড়নে
চলিলা বিপন্ন সবে কেশব-সদন—
আতপ-তাপিত পান্থ নিদাঘে যেমন
যায় দ্রুত ছায়া-যুত তরুর চরণে। ৫

উত্তরিলা দেবদল ক্ষীরোদ সাগরে, †
অমনি জাগিলা হরি কমল-লোচন ;—
অবিলম্বে প্রভু সহ হ'ল দরশন,
সুরগণ-মনোবাঞ্ছা পূরিবে সত্বরে ! ৬

দেখিলা দেবতাবৃন্দ জগত-ঈশ্বর
সমাসীন ফণীন্দ্রের শরীর-আসনে, ‡
সহস্র ফণায় দীপ্ত মণির কিরণে
সমুজ্জ্বল মাধবের বপুঃ মনোহর ! ৭

সমীপে কমলা দেবী কমল আসনে,
আবরি মেখলা সূক্ষ্ম দুকূল বসনে, §

---

* ঋষ্যশৃঙ্গাদি—ঋষ্যশৃঙ্গ, বামদেব জাবালি কশ্যপ ও বশিষ্ঠ। ঋষ্যশৃঙ্গ বিভাণ্ডক মুনির পুত্র। তিনি বনে প্রতিপালিত হইয়াছিলেন ও প্রৌঢ়াবস্থা পর্য্যন্ত তাহার পিতা ভিন্ন অন্য কোন মনুষ্যজাতির মুখ দর্শন করেন নাই। তৎকালে অঙ্গদেশে অনাবৃষ্টি হওয়াতে তন্নিবারণার্থ রাজা লোমপাদ বহুসংখ্যক রূপগুণসম্পন্না রমণী পাঠাইয়া তাহাদের যত্নে ঋষ্যশৃঙ্গকে আনয়ন করেন ও শান্তা নাম্নী রাজকন্যা তাঁহাকে বিবাহ দেন। শান্তা, রাজা দশরথের ঔরসজাতা ও লোমপাদের পালিতা কন্যা ছিলেন। ঋষ্যশৃঙ্গের প্রথম জীবনের অনুরূপ সেক্ষপিয়র কল্পিত মিরাণ্ডা পিতা ভিন্ন অন্য পুরুষ দেখিয়াছিল না। (Shakespeare's Tempest.)

পুত্রীয়তা তেন বরাঙ্গনাভি রানায়ি বিদ্বান্ ক্রতুষু ক্রিয়াবান্
বিপক্তিমজ্ঞানগতির্মনস্বী, মান্যো মুনিঃ স্বাং পুরমৃষ্যশৃঙ্গঃ।
ভট্টিকাব্য।

† বিষ্ণু ক্ষীর-সমুদ্রশায়ী। ত্রয়োদশ সর্গের ষষ্ঠ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

‡ সহস্র ফণাবিশিষ্ট অনন্ত নাগ বিষ্ণুর আসন। দ্বাদশ সর্গের ৭০ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

§ লক্ষ্মী কর-পল্লবে বিষ্ণুর পাদপদ্ম ধারণ করিয়াছেন। কঠিন রত্নময় মেখলা পরিধেয় ক্ষৌম বস্ত্রে আবৃত করা হইয়াছে যেন তাহা বিষ্ণুর কোমল চরণ স্পর্শ না করে।

চারু অঙ্কে রাখি কর-পল্লব-আপন,
রেখেছেন তদুপরি প্রভুর চরণ। ৮

পীতবাস-ধর হরি রাজীব-লোচন,
নিরন্তর যোগি-জন-মানস-রঞ্জন ;—
বালাতপ-বাসে, ফুল্ল কমল–নয়নে,
শারদ প্রত্যূষ যথা তোষে সর্ব্বজনে *।

বিশাল উরসে শোভে কৌস্তুভ রতন †
উজলি কিরণ-জালে শ্রীবৎসলাঞ্ছনে, ‡
উঠিল সে মহারত্ন সমুদ্র মন্থনে
সদা তাহা কমলার বিলাস-দর্পণ। ১০

দিব্য রত্ন-বিভূষিত চারি ভুজ তাঁর
বিম্বিত অম্বুধি মাঝে তরুশাখাপ্রায়,
যেন নব পারিজাত সুচারু শাখায়
বিরাজিছে উজলিয়া পুনঃ পারাবার §! ১১

সচেতন সুদর্শন আদি অস্ত্রগণে ||
"জয় জগদীশ হরে" করিছে ঘোষণ—

---

* শরৎকালের প্রত্যূষের সহিত বিষ্ণুর সাদৃশ্য বর্ণিত হইয়াছে; প্রভাত সূর্য্যের হৈম রশ্মি পীতবাস স্বরূপ, প্রস্ফুটিত পদ্ম নেত্র স্বরূপ। তাহার শোভা সর্ব্বজন মনোহারিণী।

† কৌস্তুভঃ—বিষ্ণুর বক্ষস্থিত অত্যুজ্জ্বল স্বচ্ছ মণি। ইহা সমুদ্র-মন্থনে উৎপন্ন হইয়াছিল। ইহাতে মুখ দর্শন করিয়া লক্ষ্মী কেশ সংস্কার ও বেষভূষাদি ধারণ করিতেন, কবির কল্পনা।

‡ শ্রীবৎসলাঞ্ছন—বিষ্ণুর বক্ষের শ্বেত রোমাবলী। কৌস্তুভ মণির জ্যোতিও শ্রীবৎস নামে অভিহিত যথা শ্রীমদ্ভাগবতে ;—
"কৌস্তুভ ব্যপদেশেন স্বাত্মজ্যোতি বিভর্ত্ত্যজঃ।
তৎপ্রভাং ব্যাপিনীং সাক্ষাৎ শ্রীবৎস মুরসা বিভুঃ॥"

§ সমুদ্র-মন্থনে পারিজাত পুষ্পতরু উৎপন্ন হইয়া দেবলোকে নীত হয়; পূর্ব্বে তাহা সমুদ্র মধ্যেই শোভা পাইত। বিষ্ণুর চারি হস্ত সাগর জলে প্রতিবিম্বিত হইয়া শাখাযুক্ত পারিজাতের শোভা ধারণ করিল।

|| পাঞ্চজন্য শঙ্খ, সুদর্শন চক্র, কৌমোদকী গদা, পদ্ম, শার্ঙ্গ (ধনু) ও নন্দক (অসি)—বিষ্ণুর অস্ত্র।

যে অস্ত্র দানব দলে করিয়া দলন
বিনাশিল মদরাগ দানবী-বদনে *। ১২

ফণীন্দ্রের সহ বৈর করি পরিহার †
ত্যজি নিজ বীরদর্প বিনতা-কুমার ‡
কুলিশ-প্রহার-চিহ্ন ধরি কলেবরে §
পূজিছেন জগন্নাথে কৃতাঞ্জলি-করে। ১৩

যোগ-নিদ্রা-অবসানে দেব নারায়ণ
দেখিলেন সুপ্রসন্ন পাবন নয়নে
ভৃগু আদি ঋষিদলে, কৃপা বিলোকনে ;
মাধবের সুখ-নিদ্রা সুধে ঋষিগণ।‖ ১৪

প্রণমি অমরদল ও পদ-কমলে
আরম্ভিলা স্তুতি গান, সম্ভাষি মধুরে
বাক্য-মন-অগোচর ভকত-বৎসলে,
বসুধা পালিলা যিনি বিনাশি অসুরে। ১৫—

---

* বিষ্ণুর চির-জয়শীল অস্ত্রাঘাতে দৈত্যগণ নিহত হয় ; তাহাদের স্ত্রীগণ মদ্যপান ত্যাগ করে, সুতরাং তাহাদের মুখমণ্ডল মদজনিত রক্তিমারহিত হইয়াছিল।

† গরুড় সর্পের চির শত্রু, তথাচ বিষ্ণুর প্রভাবে তৎবাহন গরুড়, ও তদাসন-স্বরূপ অনন্ত নাগ, মিত্র ভাবে অবস্থিত।

‡ ইন্দ্রের সারথি মাতলি গুণকেশী নাম্নী কন্যার সুমুখ নামক নাগের সহিত বিবাহ স্থির করেন। নাগ-বৈরি গরুড় সুমুখের পিতাকে ভক্ষণ করিয়া তাহাকে বধ করিতে কৃতসঙ্কল্প হন। মাতলি সুমুখের রক্ষার্থ ইন্দ্র ও বিষ্ণুর শরণাপন্ন হওয়াতে বিষ্ণু তাঁহার বাহুর ভারে গরুড়ের দর্প চূর্ণ করেন। মহাভারত উদ্যোগ পর্ব্ব, ১০৪ অঃ।

§ গরুড়, নাগজননী কদ্রুর দাসীত্ব হইতে আপন মাতা বিনতার মুক্তি সাধনার্থ চন্দ্রলোকে যাইয়া অমৃত আনয়ন করেন, তৎকালে ইন্দ্র তাঁহাকে বজ্রের দ্বারা প্রহার করিয়াছিলেন।

আকাশে উড়িয়া পক্ষী বায়ু বেগে যায়,
দেবরাজ মহারোষে বজ্র এড়ে তায় ;
আহত হ'য়েও বজ্রে বিহঙ্গ-ঈশ্বর,
কিছু না পাইলা ব্যাথা, না হৈলা কাতর।

মঃ ভাঃ আদি। রাজকৃষ্ণ রায়।

‖ "বিষ্ণুং নিদ্রাময়ং যোগং প্রবিষ্টং তমসাবৃতং।
তেতু ব্রহ্মর্ষয়ঃ সর্ব্বে পিতামহ পুরোগমা,
ন বিদুস্তং ক্বচিৎ সুপ্তং কচিদাসীনমাসনে।" হরিবংশ।

"সৃজন করিয়া বিশ্ব করিছ পালন ;
তমোগুণে পুনঃ, প্রভু, করিছ সংহার ;
সৃষ্টি, স্থিতি প্রলয়ের অখণ্ড কারণ,
ত্রিগুণে অসীম, তোমা করি নমস্কার *। ১৬

"যেমতি মেঘের এক সুনির্ম্মল বারি
ভিন্ন দেশে পড়ি হয় ভিন্ন-রসাধার, †
তেমতি অদ্বৈত এক-রূপ নির্ব্বিকার,
হইয়াছ গুণভেদে ভিন্ন-রূপ-ধারী। ১৭

"বিশ্ব পরিমাণ কর, অমেয় আপনি ;
অজেয়-স্বরূপ, সর্ব্বজয়ী, চিন্তামণি ;
আপনি নিষ্কাম, পূর কামনা সবার—
স্থূল-ব্রহ্মাণ্ডের হেতু সূক্ষ্ম নিরাকার ‡। ১৮

"অন্তর্য্যামী তুমি, প্রভু, বিরাজ অন্তরে,
অথচ সুদূরবর্ত্তী মানস-অতীত ;
দয়ালু, অদুঃখী ; যোগী, কামনা-রহিত ; §
পুরাণ পুরুষ, জরা নাহি কলেবরে ! ১৯

"সর্ব্বজ্ঞানময় তুমি, অজ্ঞাত সবার ;
বিশ্বের ঈশ্বর, প্রভু, অনীশ আপনি ; ‖

---

* ত্রিগুণ—সত্ত্ব, রজঃ, তম। কুমার সম্ভবের দ্বিতীয় সর্গে দেবগণ কর্তৃক ব্রহ্মার স্তব ও অনেকাংশে এবম্প্রকার। তাহার ৪ র্থ শ্লোক উদ্ধৃত করা হইল।
"নমস্ত্রিমূর্ত্তয়ে তুভ্যং প্রাক্‌সৃষ্টেঃ কেবলাত্মনে
গুণ ত্রয় বিভাগায় পশ্চাদ্ভেদ মুপেয়ুষে।"

† নির্ম্মল বৃষ্টির জল ভূতলে পতিত হইয়া স্থলভেদে ভিন্ন রূপ ধারণ করে।

‡ মূলে আছে "অব্যক্তো ব্যক্ত কারণং।" কুমার সম্ভব, ২য় সর্গ ১১।
"ব্যক্তো ব্যক্তেতরশ্চাসি, প্রাকাম্যংতে বিভূতিষু।"
"মহতঃ পরম ব্যক্ত মব্যক্তাৎ পুরুষঃপরঃ" সাংখ্য মত।
"অব্যক্তাৎ ব্যক্তয়ঃ সর্ব্বাঃ প্রভবন্ত্যহরাগমে।
"রাত্র্যাগমে প্রলীয়ন্তে তত্রৈবাব্যক্ত সংজ্ঞকে" ভগবদ্গীতা ৮ অ।

§ দয়ালু—পরদুঃখহারী অথচ স্বয়ং দুঃখ স্পর্শ রহিত। যোগী নিষ্কাম অথচ আত্ম স্বরূপ চিন্তনরূপ তপে মগ্ন।
"ন মাং কর্ম্মাণি লিম্পন্তি, ন মে কর্ম্মফলে স্পৃহা" ভগবদ্গীতা।

‖ অনীশ, স্বয়ম্ভূ—"সর্ব্বভূতময়োঽচিন্ত্যঃ স এব স্বয়মুদ্বভৌ" মনু।

এক হ'য়ে সর্ব্বরূপ স্বরূপ তোমার,
তুমি হে জগত-যোনি, স্বয়ম্ভূ অযোনি । ২০

"সপ্ত সামবেদে করে তব গুণ গান,
সপ্ত সাগরের জলে রয়েছ শয়ান,
সপ্ত শিখাময় অগ্নি তোমার বদন,
সপ্ত লোকাশ্রয় একা তুমি নারায়ণ * । ২১

"চতুর্ব্বর্গ ফলে যাহে সেই জ্ঞান ধন,
চতুর্যুগ-পরিমাণ অসীম সময়,
চতুর্ব্বর্ণময় আর মানবনিচয়,—
চতুর্ম্মুখরূপে সবে করিলে সৃজন † । ২২

"কঠোর অভ্যাসে করি চিত্তের দমন
মুকতি লাভের আশে যোগি-ঋষি-গণ
হৃদ-পদ্মে জ্যোতির্ম্ময়ী মুরতি তোমার
স্থাপিয়া ভাবিছে সদা, ভব-মূলাধার । ২৩

"অবতার রূপে, অজ, জনম তোমার, ‡
নিরীহ হইয়া অরি করিছ সংহার, §
যোগে নিমগন, তবু সদা জাগরিত,
কে জানে তোমার তত্ত্ব জ্ঞানের অতীত ? ২৪

"ইন্দ্রিয়-বিষয়-ভোগ কর লীলাছলে,
অথচ কঠোর তপে আছিলে মগন ;

---

* সপ্তশিখা—অগ্নির সপ্তশিখা যথা, কালী, করালী, মনোজবা, সুলোহিতা, সুধূম্রবর্ণা, উগ্রা ও প্রদীপ্তা। অথবা
"কালী করালী ধূম্রাচ লোহিতাচ মনোজবা।
স্ফুলিঙ্গিনী বিশ্বরুচী সপ্ত জিহ্বা প্রকীর্ত্তিতা ॥"
সপ্তলোক যথা ভূ, ভুব, স্বঃ, মহঃ, জন, তপ, ও সত্য।

† চতুর্ব্বর্গ—ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ।
চতুর্ব্বর্ণময়—ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদি।
"চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণ কর্ম্ম বিভাগশঃ ॥" ভগবদ্গীতা।

‡ অজ—জন্ম রহিত স্বয়ম্ভু। ৩১ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

§ নিরীহ—চেষ্টা রহিত। অরি—অসুরাদি।

প্রকৃতি রূপেতে প্রজা করিছ পালন,
উদাসীন রূপে সৃষ্টি দেখ কুতূহলে *। ২৫

"জাহ্নবীর শত শত প্রবাহ যেমতি
ভিন্ন পথে বহি শেষে পশে পারাবার,
নানা শাস্ত্রে নানা রূপ সাধন-পদ্ধতি
আসে তথা ভিন্ন পথে চরণে তোমার †। ২৬

"বিষয়-বিরাগ-মতি যেই যতিগণ
যোগ বলে নিজ চিত্ত নিবেশি তোমায়
সর্ব্ব কর্ম্ম তব প্রতি করে সমর্পণ,
মোক্ষ গতি পায় তাঁরা তোমারি কৃপায় ‡। ২৭

"অসীম ব্রহ্মাণ্ড আদি মহিমা তোমার
নয়নগোচর, তবু নাহি পরিমাণ,
নিরূপে স্বরূপ তব শকতি কাহার ?
প্রকাশে তোমার তত্ত্ব বেদ-অনুমান §। ২৮

"তোমায় করিলে, হরি, স্মরণ কেবল
মানব পবিত্র হয় যাবৎ জীবন, ‖

---

* উদাসীন—পুরুষরূপে। কুমার সম্ভব, ২। ১৩।
"ত্বামামনন্তি প্রকৃতিং পুরুষার্থ প্রবর্ত্তিনীং।
তদ্দর্শিনমুদাসীনং ত্বামেব পুরুষং বিদুঃ।"
তপঃ—ধর্ম্মের ঔরসে অহিংসার গর্ভে বিষ্ণু নর ও নারায়ণ রূপে অবতীর্ণ হইয়া বদরিকাশ্রমে কঠোর তপস্যা করিয়াছিলেন। শ্রীমদ্ভাগবত মতে ইঁহারা বিষ্ণুর চতুর্থ অবতার।

† ঈশ্বর প্রাপ্তি সকল ধর্ম্মেরই উদ্দেশ্য।

‡ "যে তু সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি ময়ি সংন্যস্য মৎপরাঃ।
অনন্যেনৈব যোগেন মাং ধ্যায়ন্ত উপাসতে॥
তেষামহং সমুদ্ধর্ত্তা মৃত্যুসংসার-সাগরাৎ। গীতা।
১২ অ। ৬। ৭। অর্থ—
"মৎপর, আমাতে যারা সর্ব্ব কর্ম্ম করি দান,
অনন্য যোগেতে করে মম উপাসনা ধ্যান,
আমাতে অর্পিত চিত্ত, তাহাদেরে করি পার
অচিরেতে মৃত্যুযুক্ত সংসারের পারাবার।"
শ্রীনবীনচন্দ্র সেনের অনুবাদ।

§ অনুমান—কার্য্যাদি দর্শনে কারণ নির্দ্ধারণ।

‖ "অহো স্মরণমেব তে কিমপি পুণ্যপণ্যংসতাং। ভবতি

দর্শনে পরশে তব জনমে যে ফল
কে করিবে সে ফলের সীমা নিরূপণ? ২৯

"বাক্য-মন-অগোচর চরিত তোমার,
কার সাধ্য স্তুতি বাক্যে করিবে প্রচার ? *
কে বর্ণিবে কত জ্যোতি ধরেন ভাস্কর
কে জানে কতই রত্ন ধরে রত্নাকর ? † ৩০

"কি আছে অলব্ধ কিম্বা অপ্রাপ্য তোমার ?
নিত্য পরিপূর্ণ, প্রভু, বিশ্বের আধার ;
জনম করম তবু করিছ গ্রহণ
কেবল লোকের হিত করিতে সাধন। ‡ ৩১

"অসীম মহিমা তব করিতে কীর্ত্তন
অক্ষম গায়ক, ক্ষান্ত হয় শ্রমভরে ;
ফুরায় সঙ্গীত স্রোত, না চলে বচন ;
অনন্ত তোমার গুণ কে বর্ণিতে পারে"। ৩২

প্রসন্ন হইলা স্তবে দেব নারায়ণ,
ইন্দ্রিয় জ্ঞানের ঊর্দ্ধে যাঁহার বিকাশ ;
নহে সে দেবের স্তুতি অলীক বর্ণন—
বিষ্ণুর প্রকৃততত্ত্ব তাহে পরকাশ। ৩৩

জিজ্ঞাসিলা হৃষীকেশ স্বর্গের কুশল,
নিবেদিলা দেবগণ তাঁহার চরণে—
"রক্ষোরূপী পারাবার, প্রলয় বিহনে,
উথলিল, ভয়ে, প্রভু, বিশ্ব টলমল" §। ৩৪

ভব-ভৈষজং ব্যসনতাপতৃষ্ণাপহং ॥" শ্রীশরচ্চন্দ্র দাস প্রকাশিত অবদান কল্পলতা। ৭ ম পল্লব, ৬০ শ্লোক।

* "যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ" শ্রুতি।

† ত্রয়োদশ সর্গের ৪। ৫ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

‡ "যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহং ॥
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাং।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥" ভগবদ্গীতা। ৪ অ। ৮।

§ রাবণের অত্যাচারে বিশ্ব সংসার নষ্ট প্রায়।

দেবের বচনে হরি করিলা উত্তর,
পরাজিয়া জলধির সুগভীর স্বরে ;
প্রতিধ্বনি সেই বাক্য ঘোষিল সত্বর,
বারিধির তীরবর্ত্তী গিরির কন্দরে। ৩৫

বেদ-গুরু আদি কবি প্রভু সারাৎসার, *
তাঁর কণ্ঠ-বিনিঃসৃত অমৃত বচন
পরিশুদ্ধ সর্ব্বগুণে শ্রবণ-রঞ্জন,
কৃতার্থা আপনি বাণী উচ্চারণে তাঁর। ৩৬

দশন প্রভায় দীপ্ত বচন রুচির
বিষ্ণুর বদন হ'তে হইল নিঃসৃত,
বিষ্ণু-পদ-প্রবাহিনী সুর তটিনীর
শেষ স্রোত ঊর্দ্ধে যেন হ'ল প্রবাহিত †।—৩৭

"জানি আমি, দেবগণ, রাক্ষস দুর্জ্জয়
জিনিয়াছে তোমাদের বিক্রম গৌরব,
জীব-দেহে তমোগুণ হইলে উদয়
সত্ত্ব রজ গুণে যথা করে পরাভব। ‡ ৩৮

"ভ্রম-বশে পাপ পঙ্কে পড়িলে যেমন
সন্তাপে তাপিত হয় সাধুর অন্তর,
রাবণের পরাক্রমে আজি ত্রিভুবন,
জানি আমি, সেইরূপ সন্তাপ-কাতর §। ৩৯

---

* আদি কবি—"অনাদিনিধনা নিত্যা বাগুৎসৃষ্টা স্বয়ম্ভুবা।
আদৌ বেদময়ী দিব্যা যতঃ সর্ব্বাঃ প্রবৃত্তয়ঃ ॥"
খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মপুস্তকেও এরূপ লিখিত আছে যথা—In the beginning was the Word, and the Word was with God and the Word was God. John. ch. 1. Verse 1.

† গঙ্গার পবিত্র ও শুভ্র স্রোত বিষ্ণুর পদ হইতে নির্গত হইয়া অধোদিকে প্রবাহিত হইয়াছিল। সম্প্রতি শুভ্র দশন প্রভায় উদ্ভাসিত পবিত্র বাক্য স্রোত বিষ্ণুর মুখ হইতে নিঃসৃত হওয়াতে বোধ হইল যেন গঙ্গার সর্ব্ব শেষ স্রোত নিম্নগামী না হইয়া ঊর্দ্ধে (অর্থাৎ মুখ হইতে) প্রবাহিত হইল। ভগবানের বাক্য গঙ্গাপ্রবাহের ন্যায় পবিত্র ও পাপতাপহারী।

‡ রাবণের উদয় তমোগুণের প্রাদুর্ভাব সদৃশ।

§ রাবণ কৃত উৎপীড়ন—অনিচ্ছাকৃত পাপের অনুতাপ জনিত ক্লেশ স্বরূপ।

"কেন, ইন্দ্র, হেন কার্য্যে রত প্রার্থনায় *?
এক কার্য্যে তুমি আমি ব্রতী অনুক্ষণ,—
সৃষ্টি রক্ষা হেতু করি দুষ্টের দমন;
আপনি পবন হয় অগ্নির সহায় †। ৪০

"নয় মুণ্ড অসি ধারে করিয়া ছেদন
করিল কঠোর তপ যবে দশানন,
শেষ মুণ্ড যেন মম চক্রের কারণ
রেখেছিল, সুদর্শনে হইবে নিধন ‡। ৪১

"পূর্ব্বে বিধাতার বর পাইল রাবণ,
সে হেতু সহিনু তার এত অত্যাচার,
যেমতি চন্দন তরু সর্পের পীড়ন
সহ্য করে অহর্নিশ, বিধি বিধাতার §। ৪২

"তপস্যায় বিধাতারে তোষি দশানন
লভিল এ বর—তার না হবে মরণ

---

* এবিষয়ে আমাকে প্রার্থনা করা অনাবশ্যক। "বিষ্ণোঃ কর্ম্মানি পশ্যত যতো ব্রতানি পস্পশে, ইন্দ্রস্য যুজ্যঃ সখা" (ঋগ্বেদ মং ১ সূ ২২)। অর্থ—বিষ্ণুর যে কর্ম্মবলে যজমান ব্রত সমুদয় অনুষ্ঠান করেন সেই কর্ম্ম সকল অবলোকন কর, বিষ্ণু ইন্দ্রের উপযুক্ত সখা। শ্রীরমেশচন্দ্র দত্তের অনুবাদ।

† "সমীরণো নোদয়িতা ভবেতি, ব্যাদিশ্যতে কেন হুতাশনস্য"
কুমারসম্ভব ৩ সর্গ ২১।

‡ রাবণ ক্রমে নয়টি মুণ্ড ছেদন করিয়া ব্রহ্মার স্তব করিয়াছিল, দশম মুণ্ড ছেদনে তাহার প্রাণনাশ হইত, তাহা আমার সুদর্শন চক্রে সম্পাদিত হইবে।

"নিজ মুণ্ড কেটে নেয়, অনলে আহুতি দেয়,
প্রথম সহস্র বর্ষ পরে।
এই রূপে ন হাজার বর্ষে নয় মুণ্ড তার
নিক্ষিপ্ত হইল হুতাশনে;
দশম সহস্র বর্ষে, দশম মস্তক হর্ষে
সমুদ্যত হইল ছেদনে।
তা দেখি চতুরানন, করিলেন আগমন
ত্বরা দশ-শিরের গোচর।" রামায়ণ। উঃ কাঃ। রাজকৃষ্ণ রায়।

§ প্রবাদ আছে যে সর্প চন্দনবৃক্ষ বেষ্টন করিয়া থাকে। ৪ র্থ সর্গের ৭৮ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

দেবতা গন্ধর্ব্ব আদি দেবযোনি-করে
উপেক্ষিল হীন জ্ঞানে নর কি বানরে * । ৪৩

"জনমিয়া মর্ত্ত্য লোকে দশরথ ঘরে
তীক্ষ্ণ শরজালে আমি কাটিব সমরে
রাবণের দশমুণ্ডরূপ শতদল,
সেই পদ্মে সুশোভিত হবে রণস্থল † । ৪৪

"যথাবিধি সাধি যজ্ঞ যাজক নিকর
যজ্ঞভাগ দেবগণে করিবে অর্পণ,
তোমরা ভুঞ্জিবে সুখে ; দুষ্ট নিশাচর
না করিবে আর তাহা উচ্ছিষ্ট কখন। ৪৫

"সুকৃতি পুরুষগণ বসিয়া বিমানে
বিচরিবে মনসুখে নির্ভয়ে অম্বরে ;
রাবণের পুষ্প রথ হেরিয়া গগনে
লুকাবে না সচকিতে মেঘের অন্তরে ‡ । ৪৬

---

* মনুষ্য ও বানর অতি তুচ্ছ এই।মনে করিয়া তাহাদের হস্তে মৃত্যুর অব্যাহতির প্রার্থনা করে নাই।—

"বিহঙ্গ, ভুজঙ্গ, যক্ষ, দৈত্য, নিশাচর,
আর শুন, পদ্মযোনি, দানব অমর—
এদের অবধ্য আমি হইয়া থাকিব,
কোন রূপে ইহাদের করে না মরিব।
আর আর যে সকল জীব জন্তু আছে,
মনুষ্য প্রভৃতি, তারা তৃণ মোর কাছে।" রামায়ণ। ঐ।

† রাবণের মুণ্ডসমূহ পদ্মরাশির প্রায় রণভূমির পূজোপহার হইবে।

‡ কুবেরকে জয় করিয়া রাবণ পুষ্প রথ প্রাপ্ত হয় ও সেই রথে আকাশে বিচরণ করিয়া দেবতাদিগকে উৎপীড়ন করিত।

"পুষ্পক নামক, কামগামী রথ, কুবের ভ্রমিত যায়
সেই মহারথ, নিল দশানন, কত রত্ন শোভে তায়।
কিবা সে সুঠাম, কনকের ধাম, তোরণ বৈদূর্য্যময়,
তাহে মুক্তাঝারি, শোভে সারি সারি, শোভে নানা তরুচয়।
সেই সব গাছে, ফুল ফুটে আছে, কোন গাছে দোলে ফল,
সকল ঋতুতে ফল ফুলতাতে সমুদ্ভবে অবিরল।
সেই রথখান, সুখের নিদান, কামরূপী নভোগামী
গতি তার কেহ, না পারে বারিতে, উড়ে নভে, নামে ভূমি।"

রামাঃ উঃ কাঃ রাজকৃষ্ণ রায়।

"উদ্ধারিবে বন্দীভূতা সুরনারীগণে *
বিমুক্ত করিবে শিরে বেণীর বন্ধন ;
নলকূবরের শাপে দুরন্ত রাবণ
নারিবে দূষিতে কেশ কর-আকর্ষণে" †। ৪৭

পৌলস্ত্যের অত্যাচারে ম্লান দেবগণ
অনাবৃষ্টি হেতু শুষ্ক শস্যের সমান—
বচন অমৃতে সিঞ্চি তাঁদের জীবন
কৃষ্ণমেঘ-রূপী কৃষ্ণ হ'লা অন্তর্দ্ধান ‡। ৪৮

দেব কার্য্যে রত এবে জগতের পতি,
নিজ নিজ তেজ ইন্দ্র আদি দেবগণে
প্রেরিলা পশ্চাতে তাঁর, পবনের সনে
বিসর্জ্জে কুসুম দলে পাদপ যেমতি §। ৪৯

---

* রাবণ কর্ত্তৃক বন্দীকৃতা দেবকন্যাগণ।

† কৈলাস পর্ব্বতে অবস্থান কালে দিগ্বিজয়ী রাবণ নলকুবরের পত্নী রম্ভাকে বলাৎকার করায় অভিশপ্ত হইয়াছিল যে, কোন স্ত্রীকে বলাৎকার করিলে, তাহার মুণ্ড সপ্তখণ্ড হইয়া পড়িবে।
" কামুক রাবণ, করিয়া শ্রবণ, নল কুবরের শাপ,
প্রাণভয়ে অতি, হৈল ক্ষুণ্ণমতি, মনে বড় পরিতাপ।
এই সে কারণে, তাহার ভবনে, পতিব্রতা নারীগণ,
স্বধর্ম্মে থাকিত, কারে না ছুঁইত, শাপভয়ে দশানন।"
রামায়ণ। ঐ।

‡ পৌলস্ত্য—রাবণ। পুলস্ত্যকুলোদ্ভব বিশ্রবা মুনির ঔরসে সুমালি রাক্ষস কন্যা নিকষার গর্ভে রাবণের জন্ম হয়। অনাবৃষ্টি হেতু শুষ্ক শস্য ক্ষেত্র যেরূপ নববারি বর্ষণে পুনর্জীবিত ও সতেজ হয় সেই রূপ রাবণ কর্ত্তৃক উপপ্লুত দেবগণ বিষ্ণুর বাক্যামৃতে প্রফুল্ল হইয়াছিলেন; বারিবর্ষী কৃষ্ণমেঘের সহিত কৃষ্ণের উপমা অতি মনোহারিণী।

§ রামরূপে বিষ্ণু অবতীর্ণ হইতে চলিলেন, সূর্য্য পবনাদি দেবগণের অংশে সুগ্রীব হনুমান্ প্রভৃতির জন্ম হইল। বায়ু যে দিকে প্রবাহিত হয়, বৃক্ষের পুষ্প-রাশি সেই দিকে ধাবিত হয়।
"অহে দেবগণ, এবে তোমরা সকলে,
সেই সব সহকারী সৃজ কুতূহলে ;
গন্ধর্ব্বী কিন্নরী মুখ্য অপ্সরা বানরী
যক্ষ রক্ষ নাগকন্যা আর বিদ্যাধরী,
এ সবের দেহে সবে করহ সৃজন
তুল্যপরাক্রমশালী কপি পুত্রগণ।" রামায়ণ। ঐ

হেথা সমাপিলা যজ্ঞ কোশল-ঈশ্বর ;
সহসা অনল হ'তে মহাতেজোময়
স্বর্গীয় পুরুষ এক হইলা উদয় ;
দেখিয়া যাজক-বৃন্দ বিস্মিত-অন্তর। ৫০

ধরেছে যুগল করে পুরুষরতন
পায়সান্ন পরিপূর্ণ সুবর্ণ বাসন, *
সে পাত্র বহন ভারে হ'য়েছে কাতর—
চরু মাঝে বিরাজিত বিশ্বের ঈশ্বর †। ৫১

সেই দিব্য পায়সান্ন হরষে নৃপতি
দেবতার কর হ'তে করিলা গ্রহণ,
সমুদ্র মন্থন কালে বাসব যেমতি
লইলা বারিধি হ'তে অমৃত রতন ‡। ৫২

মহা পুণ্যবান্ রাজা সূর্য্যকুলমণি
ধরাধামে অনুপম গুণের আধার,
ত্রিলোক-কারণ প্রভু কেশব আপনি
বাঞ্ছিলা লইতে জন্ম ঔরসে যাঁহার। ৫৩

দ্বিভাগি মহিষী দ্বয়ে দিলা মহীপতি
চরুরূপ বিষ্ণুতেজ ; তপন যেমতি
সম ভাগে প্রভারাশি প্রভাত সময়
বিতরেন স্বর্গ মর্ত্ত্য ভুবনে উভয় §। ৫৪

---

* পয়ঃপাত্র হস্তে প্রজাপতি প্রেরিত দেবদূত যজ্ঞাগ্নি হইতে উত্থিত হইলেন ; বিষ্ণু তেজ ঐ পাত্রে পায়সের মধ্যে নিহিত ছিল বলিয়া তাহার এত গুরুত্ব।

অগ্নি হ'তে উঠে সেই পুরুষ বিশাল
হাতে রৌপ্য আবরণ-ঢাকা স্বর্ণথাল।
সেই স্বর্ণ থাল পূর্ণ দিব্য পায়সেতে,
অগ্নি হ'তে সে পুরুষ আসে বাহিরেতে। রামায়ণ। বাঃ কাঃ।

† চরু—যজ্ঞের পায়সান্ন।

‡ সমুদ্র পূর্ব্বকালে মন্থনোৎপন্ন অমৃত ইন্দ্রের হস্তে অর্পণ করিয়াছিল।

§ প্রভাতে উদয়োন্মুখ সূর্য্যের আরক্ত তেজোরাশি ঊর্দ্ধে আকাশে ও অধঃ (পৃথিবীতে) বিকীর্ণ হইয়া অনির্ব্বচনীয় শোভা উৎপাদন করে।

পূজিতা কৌশল্যাদেবী প্রথমা গৃহিণী,
রাজপ্রিয়তমা পত্নী কেকয়-নন্দিনী—
নিজ করে চরু রাজা দিলা দুজনায়,
গণি মনে দুই জনে দিবে সুমিত্রায়। ৫৫

সুবিজ্ঞ পতির মন বুঝিয়া তখন,
কৌশল্যা কৈকেয়ী ধনী পরম আদরে
নিজ নিজ অংশ ভাগ দিলা সুমিত্রারে—
কনিষ্ঠা ভগিনীসমা স্নেহের ভাজন। ৫৬

মত্তগজ-গণ্ড-বাহি-মদরেখা দ্বয়ে
সম অনুরাগ যথা দেখায় ভ্রমরী,
সেই মত চারুশীলা সুমিত্রা সুন্দরী *
প্রকাশিলা সম প্রেম সপত্নী-উভয়ে। ৫৭

প্রজার হিতের তরে রাজরাণীগণ
দেব তেজঃ পূর্ণ গর্ভ করিলা ধারণ,
যেমতি অমৃতা নামে সৌর-কর-মালা
ধরে বারিময় গর্ভ অন্তর-সলিলা †। ৫৮

সমকালে অন্তঃসত্বা রাজরাণী ত্রয়
পাণ্ডুবর্ণ মুখ শোভা ধরিলা তখন,
অন্তরে হইলে আহা ফলের উদয়
ধরে যথা শস্যমালা পাণ্ডুর বরণ ‡। ৫৯

---

* মদমত্ত হস্তীর বাম ও দক্ষিণ গণ্ডে দুই ধারায় মদ নিঃসৃত হয়; কাব্যাদিতে তাহা ঘ্রাণ বিশিষ্ট ও ভ্রমরের প্রিয় বলিয়া বর্ণিত আছে। দুই মদধারার সহিত সপত্নীদ্বয়ের তুলনা।

† যে সকল সূর্য্যরশ্মিতে জল বাষ্পাকারে পরিণত হয় তাহাদের নাম অমৃতা। এই বাষ্পরাশি মেঘরূপে বারি বর্ষণ করে ও তাহাতে শস্যাদি উৎপন্ন হইয়া জীবের প্রাণরক্ষা করে যথা—
"তাসাং শতানি চত্বারি রশ্মীনাং বৃষ্টি সর্জ্জনে।
শত ত্রয়ং হিমোৎসর্গে তাবদ্ঘর্ম্মস্য সর্জ্জনে।
আনন্দাশ্চন্দ্র মেধ্যাশ্চ ভূতনাঃ পূতনা ইতি।
চতুঃ শতং বৃষ্টি বাহাঃ তাঃ সর্ব্বা অমৃতাঃ স্ত্রিয়।" ইতি যাদবঃ।
ত্রয়োদশ সর্গের ৪ র্থ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

‡ শস্যমালা—ধান্যাদির গাছ গর্ভে ফলোৎপত্তির সময়ে পাণ্ডুবর্ণ হয়।

স্বপনে মহিষীগণ করিলা দর্শন
শঙ্খ চক্র গদা অসি শারঙ্গ শোভিত
বামন মুরতিধারী ক্ষুদ্র দেবগণ
রক্ষিছে তাঁদেরে যেন আসি আচম্বিত *। ৬০

দেখিলা—গরুড় পক্ষী বিষ্ণুর বাহন
সুবর্ণ পক্ষের প্রভা বিস্তারি অম্বরে
আকাশে তাঁদের ল'য়ে উড়িছে সঘন,
আকর্ষিয়া মেঘ রাশি নিজ বেগভরে †। ৬১

ধরি বক্ষে শ্রীপতির কৌস্তুভরতন
কমল-বাসিনী রমা উপাসনা ছলে
আদরে তাঁদেরে যেন করিলা ব্যজন,
কমলের তালবৃন্তে সুকর-কমলে ‡। ৬২

অবগাহি দেহ পুণ্য মন্দাকিনী জলে
উচ্চস্বরে বেদমন্ত্র করি উচ্চারণ
আরাধিছে তাঁহাদেরে সপ্ত ঋষিদলে—
দেখিলা মহিষীগণ এহেন স্বপন §। ৬৩

মহিষীর মুখে হেন স্বপন কাহিনী
শুনি রাজা দশরথ হরষে মগন;

---

* ইহাতে ও নিম্ন ৩ শ্লোকে মহিষীদিগের স্বপ্ন-দর্শন অতি মনোহররূপে চিত্রিত হইয়াছে।

† বিষ্ণু পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিবেন। তাই যেন গরুড় বিষ্ণু জননীর আজ্ঞাবহ।

‡ তাঁহারা লক্ষ্মীর শ্বশ্রূ হইবেন। লক্ষ্মী তাঁহাদের সেবা করিতেছেন।

§ সপ্ত ঋষিগণ ব্রহ্মার মানস পুত্র "মরীচিরত্রিঃ পুলহঃ পুলস্ত্যঃ ক্রতুরঙ্গিরা। বশিষ্ঠশ্চ মহাভাগো ব্রহ্মণো মানসা সুতাঃ॥" ইহাঁরা যেন বিষ্ণু জননীগণের উপাসনা করিতেছেন। সপ্তর্ষি মণ্ডল আকাশে নক্ষত্ররূপে অবস্থিত আছেন।

"সপ্তর্ষি হস্তাবচিতাব শেষা
ন্যধো বিবস্বান্ পরিবর্ত্তমানঃ" পুনশ্চ
"ঋষীন্ জ্যোতির্ম্ময়ান্ সপ্ত সস্মার স্মর-শাসনঃ
তে প্রভা মণ্ডলৈর্ব্যোম দ্যোতয়ন্তস্তপোধনাঃ
সারুন্ধতিকাঃ সপদি প্রাদুরাসন্ পুরঃ প্রভোঃ॥"
কুমার সম্ভব ১ ম ও ষষ্ঠ সর্গ দ্রষ্টব্য।

জগত-গুরুর গুরু হ'বেন আপনি
এ সৌভাগ্য গণি তাঁর উচ্ছ্বসিত মন। ৬৪

জননীগণের গর্ভে এক নারায়ণ
নিবসিলা চারি অংশে চারু লীলাছলে,
চন্দ্রমার প্রতিবিম্ব শোভিল যেমন
বহু খণ্ডে সরসীর সুবিমল জলে। ৬৫

আসিল দশম মাস, কৌশল্যা মহিষী
প্রসবিলা তমোহর একটী তনয় * ;
যেমতি ওষধি লতা নিশীথ সময়
প্রকাশিল জ্যোতি রাশি তিমির বিনাশি †। ৬৬

অভিরাম শিশু-দেহে মাধুর্য্য অপার
দেখিয়া ভাসিলা রাজা সুখের সাগরে,
সুমধুর রাম নাম রাখিলা তাঁহার,
যে নামে এ ভবধামে পাপিজন তরে। ৬৭

রঘুকুল-দীপরূপে রামের উদয়,
অনুপম দেহকান্তি মহাতেজোময়
উঠিল সূতিকাগার সহসা উজলি,
মলিন হইল গৃহে চারু দীপাবলী ‡। ৬৮

প্রসবান্তে কৃশা এবে কোশল-নন্দিনী,
শয্যায় শোভিছে পাশে শয়ান কুমার—
শরদে ক্ষীণাঙ্গী যথা সুর-তরঙ্গিনী
শোভিছে পূজার পদ্ম পুলিনে যাঁহার। § ৬৯

---

* তমঃরূপ অন্ধকার ও পাপ। রাম নামে পাপী মুক্ত হয়।

† অষ্টম ও নবম সর্গের, যথাক্রমে ৫৪ ও ৭০ শ্লোক দ্রষ্টব্য। ওষধিলতা নিঃসৃত জ্যোতির সহিত প্রসূত শিশুর উপমা।

‡ ৩ য় সর্গের ১৫ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

§ বর্ষাকালে গঙ্গার প্রবাহ সম্পূর্ণ হয়। শরৎকালে তাহা হ্রাস হয় ও গঙ্গা পূর্ব্ববৎ ক্ষীণাঙ্গ ধারণ করেন ; এই সময়ে পূজার্পিত পদ্ম সমূহ গঙ্গাপুলিনে যে রূপ শোভা পায়, প্রসবান্তে মহিষীর পার্শ্বে শায়িত শিশুও সেই রূপ শোভা ধারণ করিলেন।

জন্মিল কৈকেয়ী-গর্ভে সুশীল কুমার
ভরত নামেতে খ্যাত সর্ব্ব গুণাধার ;
শোভিলা জননী লভি এ হেন রতনে
বিরাজে সম্পদ্ যথা বিনয়-মিলনে *। ১০

শুভক্ষণে প্রসবিলা সুমিত্রা সুন্দরী
লক্ষ্মণ শত্রুঘ্ন নামে যমজ তনয়,
যথা সুশিক্ষিতা বিদ্যা সর্ব্ব-শুভঙ্করী
জনমায় জ্ঞান আর ইন্দ্রিয়-বিজয় †। ১১

ধরাধামে অমঙ্গল না রহিল আর
সর্ব্বত্র মঙ্গল আসি পূরিল ধরণী,
অবতীর্ণ অবনীতে কেশব আপনি—
যেন স্বর্গ অনুগামী হ'য়েছে তাঁহার ‡। ১২

জনমিলা চারি অংশে দেব নারায়ণ ;
ত্যজিল রাবণ-ভয় দিকপালগণ,
বহিল নির্ম্মল বায়ু অন্তরে উল্লাস,
সুখে যেন দিকচয় ছাড়িল নিশ্বাস। § ১৩

লঙ্কেশ-আতঙ্কে যেন পাইয়া নিস্তার
নির্ধূম জ্বলিলা এবে দেব হুতাশন,
উজ্জ্বল কিরণজাল করিয়া বিস্তার
আকাশে উদিলা আজি হরষে তপন ‖। ১৪

---

* বিনয়গুণ রাজ-লক্ষ্মীর ভূষণ স্বরূপ ;—
"পরাং বিনীতঃ সমুপৈতি সেব্যতাং, মহীপতীনাং বিনয়ো বিভূষণং। প্রবৃত্তদানো মৃদুসঞ্চরৎকরঃ, করীব ভদ্রো বিনয়েন শোভতে," কামন্দক।

† জ্ঞান ও ইন্দ্রিয়-বিজয়ের সহিত লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্নের উপমা। শত্রুঘ্ন—শত্রুজয়ী ; শত্রু—কামক্রোধাদি রিপুকেও বুঝায়।

‡ বিষ্ণুর সঙ্গে যেন স্বর্গ ধরাতলে অবতীর্ণ হইল, দুর্ভিক্ষাদি অশান্তির কারণ তিরোহিত হইল।

§ রাম জন্মিলে পর দশদিক নির্ম্মলবায়ুপ্রবাহরূপ আনন্দ নি-শ্বাস মোচন করিল।

‖ রাবণ সূর্য্যাদি দিক্‌পালগণকে পরাজয় করিয়াছিল।

লঙ্কায় রাবণ শিরে মুকুটের মণি
সহসা ভূতলে খসি পড়িল তখনি ;
রক্ষঃকুল-রাজলক্ষ্মী হেরি কুলক্ষণ
মণি রূপ অশ্রু যেন করিল মোচন *। ৭৫

পুত্রের জনম হেতু পরম উৎসবে
না হ'তে মঙ্গল বাদ্য অযোধ্যা ভবনে †
প্রথমে অমরপুরে, সুমধুর রবে
আনন্দ দুন্দুভি বাদ্য বাজিল সঘনে। ৭৬

আকাশে অমরবৃন্দ মহানন্দ মনে
পারিজাত পুষ্পরাশি করিলা বর্ষণ,
পড়ি সে কুসুমরাশি রাজার ভবনে
প্রথম মঙ্গলাচার করিল সূচন। ৭৭

যথাকালে জাতবিধি হ'ল সমাপন ;
ধাতৃ স্তন্যপানে শিশু বাড়ে দিনে দিনে ;
সে বর্দ্ধিত শোভা সনে, নৃপতির মনে
পূর্ব্বজাত হর্ষ-রাশি হইল বর্দ্ধন ‡। ৭৮

---

* রাবণের মুকুট হইতে মণি মুক্তা সকল স্খলিত হইল। তাহা যেন বিপদাশঙ্কিনী রাক্ষসলক্ষ্মীর অশ্রু বর্ষণ।

† অযোধ্যা নগরে মঙ্গল বাদ্য আরম্ভ হইবার পূর্ব্বেই স্বর্গে দেব বাদ্য বাজিতে লাগিল। রামের জন্ম হওয়াতে দেবতাদিগের অধিক হর্ষ ও উৎসাহ হইয়াছিল। নিম্ন শ্লোকেও এইরূপ ভাব লক্ষিত হইবে।

"আনন্দে গাইল গীত গন্ধর্ব্ব নিচয়,
নাচিল অপ্সরাগণ পুলক হৃদয়।
দেবদুন্দুভির নাদ হ'ল ঘন ঘন,
আকাশ হইতে পুষ্প হ'ল বরিষণ।
অযোধ্যায় মহোৎসব করে সর্ব্বজন,
আনন্দের মূর্ত্তি যেন অযোধ্যা ভবন।"

রামায়ণ, বাঃ কাঃ। রাজকৃষ্ণ রায়।

‡ পূর্ব্বজাত হর্ষ—মহিষীদিগের গর্ভ সঞ্চারের সময়েই রাজার মনে পুত্র লাভাশা জনিত হর্ষ জন্মিয়াছিল ; সেই আনন্দ পুত্রগণের বৃদ্ধির সহিত বর্দ্ধিত হইতে লাগিল।

স্বতঃই বিনয়গুণে ভূষিত কুমার,
বিনয় শিক্ষার যোগে বাড়িল অপার—
স্বভাবতঃ নিজ তেজে উজ্জ্বল অনল
ঘৃতের আহুতি যোগে অধিক উজ্জ্বল *। ৭৯

পরস্পর অনুরক্ত রাজ-পুত্রগণ
অনঘ রঘুর কুল করিলা শোভিত ;
ভ্রাতৃস্নেহে ঋতুগণ হইয়া মিলিত
যেন নন্দনের শোভা করিল বর্দ্ধন †। ৮০

যদিও সমান প্রেম চারি সহোদরে,
প্রীতিবশে দুই যুগ্মে হইল মিলন—
শ্রীরামের সঙ্গে সদা চলেন লক্ষ্মণ
ভরত শত্রুঘ্ন তথা মিলিত আদরে। ৮১

ভরত শত্রুঘ্নে আর শ্রীরাম লক্ষ্মণে
কভু না শিথিল হ'ল স্নেহের বন্ধন ;
চির প্রেম বারিধির শশধর সনে
অনলে সমীরে চির সৌহার্দ্য তেমন ‡। ৮২

বিক্রমে বিনয় গুণে রাজপুত্রগণ
অযোধ্যার প্রজাপুঞ্জে করিলা রঞ্জন ;
নিদাঘান্তে মেঘাচ্ছন্ন যেমতি বাসর
শীতগ্রীষ্মসমতায় অতি প্রীতিকর §। ৮৩

পেয়ে হেন চারি পুত্র ভুবন-মোহন
দশরথ নৃপতির সার্থক জীবন ;—

---

* স্বাভাবিক নম্রতাদিগুণ শিক্ষার দ্বারা বৃদ্ধি পাইল।

† শীত বসন্তাদি ঋতু এক সময়েই ইন্দ্রের নন্দনবনে বিরাজমান থাকাতে সর্ব্ব ঋতু সম্বন্ধীয় ফল পুষ্পাদি তথা যুগপৎ জন্মিয়া থাকে। সর্ব্বগুণ সম্পন্ন ভ্রাতৃগণের মিলনে রঘুবংশের অনির্ব্বচনীয় শোভা সম্পাদিত হইয়াছিল।

‡ চন্দ্রের উদয়ে সমুদ্র স্ফীত হয়, বায়ু অগ্নিকে প্রজ্বলিত করে।

§ নবমেঘাচ্ছন্ন বর্ষাকালের দিবসে শীত ও গ্রীষ্মের সমাবেশ থাকায় রাজকীয় শান্ত ও তেজোগুণের উপমা স্থল।
১ ম ও ৪ র্থ সর্গের ১৬ ও ৮ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ বর্গ চতুষ্টয়
চারি মূর্ত্তি ধরি যেন হইল উদয় *। ৮৪

যথা চারি বারিনিধি বিবিধ রতনে
তুষিত সে সসাগরা বসুধা-ঈশ্বরে,
তেমতি কুমার চারি ভক্তিপূর্ণমনে
তুষিলেন জনকেরে স্বগুণনিকরে †। ৮৫

চারি দন্তে শোভে যথা সুরগজপতি
(যে দন্তে ঠেকিয়া ভাঙ্গে দৈত্য অসিধার) ;
চারিটি উপায়ে যথা শোভে রাজনীতি
(ফল দৃষ্টে অনুমেয় প্রয়োগ যাহার) ;
যুগ-দীর্ঘ চারি ভুজে ভূষিত রতনে
শোভেন যেমতি হরি বৈকুণ্ঠ ভবনে ;—
বিষ্ণু অংশে চারি পুত্র লভিয়া তেমতি
শোভিলেন দশরথ রঘুকুলপতি ‡। ৮৬

মহাকবি কালিদাস কৃত রঘুবংশের বঙ্গানুবাদে
রামাবতার নামক দশম সর্গ।

---

* ধর্ম্মার্থ কাম মোক্ষ লাভ করা মনুষ্য জীবনের উদ্দেশ্য। রামাদি চারি পুত্র লাভে, দশরথের জীবনের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল।

† চারি সমুদ্রজাত রত্নাদি লাভে রাজার যেইরূপ আনন্দ হইত, চারি পুত্রের গুণরাশি দৃষ্টে তাঁহার সেইরূপ সুখ উপলব্ধি হইল।

‡ ঐরাবতের শোভা চারি দন্ত। রাজতন্ত্রের উৎকর্ষ সাম, দান ভেদ ও দণ্ড এই নীতি চতুষ্টয়সম্ভূত। বিষ্ণুর শোভা চারি হস্ত। দশরথের শোভা রামাদি চারি পুত্র।

রঘুবংশ।

একাদশ সর্গ।

সীতার বিবাহ।

আসিলেন বিশ্বামিত্র রাজার সদন
যজ্ঞরক্ষাহেতু রামে লইবার তরে ; *
কাকপক্ষধর রাম যদিও এখন,
তেজোরাশি বয়সের অপেক্ষা না করে। † ১

অশেষ যতনে প্রাপ্ত তনয় রতন—‡
শ্রীরাম লক্ষ্মণে রাজা মুনিবর-করে
অরপিলা ; প্রাণ যদি চাহে কোন জন,
রঘুকুল-রাজগণ দেন অকাতরে। ২

উভয়ের শুভ যাত্রা সাধিতে নৃপতি
সাজাইতে রাজপথ দিলা অনুমতি ;
সহসা আসিয়া মেঘ করিল বর্ষণ,
কুসুম ছড়ায়ে পথে বহিল পবন §। ৩

প্রবাসে গমন কালে, শরাসন করে
প্রণমিলা দুই ভাই পিতার চরণে ;

---

* যজ্ঞ বিঘ্নকারী রাক্ষসদিগের বধার্থ।

† কাকপক্ষধারী রামচন্দ্র এখন ষোড়শ বৎসরের বালক, তথাপি তিনি অতি তেজস্বী ও বলবান্ ছিলেন।

‡ পুত্রপ্রাপ্তির জন্য দশরথ, ব্রতোপাসনা যজ্ঞাদি সম্পাদন করিয়াছিলেন।

§ রাজার অনুচরবর্গ পথ সাজাইবার পূর্ব্বে তাহা নৈসর্গিক উপায়ে সম্পন্ন হইল। রাজকৃষ্ণ রায়ের রামায়ণ দ্রষ্টব্য। যথা—

"যাইতে দেখিলা রাম বিশ্বামিত্র সনে
সুখস্পর্শ ধূলিহীন বহে সমীরণে,
আকাশ হইতে হয় পুষ্প বরিষণ
হইল গভীর দেব দুন্দুভি বাদন।"

আশিসিলা দশরথ শোকাকুল মনে
বিসর্জ্জিলা অশ্রুবিন্দু দোঁহার উপরে। ৪

ভিজিল দোঁহার শিখা অশ্রুতে রাজার;
চলিলা মুনির সঙ্গে যুগল কুমার;
পৌরজন নেত্ররাজি শতপত্র প্রায়
আবরিল পথ, যেন তোরণমালায় *। ৫

কেবল মাগিলা মুনি শ্রীরাম লক্ষ্মণে,
তাই সঙ্গে সেনাদল না দিলা রাজন্;
সংরক্ষিলা উভয়েরে আশিস বচনে—
পিতৃ-আশীর্ব্বাদ সদা বিপদ-ভঞ্জন। ৬

মাতৃগণ পাদপদ্মে করিয়া প্রণতি
তেজস্বী মুনির পাছে চলিলা দুজন,
বসন্ত সময়ে চৈত্র বৈশাখ যেমতি
অনুসরে সৌরপথে ভানুর গমন। † ৭

উত্তাল তরঙ্গভঙ্গী করি বরিষায়
চলে যথা নদদ্বয়, বালক যুগল
চলিলা গমনে চারু শৈশব-চপল,
বিক্ষেপি সবল ভুজ তরঙ্গের প্রায় ‡। ৮

মণিময় গৃহচারী রাজপুত্রগণ §
"বলা অতিবলা" মন্ত্র মুনির সকাশে ¶

---

* পুরবাসিগণের কৌতুকবিস্ফারিত নেত্রসমূহ পুষ্পসজ্জিত তোরণ মালার প্রফুল্ল পদ্মরাশিপ্রায় প্রতীয়মান হইল।

† বসন্তের যুগ্মমাস, চৈত্র ও বৈশাখ সূর্য্যের অনুবর্ত্তী; সেইরূপ রাম ও লক্ষ্মণ তেজস্বী বিশ্বামিত্র মুনির অনুগামী হইলেন।

‡ কবি নদদ্বয়কে উদ্ধ্য (অর্থাৎ উদকোজ্ঝন কিম্বা প্রবাহমোচন-কারী) ভিদ্য (অর্থাৎ কূলভেদনকারী) বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। উক্ত নদীর ন্যায় ভ্রাতৃদ্বয়ের গমন অস্থির ও চঞ্চল।

§ যাঁহারা রাজপ্রাসাদের মণিময় কুট্টিমে বিচরণ করিতেন।

¶ "ক্ষুৎপিপাসে ন তে রাম ভবিষ্যেতে নরোত্তম
বলা মতিবলাঞ্চৈব পঠতঃ পথি রাঘব।"

রামায়ণ বালকাণ্ড ২২ সর্গ।

শিখিয়া, সে মন্ত্রবলে করিলা ভ্রমণ
অম্লানে কাননে, যেন জননীর পাশে। * ৯

পিতৃসখা বিশ্বামিত্র মহাতপোধন,
তাঁর মুখে শুনি সুখে পুরাণ ভারতী
ভুলিলা গমনশ্রম শ্রীরাম লক্ষ্মণ,
চলিলা অক্লেশে, রথগমনে যেমতি। † ১০

সরসী সুরসজলে সেবিল দুজনে,
তুষিল বিহগকুল মধুর কূজনে,
সুরভি কুসুমরেণু বহিল পবন,
বিতরিল শীত ছায়া সুখে মেঘগণ। ১১

হেরি সে যুগল মূর্ত্তি তাপস নিকরে
যে সুখ লভিলা, তাহা না পান কখন
বিকচ কমলরুচি হেরি সরোবরে,
কিম্বা হেরি ছায়াতরু শ্রম-বিনোদন। ‡ ১২

---

* মাতার পার্শ্বে বিচরণে সন্তানের যেরূপ কোন ক্লেশ বোধ হয় না, সেইরূপে দৈবানুকূল্যে তাহাদের গমনও সর্ব্বতোভাবে সুখকর হইয়াছিল। অযোধ্যার অর্দ্ধ যোজন দূরে সরযুতীরে বিশ্বামিত্র রামকে "বলা" ও "অতিবলা" মন্ত্র শিখাইয়াছিলেন।

"বলা অতিবলা মন্ত্র কর হে গ্রহণ
এ দুই মন্ত্রের তেজে বহু পর্য্যটনে
শ্রম বোধ নাহি হয় ক্ষণেক কারণে।
* * * *
এই দুই বিদ্যা সর্ব্ব জ্ঞানের জননী
ক্ষুধা তৃষ্ণা ক্লেশ তব না হবে বাছনি।
এ বিদ্যায় হারাইবে তুমি সর্ব্বজনে
এ বিদ্যায় বহু যশ লভিবে ভুবনে।
বলা অতিবলা এই বিদ্যা তেজস্বিনী
পিতামহ বিধাতার যুগল নন্দিনী।"

শ্রীরাজকৃষ্ণ রায়ের রামায়ণ।

† রথোপরি গমন করিলে যেরূপ পথশ্রম অনুভূত হয় না।

‡ পদ্মশোভিত সরোবর ও শীতল ছায়া বিশিষ্ট তরু অপেক্ষাও দুই ভ্রাতার দর্শনে মুনিগণের অধিকতর আনন্দ জন্মিয়াছিল।

হরকোপানলে কাম দগ্ধ যেই বনে, *
উতরিলা তথা রাম শরাসন করে,
শোভিল সে চারু বপুঃ জিনিয়া মদনে
কামের প্রকৃতি কিন্তু না ছিল অন্তরে। † ১৩

প্রবেশিলা আসি দোঁহে সেই বনস্থলে
নিবসে তাড়কা যথা সুকেতু-নন্দিনী,
তাড়কাবধ। মুনিমুখে শুনি তার শাপের কাহিনী ‡
দিলা গুণ ধনুঃ কোটি স্থাপিয়া ভূতলে। ১৪

আসিল তাড়কা রুষি ধনুকনিস্বনে,
কৃষ্ণপক্ষনিশি প্রায় অসিত-মূরতি,
দুলিছে কপালমালা কুণ্ডল শ্রবণে
ঘনরাজি দেহে রাজে বলাকা যেমতি §। ১৫

ধাইল সুকেতু-সুতা শববস্ত্র পরি ||
কাঁপাইয়া পথতরু দ্রুতবেগভরে,

---

* গঙ্গাও সরযূ সঙ্গম স্থানে কামদেব শিবের কোপানলে দগ্ধ হইয়া অঙ্গহীন হইয়াছিলেন।
"অনঙ্গ ইতি বিখ্যাত স্ততঃ প্রভৃতি রাঘব
সচাঙ্গবিষয়ঃ শ্রীমান্ যত্রাঙ্গং স মুমোচ হ।"
"অঙ্গত্যাগ এই দেশে করিলেন কাম
এই হেতু এদেশের হ'ল অঙ্গ নাম।"
রামায়ণ বালকাণ্ড ২৩ সর্গ।

† রামের দেহসৌন্দর্য্য কামের সদৃশ, কিন্তু প্রকৃতি কামের মত নহে।

‡ তাড়কা সুকেতু নামক যক্ষের কন্যা ছিল। তপোবিঘ্ন করায় অগস্ত্য মুনির শাপে রাক্ষসীরূপ ধারণ করিয়া গঙ্গা-সরযূ সঙ্গমের দক্ষিণস্থিত মলদ ও করুষ নামক দুইজন পদ অধিকার করিয়াছিল।

§ ধবল নরকপাল তাহার কর্ণের কুণ্ডল, কৃষ্ণমেঘে যেন শ্বেত বকশ্রেণী।
"তাড়কা যক্ষীর ঘোর ভয়ঙ্কর কায়
শরতের অপরাহ্নে কৃষ্ণমেঘ প্রায়।" রাঃ।

|| শ্মশানে মৃতের ত্যক্তবস্ত্র তাহার পরিধেয়।

শ্মশানঝটিকাপ্রায় অতি ভয়ঙ্করী *
হুঙ্কারিয়া আক্রমিতে রাম রঘুবরে। ১৬

ভুজদণ্ড তুলি ঊর্দ্ধে আসে নিশাচরী,
কটিতে মেখলা রূপে নর-অন্ত্র পরি, †
হেরি নারীবধঘৃণা করি বিসর্জ্জন ‡
ছাড়িলেন তীক্ষ্ণশর কৌশল্যানন্দন। ১৭

উড়িল রামের বাণ, করি বিদারণ
রাক্ষসীর বক্ষদেশ পাষাণ সমান,
সেই ছিদ্রপথে আজি প্রথমে শমন
রাক্ষসমণ্ডলে যেন পাইলেন স্থান §। ১৮

বিষম প্রহারে হৃদি বিদরিল তার,
পড়িল তাড়কা ভূমে, কাঁপায়ে কান্তার ;
রাবণের রাজলক্ষ্মী ভব-বিজয়িনী
সহসা কাঁপিল ঘোর অমঙ্গল গণি ||। ১৯

রাম-শরে বিদ্ধহৃদে রঞ্জিতা রুধিরে
চলিল তাড়কা আজি শমন সদনে ;

---

* শ্মশানের ঘূর্ণিবায়ু যথা বিকটভাবে শববস্ত্রাদি উড়াইয়া থাকে।
"হেনকালে নিশাচরী ধূলি উড়াইয়া
মুহূর্ত্তেকে নভঃস্থল আঁধার করিয়া,
মোহিত করিল দুই রাজার কুমারে
রবিশশী ঢাকা যেন মেঘের মাঝারে।" রাঃ।

† মনুষ্যের আঁতড়ি সমূহ তাহার কোমরের মেখলা।

‡ রাক্ষসী স্ত্রীজাতি হইলেও আততায়িনী বিধায় বধের উপযুক্তা।
"নাততায়ি বধে দোষো হন্তুর্ভবতি কশ্চনঃ।" ইতি মনু।
"এহেও আদেশ ধর, তাড়কারে বধ কর
পরিহরি স্ত্রীবধের ঘৃণা।" রা, কৃ, রায়।

§ ইতিপূর্ব্বে রাক্ষসজাতির মধ্যে মৃত্যুর প্রভাব প্রকাশ হইতে পারে নাই।

|| রাক্ষস কুলে এই প্রথম অনর্থপাত। তাহাতে রক্ষোরাজলক্ষ্মী অস্থির হইল।
"তীক্ষ্ণশরে বিদ্ধ হয় করি ঘোর ধ্বনি
পড়িল তাড়কা আর মরিল অমনি।" রাঃ।

নায়িকা যেমতি যায় নায়ক-মন্দিরে
আহতা কামের শরে, চর্চ্চিতা চন্দনে *। ২০

ইন্ধন-দাহন তেজঃ সূর্য্যকান্তমণি
লভে যথা রবিহ'তে, তাড়কাবিনাশে
তুষিয়া ঋষিরে রাম লভিলা তখনি
সমন্ত্র রক্ষোঘ্ন অস্ত্র মুনির সকাশে †। ২১

বামন-আশ্রমে রাম আসিলেন পরে ;
ঋষিমুখে শুনিলেন পূর্ব্ব বিবরণ—
পূর্ব্ব জনমের কথা নাহিক স্মরণ ‡
তথাপিও বিচলিত হইলা অন্তরে। ২২

---

* রামের শরাহতা নিশাচরী কামশরাহতা অভিসারিকা স্ত্রীর ন্যায় বর্ণিত হইয়াছে, শমন তাহার প্রণয়ী। সে তৎসদনে গমন করিতেছে। শোণিতের সহিত রক্তচন্দনের উপমা।

† সূর্য্যকান্ত মণি (আতুসি) সূর্য্য কিরণ হইতে কাষ্ঠদাহকারী তেজঃ প্রাপ্ত হয়। রাম সেইরূপ বিশ্বামিত্র হইতে রাক্ষস বিনাশক অস্ত্র প্রাপ্ত হইলেন।

"অস্ত্রের সংহার মন্ত্র কহি রঘুবরে
কহিলেন অনন্তর পুলক অন্তরে ;
ঋষিবাক্য শিরোধার্য্য করিয়া তখন
সেই সব অস্ত্র রাম করিলা গ্রহণ।
সুখপ্রদ মূর্ত্তিমান সেই অস্ত্রদল
দিব্যদেহধারী আর ধরে মহাবল।" রাঃ।

‡ বামনাবতারে বিষ্ণু এই স্থানে তপস্যা করিতেন। ত্রিপাদ ভূমির ভিক্ষাছলে তিনি দৈত্যরাজ বলির গর্ব্ব খর্ব্ব করেন। সনৎকুমারের শাপে রামাবতারে পূর্ব্বজন্ম বৃত্তান্ত বিস্মৃতি ঘটিয়াছিল। যথা—

"তেনাপি শাপিতোবিষ্ণুঃ সর্ব্বজ্ঞত্বংভবাস্তিযৎ
কিঞ্চিৎ কালংহি তৎ ত্যক্ত্বা ত্বমজ্ঞানী ভবিষ্যসি।"

"অনন্তর মহাতেজা দেব নারায়ণ
জন্মিলা অদিতি গর্ব্তে হইয়া বামন,
বলির নিকটে পরে উপনীত হয়ে
চাহিলা ত্রিপাদ ভূমি ভিক্ষার আশয়ে।
পাইয়া ত্রিপাদ ভূমি অমনি তখন
সকল লোকের হরি হিতের কারণ
পাদত্রয়ে ত্রৈলোক্যেরে করি আক্রমণ
বলিরে কৌশল বলে করিলা বন্ধন।
এই সে আশ্রম, বাছা, শ্রম বিনাশন
এইখানে ছিলা পূর্ব্বে মহাত্মা বামন।" রাঃ।

উতরিলা এবে মুনি নিজ তপোবনে,—*
রাখিয়াছে শিষ্যগণ পূজা-আয়োজন ;
মৃগদল হেরে তাঁরে উন্নতবদনে ;
পত্রপুটে কৃতাঞ্জলি যেন তরুগণ †। ২৩

যজ্ঞ আরম্ভিলা মুনি ; শ্রীরাম লক্ষ্মণ
রক্ষিলা তাঁহারে, শরে নাশি বিঘ্নচয় ;
রবিশশী হ'য়ে যথা পর্য্যায়ে উদয়
কিরণে তিমির নাশি, রক্ষেন ভুবন ‡। ২৪

সহসা রুধির বিন্দু বেদির উপরি
বাঁধুলী কুসুম প্রায় হইল পতন
বিকঙ্কত-হোমপাত্র ত্রাসে পরিহরি
নিজ নিজ কার্য্য ত্যজি ধায় দ্বিজগণ §। ২৫

তূণমুখ হ'তে শর লইয়া সত্বরে,
ঊর্দ্ধমুখে রামচন্দ্র দেখিলা তখন
আসিছে রাক্ষসসেনা আঁধারি অম্বরে,
গৃধ্রপক্ষ-বাতে ধ্বজ উড়িছে সঘন ‖। ২৬

লক্ষ্য করি সেনানীরে রাক্ষস ভিতরে
প্রহারিলা শর [illegible] কৌশল্যানন্দন ;

---

* বিশ্বামিত্রের তপোবন আধুনিক বক্সারের নিকটবর্ত্তী ছিল।

† বৃক্ষেরা যেন সসম্ভ্রমে বিশ্বামিত্রের আগমন অভ্যর্থন করিল।

‡ রাম লক্ষ্মণ যজ্ঞবিঘ্ন বিনাশ করিলেন। রবিশশী যেরূপ অন্ধকার বিনাশ করে।

"অহোরাত্র অনিদ্রায় অস্ত্র করে লয়ে
রক্ষিতে লাগিলা বন সাবধান হয়ে।" রাঃ।

§ রক্তবর্ণ বন্ধুজীব পুষ্পাকার রক্তবিন্দু যজ্ঞবেদির উপর পতিত হইল। বিকঙ্কত (খদির বা খএর) বৃক্ষনির্ম্মিত।

"মারীচ সুবাহু দুই রাক্ষস ভীষণ;
সে দোঁহার অনুচর নিশাচরগণ
ভীমমূর্ত্তি ধরি সবে সে যজ্ঞবেদিতে
লাগিল রুধির ধারা নিয়ত বর্ষিতে।" রাঃ।

‖ গৃধ্রশ্রেণী ঊর্দ্ধে উড্ডীয়মান হইয়া রাক্ষসসেনার অমঙ্গল সূচনা করিল।

পক্ষীন্দ্র গরুড় যবে পায় অজগরে,
জলসর্প প্রতি রোষ করে কি কখন * ? ২৭

অস্ত্রবিশারদ রাম ধরি শরাসন
মহাবেগে বায়ুবাণ করিলা প্রহার,
মারীচ তাড়কাসুত পর্ব্বত আকার
সে শরে উড়িল শুষ্ক পল্লব যেমন †। ২৮

সুবাহু নামেতে অন্য রক্ষঃসেনাপতি
বিচরিল চারিদিকে রক্ষোমায়াবলে ;
কাটিয়া ক্ষুরপ্র বাণে তারে দাশরথি
আশ্রম বাহিরে ভোগ দিলা পক্ষিদলে ‡। ২৯

মৌনব্রতী ছিলা যজ্ঞে মহাতপোধন § ;
যাগবিঘ্ন বিনাশিলা শ্রীরাম লক্ষ্মণ ;
প্রশংসিয়া সে বীরত্ব যাজকনিকরে
সমাপিলা যাগ ক্রিয়া নির্ভয় অন্তরে। ৩০

দীক্ষান্তে স্নানের পরে মুনির চরণে
প্রণমিলা দুই ভাই, চলশিখা শিরে ‖ ;
কুশক্ষত করে ঋষি হরষিত মনে ¶
আশিসিয়া পরশিলা দোঁহার শরীরে। ৩১

---

* জলসর্প—বিষহীন ঢোঁড়াসাপ—তৎসহ সামান্য রাক্ষসগণের উপমা করা হইয়াছে।

† "সেই মহা মানবাস্ত্রে মারীচ তখন
পিছায়ে সম্পূর্ণরূপে শতেক যোজন
সাগরের জলমাঝে হইল পতিত
ঘুরিতে ঘুরিতে পাপী হইল মূর্চ্ছিত।" রাঃ।

‡ আশ্রম বহির্ভাগে তাহার খণ্ডিত দেহ শকুনি প্রভৃতির ভোজ্য হইয়াছিল।

"রাঘবের সেই অস্ত্রে হইয়া ব্যথিত
অল্পায়ুঃ সুবাহু রণে হইল শায়িত।" রাঃ।

§ বিশ্বামিত্র মৌনাবলম্বী হইয়া যজ্ঞ করিতেছিলেন।

"যজ্ঞেতে দীক্ষিত হ'য়ে কুশিকনন্দন
নেত্র মুদি করেছিলা মৌনাবলম্বন।" রাঃ।

‖ প্রণাম কালে তাঁহাদিগের শিরঃস্থিত শিখা নড়িতে লাগিল।

¶ যজ্ঞের জন্য বহুশঃ কুশচয়নে মুনির হস্ততল ক্ষত হইয়াছিল।

চলিলেন পরে মুনি মিথিলাভুবনে
জনক রাজার যজ্ঞে পেয়ে নিমন্ত্রণ,
সঙ্গে লয়ে বালবীর শ্রীরাম লক্ষ্মণে,
ধনুর বৃত্তান্তে যাঁরা কৌতুকে মগন *। ৩২

অতিক্রমি বহুপথ দিবা অবসানে
বিশ্রামিলা মুনি সেই তরুরাজি তলে
গৌতম আশ্রমে, ইন্দ্র হরিলা যেখানে
অহল্যারে পুরাকালে পতিরূপে ছলে †। ৩৩

---

* "মিথিলাধিপতি রাজা জনক বিপুল তেজা
করিবেন এক ধর্ম্ম যাগ ;
সেই যজ্ঞে যাব সবে, তোমাকেও যেতে হবে
আমাদের সঙ্গে, মহাভাগ।
সেখানে যাইলে পর অদ্ভুত কলেবর
নিরখিবে এক শরাসন ;
পূর্ব্বে সে যজ্ঞের কালে দেবরাত নরপালে
সেই ধনু দিলা দেবগণ।
* * * * * * * *
যজ্ঞফল লাভে মতি জনক মিথিলাপতি
দেবগণ পাশে যাজ্ঞা করি,
লভিয়া সে ধনূরত্ন করিয়া বিশেষ যত্ন
[illegible] তাহার ভ[illegible] করে। ৪৩

† অহল্যা গৌতম মুনির স্ত্রী। মুনির অনু-
রূপ ধারণ করিয়া অহল্যার ধর্ম্মনষ্ট করেন। মুনি[illegible]
অভিশপ্ত ও দণ্ডিত হন। কুমারিল্ল ভট্টের মতে অহল্যার উপা-
খ্যান রূপক মাত্র। অহল্যা ব্রহ্মার প্রথম কন্যা অর্থাৎ রাত্রি
বা সৃষ্টির পূর্ব্বকালীন অন্ধকার। ইন্দ্র—প্রভাময় সূর্য্য, যৎ
কর্ত্তৃক সেই অন্ধকার অপহৃত হয়। শ্রীযুক্ত তারাকুমার কবিরত্ন
এরূপ ব্যাখ্যা করেন—অহল্যা (অ + হল, যৎ প্রত্যয়) অকৃষ্টা
ভূমি, যাহা ইন্দ্রের বারিবর্ষণে উর্ব্বরা ও ফলবতী হইয়াছিল।
এই বনভূমি ভস্মাবৃত হইয়া বাতাতপে বহুকাল পতিত ছিল
ও মৃত্তিকা শিলাবৎ কঠিন থাকা অনুমিত হয়। গৌতম ঐ
স্থান এক সময়ে পরিত্যাগ করিয়া হিমালয়ে যাওয়া প্রকাশ ;
"এদিকে গৌতম মুনি হিমাদ্রি অচলে
থাকিয়া জানিলা মনে দীপ্ত যোগবলে
অহল্যার মুক্তিলাভ রাম দরশনে ;
অমনি চলিলা মুনি ত্বরিত গমনে।" রামায়ণ।

পতিশাপে বহুকাল অহল্যা সুন্দরী
শিলারূপে ছিলা পড়ি ; আজি ভাগ্যবশে
উঠিলা ভুবনলোভা নিজরূপ ধরি,
রামের কলুষহর চরণ পরশে। ৩৪

আসিলা লক্ষ্মণ রাম সহ ঋষিবর,
মূর্ত্তিমান্ ধর্ম্ম যেন অর্থকাম সনে * ;
শুনি হরষিত চিত্ত মিথিলা ঈশ্বর
অগ্রসরি লইলেন পূজিয়া যতনে। ৩৫

উতরিলা মিথিলায় রাঘব দুজন,—
যেন ভূমে পুনর্ব্বসু নক্ষত্র যুগল † ;
কৌতুকে দোহারে হেরে পুরবাসিদল,
আঁখির পলকপাতে গণি বিড়ম্বন ‡। ৩৬

সমাপিলা যজ্ঞ যবে জনক রাজন্
নিবেদিলা বিশ্বামিত্র পেয়ে অবসর—
"দেখিবারে রাজঋষি ! তব শরাসন
দশরথ-সুত রাম উৎসুক অন্তর।" ৩৭

ধনুর্ভঙ্গ

রঘুবংশ অবতংস মোহন মূরত্তি
হেরিয়া কুমারে রাজা ভাবিলা অন্তরে—
[illegible] ধনু না [illegible]ত,
[illegible] পণ দুহিতার তরে" ! § ৩৮

নিবেদিলা মুনিবরে মিথিলার প[illegible]
"যে কাজে বিফলযত্ন মত্ত করিগণ

---

* ধর্ম্মের সহিত বিশ্বামিত্রের, কাম ও অর্থের সহিত রাম লক্ষ্মণের তুলনা।

† রামায়ণ দ্রষ্টব্য। যথা "অশ্বিনী কুমারদ্বয় দেখিতে দুজন
কিশোরের শেষদশা নবীন যৌবন।" রাঃ।

‡ তাহারা এত ব্যগ্রতার সহিত রাম ও লক্ষ্মণকে দেখিতে লাগিল যে চক্ষের পলকপাত জনিত বিলম্বও তাহাদের অসহ্য বোধ হইয়াছিল।

§ রামচন্দ্র সীতার উপযুক্ত বর হইলেও তৎকর্ত্তৃক ধনুর্ভঙ্গ অসম্ভব মনে করিয়া নিরুৎসাহ হইলেন।

কেমনে করভ তাহা করিবে সাধন ;
অসম্ভব কার্য্যে মম নাহি অনুমতি *। ৩৯

"ধনুর্দ্ধর কত রাজা এই শরাসনে
পাইয়া বিষম লাজ করিল গমন,
কঠিন যাঁদের ভুজ ধনুর ঘর্ষণে
হেন ভুজবল তাঁরা নিন্দিলা আপন †।" ৪০

কহিলেন বিশ্বামিত্র "শুন নরপতি
বর্ণিতে না চাহি আমি বিক্রম ইহাঁর ;
যথা বজ্র গিরিশিরে প্রকাশে শকতি ‡
প্রকাশিবে নিজ শক্তি ধনুকে কুমার।" ৪১

মানিলা মুনির বাক্য মিথিলার পতি ;
ইন্দ্রগোপ পরিমাণ স্ফুলিঙ্গ ভিতরে
রহে যথা দাহশক্তি, বালরঘুবরে §
বিপুল বিক্রম তেজঃ নিহিত তেমতি। ৪২

আদেশিলা নরনাথ অনুচর দলে
শিবদত্ত মহাধনু আনিতে সত্বর,
আদেশেন যথা ইন্দ্র বারিদ মণ্ডলে ‖
আনিতে বাসবধনু তেজের আকর। ৪৩

---

* যে কার্য্য বৃহৎ হস্তীর অসাধ্য, তাহা হস্তিশাবকের দ্বারা সম্পন্ন হওয়া সম্ভব নহে।

† যাহাদের হস্ত ধনুর্গুণের ঘর্ষণে কড়া পড়িয়া কঠিন হইয়াছে সেই রাজগণ তাহাদের এবম্ভূত বাহুকে ধিক্কার দিয়াছিল।

‡ বজ্রপাতে পর্ব্বতের চূড়া চূর্ণ হয়।

§ ইন্দ্রগোপ—রক্তবর্ণ ক্ষুদ্র কীট। তদ্বৎ ক্ষুদ্র অগ্নিকণার মধ্যেও দাহ শক্তি থাকে।

‖ মেঘসমূহ ইন্দ্রধনু বহন করিয়া থাকে। পঞ্চ সহস্র অনুচর-কর্তৃক শিবধনু আনীত হইয়াছিল।

"অষ্টচক্র শকটেতে লৌহ নিরমিত
মঞ্জুষার মাঝে ছিল সে ধনু স্থাপিত।
অতি দীর্ঘকায় পাঁচ হাজার মানব
আনিল।সে ধনু ধীরে করি ঘোররব।" রাঃ।

নিদ্রিত ফণীন্দ্র সম মহাশরাসন
নিরখিয়া রামচন্দ্র করিলা গ্রহণ,
যে ধনুকে ব্যোমকেশ প্রহারিলা শর
মৃগরূপে ধাবমান যজ্ঞের উপর *। ৪৪

পাষাণ-কঠিন ধনু ধরিয়া হেলায়
আরোপিলা গুণ তাহে রাঘব তখন,
(কোমল কুসুম চাপে যেমতি মদন,) †
অপূর্ব্ব হেরিয়া সবে বিস্মিত সভায়। ৪৫

অতিমাত্র আকর্ষণে বজ্রভীমস্বরে
ভাঙ্গিল শঙ্কর-ধনু, ভীষণ টঙ্কার
জানাইল চিরক্রুদ্ধ যেন ভৃগুবরে—
"ক্ষত্রিয় গৌরব রবি উদিত আবার" ‡! ৪৬

---

* পূর্ব্বকালে দেবতারা মিলিয়া যজ্ঞ করেন। যজ্ঞীয় ভাগ মহাদেবকে না দেওয়াতে তিনি ক্রুদ্ধ হন ও ভয়ঙ্কর ধনুঃ সৃজন করিয়া শর নিক্ষেপ করেন।

ততঃ স যজ্ঞং বিব্যাধ রৌদ্রেণ হৃদি পত্রিণা
অপক্রান্ত স্ততো যজ্ঞো মৃগোভূত্বা সপাবকঃ।
মঃ ভাঃ সৌপ্তিকপর্ব্ব ১৮ অঃ।

বাল্মীকির মতে দক্ষযজ্ঞে এরূপ ঘটনা হইয়াছিল। শকুন্তলায় এইরূপ উল্লেখ আছে ;—

"কৃষ্ণসারে দদচ্চক্ষু স্তুয়িচাধিজ্য-কার্ম্মুকে
মৃগানুসারিনং সাক্ষাৎ পশ্যামীব পিনাকিনং॥"

† এই কঠিন ধনুঃ রামের হস্তে কোমল পুষ্পচাপ সদৃশ বোধ হইয়াছিল।

‡ "অমনি শিবের সেই ভীষণ কোদণ্ড
কত বল সহে আর, হইল দ্বিখণ্ড।
সেই কালে বজ্রনাদ সম ভয়ঙ্কর
হইল একটা শব্দ অতি ঘোরতর।
পর্ব্বত বিদীর্ণ কালে ভূভাগ যেমন
থরথরি কাঁপি উঠে সহ তরুগণ,
সেরূপ ধনুক ভঙ্গ নিনাদ ভীষণে
চৌদিকে উঠিল কাঁপি বধিরি শ্রবণে।" রাঃ।

কন্যাদান পণরূপ হেন বীরপনা *
প্রশংসিলা ধনুর্ভঙ্গ হেরি নরপতি,
অরপিতে রামচন্দ্রে করিলা কামনা
অযোনিসম্ভবা সীতা লক্ষ্মী মূর্ত্তিমতী †। ৪৭

নিজ সত্য রাজঋষি করিলা পালন ;
মহাতেজা বিশ্বামিত্র মুনির সম্মুখে,
অগ্নির সমক্ষে যেন, রাঘবে তখন
করিলেন সম্প্রদান জানকীরে সুখে।৪৮

নিজ পুরোহিতে রাজা করিলা প্রেরণ
নিবেদিতে এ বারতা কোশল-ঈশ্বরে—
"বধূরূপে দুহিতারে করিয়া গ্রহণ
কর ভৃত্য কৃপাদানে নিমিবংশধরে" ‡। ৪৯

---

* জনক রাজা বলিলেন—
"হবেন সীতার স্বামী শ্রীরাম ধানুকী
জনকের কুলে কীর্ত্তি রাখিবে জানকী।
রামেরে পাইয়া পতি তনয়া আমার
বীর্য্যশুল্ক-পণে মোর করিল উদ্ধার"। রাঃ।

† "অনন্তর একদিন হল দিয়া আমি
কর্ষণ করিতেছিনু নিজ যজ্ঞ ভূমি ;
সহসা সম্মুখে মোর দেখি হেন কালে
উঠিল একটী কন্যা লাঙ্গলের ফালে।
হলের সীতায় কন্যা হইল উত্থিতা
এহেতু ইহার নাম রাখিলাম সীতা।
অযোনিসম্ভবা এই তনয়া আমার
রূপেতে দেখিতে স্বর্ণ কমল আকার।" রাঃ।

‡ নিমি—ইক্ষ্বাকুর পুত্র। বশিষ্ঠের শাপে তাঁহার দেহ ধ্বংস হয়। এইহেতু তাঁহার অন্য নাম বিদেহ। দেবগণের বরে তিনি নিমিষ রূপে জীবের চক্ষে বসতি করেন। জনক বলিলেন—

"এবে মহারাজ তবপুত্র রাম
কৌশিকের সহ সভায় আসিয়া
সে ভীষণ ধনু দ্বিখণ্ড করিলা
পণে জানকীরে দিলা হারাইয়া।
* * * * * * *
এবে আমি তাঁরে কন্যাদান করি
প্রতিজ্ঞার ভার করিব মোচন ;
এ বিষয়ে তুমি দেহ অনুমতি
হে ভূপতি, এই মম আকিঞ্চন।" রাঃ।

ভাবিছেন দশরথ সুত-পরিণয় ;
নিবেদিল আসি দ্বিজ বারতা মঙ্গল ;
সাধুজনমনোরথ আশু পূর্ণ হয়
পাকে যথা সদ্যোজাত কল্পতরুফল *। ৫০

যথাবিধি পূজি দ্বিজে, তাঁহার বচন
শুনিলা বাসবসখা কোশল-ঈশ্বর ;
চতুরঙ্গ দলে রাজা করিলা গমন,
সেনাপদরজোরাশি ঢাকিল ভাস্কর। ৫১

আসিলেন দশরথ, সেনা অগণন
ভাঙ্গি উপবন তরু রোধিল নগরে ;
সেই অত্যাচার পুরী সহিল আদরে
রমণী যেমতি সহে পতির পীড়ন। ৫২

মহর্ষি জনক আর রাজা দশরথ
বরুণ বাসব প্রায় মিলিলা উভয় ;
মাতি মহোৎসবে নিজ প্রভাবের মত
সমাপিলা সন্তানের শুভ পরিণয়। ৫৩

সীতার বিবাহ। বিবাহ করিলা রাম পৃথ্বীসুতা সীতা,
সীতানুজা উর্ম্মিলারে গ্রহিলা লক্ষ্মণ,
তেজস্বী ভরত আর শত্রুঘ্ন তখন
গ্রহিলেন কুশধ্বজ-যুগলদুহিতা †। ৫৪

চারি পুত্র নৃপতির শোভিলা তথায়
নিজ অনুরূপ চারু বধূর মিলনে,

---

* কল্পতরুর ফল জন্মিবা মাত্র সম্পূর্ণ ও পরিপক্ব অবস্থা ধারণ করে। সাধু ব্যক্তির কামনা মনে উদয় হইবা মাত্র ফলবতী হয়।

† কুশধ্বজ জনকের কনিষ্ঠ ভ্রাতা।

"লক্ষ্মণে এরূপ কহি জনক তখন,
কহিলেন ভরতেরে, শুন বাছাধন
মাণ্ডবীরে লহ তুমি, করিলাম দান,
এই কথা বলি শত্রুঘ্নের পানে যান।
শত্রুঘ্নে সম্বোধি রাজা কহেন তখন
শত্রুঘ্ন! করহ শ্রুতকীর্ত্তিরে গ্রহণ,
তোমরা সুশীল আর সুচরিতব্রত,
পত্নীগণ সহ এবে হও সমাগত।" রাঃ।

সাম দান ভেদ দণ্ড এ চারি উপায়
শোভে যথা নিজ নিজ ফলসিদ্ধি সনে *। ৫৫

লভিয়া কুমারগণ রাজদুহিতায়,
হইলেন পরস্পর সার্থকজীবন,
প্রকৃতি প্রত্যয় সনে মিলিলে যেমন
অর্থযুক্ত হয় বাক্য পরিপূর্ণ-কায় †। ৫৬

এইরূপে দশরথ তনয়-বৎসল
পুত্রের বিবাহবিধি সাধি মিথিলায়
চলিলেন নিজপুরে, সহ সেনাদল ;
বিদেহে তৃতীয় দিনে দিলেন বিদায় ‡। ৫৭

সহসা বহিল পথে বায়ু প্রতিকূল, §
ধ্বজদণ্ডতরুরাজি উপাড়িয়া বলে ;

---

* সাম দান ভেদ দণ্ড এই চারিটী রাজনীতি। তাহাদের নিজ নিজ ফলোৎপাদিকা শক্তি স্ত্রীরূপে বর্ণিত হইয়াছে।

† প্রকৃতি (ধাতু) ও প্রত্যয়ের যোগ হইলে বাক্যের সম্পূর্ণতা ও সার্থকতা হয়। স্ত্রী ও পুরুষের যোগে মনুষ্য-জীবন সার্থক হয়।

‡ বিদেহ—বিদেহরাজ জনক। পূর্ব্বকালে কুটুম্ব কিম্বা বন্ধুর সম্মানার্থ তৎসঙ্গে যাইয়া পথে তিনদিন অবস্থান করার প্রথা ছিল। ৭ ম সর্গের ৩৩ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

§ পরশুরামের আগমনসূচক নিম্ন কএকটী শ্লোকের আভাস বাল্মীকি রামায়ণে পাওয়া যায়—

"উঠিল প্রচণ্ড ঝড়, বৃক্ষ ভাঙ্গে মড়মড়,
ঘন ঘন মেদিনী কম্পন,
অন্ধকারে প্রখর তপন একেবারে হইল মগন ;
কিবা আগু, কিবা পিছু, কোন দিকে কোন কিছু
নাহি আর হয় দরশন।
বায়ু বলে ভস্মরাশি উড়ে, সেনাদের নয়নেতে পড়ে ;—
আচ্ছন্ন হইয়া সবে, আকুল হইয়া ভাবে
অচেতন হয়ে পড়ি ঝড়ে।
হেনকালে জটাজূটধারী, ক্ষত্রকুল উচ্ছেদনকারী
বীরেন্দ্র পরশুরাম, হৈলা তথা অধিষ্ঠান,
শাণিত কুঠার কাঁধে করি।
ত্রিপুর অসুর সংহারক রুদ্র সম মূর্ত্তি ভয়ানক,
করে তীক্ষ্ণতর শর, শরাসন সুভাস্বর
যেন তাহে বিদ্যুৎ চমক।
এহেন ভীষণ মহাশূরে, দশরথ দেখিলা অদূরে,
কৈলাস শিখর প্রায়, অতি ভয়ঙ্কর কায়
নেত্রদ্বয় ঘন ঘন ঘুরে।" রাজকৃষ্ণ রায়।

মহা ঝড়ে সেনাদল হইল আকুল
প্লাবনে যেমতি ভূমি নদীস্রোতোজলে *। ৫৮

দেখা দিলা দিনমণি আকাশে তখনি
ভীষণ পরিধি মাঝে রোধিত কিরণে,
বিনতানন্দনহত ফণীন্দ্রের মণি
শোভে যথা সে ফণীর শরীরবেষ্টনে †! ৫৯

রজোময়ী দিঙ্গুলী অঙ্গনার প্রায়,
ধূসর শকুনিদল কেশরূপে শিরে,
সন্ধ্যার আরক্ত মেঘ বসন শরীরে—
এ হেন অশুভ দৃশ্য কে দেখিতে চায়? ৬০

চারিদিকে ভীমরবে ডাকে শিবাগণ,
চাহি ঊর্দ্ধে রবিপানে, যেন ভৃগুবীরে
আহ্বানিছে, পূর্ব্বে যিনি ক্ষত্রিয় রুধিরে
করেছিলা নিজ পিতৃগণের তর্পণ ‡। ৬১

বিপদ গণিলা রাজা হেরি কুলক্ষণ,
শান্তিহেতু নিবেদিলা নিজ গুরুবরে;

---

* বর্ষায় নদীর জল বৃদ্ধি হইয়া যেরূপ তটস্থিত বৃক্ষাদি উন্মূলিত করিয়া ভূমি প্লাবিত করে।

† সূর্য্যের রশ্মিসমূহ সূর্য্যমণ্ডলের পরিধি মধ্যে আবদ্ধ দৃষ্ট হইল। মধ্যে তেজোময় মণি রাখিয়া তাহা চক্রাকারে দেহের দ্বারা বেষ্টন করিয়া সর্প গরুড়ের সহিত যুদ্ধে হত হইলে ঐরূপ অবস্থায় পড়িয়া থাকে। ম্লান সূর্য্যমণ্ডলের সহিত মণির উপমা হইয়াছে।

‡ ভৃগুবংশীয় জমদগ্নি মুনির পঞ্চম পুত্র পরশুরাম। তিনি পিত্রাজ্ঞায় মাতা রেণুকার শিরশ্ছেদন করিয়া পিতার বরে তাঁহাকে পুনর্জীবিতা করেন। তিনি পিত্রাজ্ঞাপালনের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া গিয়াছেন।

নিক্ষত্র করিয়া ক্ষিতি একবিংশ বার
সমস্ত পঞ্চক মাঝে বীর্য্যশ্রেণাধার,
নির্ম্মিলা শোণিতময় পঞ্চ হ্রদবরে
পিতৃগণ-তর্পণ করিলা সে রুধিরে।”

মহাভারত। রা, কৃ, রায়।

আশ্বাসি কহিলা ঋষি কোশল-ঈশ্বরে
"পরিণামে শুভ তব হইবে রাজন্" * । ৬২

সহসা আলোকরাশি ঝলসি নয়ন
প্রকাশিত হ'ল আসি সম্মুখে সেনার ;
চক্ষু মুছি বহুক্ষণে রাজসেনাগণ
দেখিল সে তেজোরাশি পুরুষ আকার † । ৬৩

পরশুরামের আগমন।

পিতৃ অংশে উপবীত শোভে তাঁর গলে,
মাতৃঅংশতেজোরূপী করে শরাসন,
শশী সহ যেন রবি উদয় অচলে
অথবা চন্দন তরু ভুজঙ্গে ভীষণ ‡ । ৬৪

রোষেতে কঠোরপ্রাণ পিতার বচনে
কম্পমানা জননীর মস্তক ছেদনে
জিনিলা দয়ারে যিনি, সেই ভৃগুমণি
ক্ষত্রকুল নাশি পরে, জিনিলা ধরণী § । ৬৫

---

* বশিষ্ঠ রাজাকে নিম্নমতে আশ্বাস দিয়াছিলেন।
"শুন তবে সূর্য্যবংশমণি—
নিরখিছ এই যে কারণ, শেষ এর করহ শ্রবণ—
অন্তরীক্ষে পক্ষী সব করি ভয়ঙ্কর রব
করিতেছে শঙ্কা উৎপাদন।
কিন্তু, ভূপ, এই মৃগগণ, ডানিদিকে করিয়া গমন
আশঙ্কা নাশের তরে, শান্তির সূচনা করে,
ত্যজ, রাজা, সন্তাপ চিন্তন।" রাঃ।

† পরশুরাম দৃষ্ট হইয়াছিলেন। উপরে ৫৮ শ্লোকের টীকা দ্রষ্টব্য।

‡ পরশুরামের পিতা ব্রাহ্মণ, মাতা রেণুকা প্রসেনজিৎ ক্ষত্রিয় রাজার কন্যা ছিলেন। ব্রাহ্মণত্বে ও শান্ত গুণে চন্দ্র ও চন্দনের সহিত সাম্য। ক্ষত্রিয় তেজে ও শত্রুনিধন প্রবৃত্তিতে রবি ও সর্পের সহিত তুলনা। ১ম সর্গ ১৬ শ্লোক ও ৪র্থ সর্গের ৪৮ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

§ "পদ্মমালা বিভূষিতা নারী মনোহর,
সরোবরে ভার্য্যা সহ খেলে নৃপবর,
নিরখি রেণুকা তাঁরে আকুল হইল
মানসে মানসজন্ম আসিয়া উদিল।
* * * * * *
মহাতপা জমদগ্নি রামেরে তখন
আদেশ করিলা—বধ মাতার জীবন,

একবিংশ অক্ষমালা দক্ষিণ শ্রবণে
বহেন পরশুরাম, হেন লয় মনে
রাজবংশ ধ্বংস করি একবিংশ বার
সে সংখ্যা সূচন ছলে ধরিলা সে হার *। ৬৬

পিতৃবধপ্রতিশোধ লইতে যে জন †
ক্ষত্রবধে সুদীক্ষিত, সেই ভৃগুবর—
হেরি তাঁরে দশরথ বিষণ্ণ অন্তর
নিজে বৃদ্ধ, সঙ্গে তাঁর বালপুত্রগণ। ৬৭

যে মধুর রামনাম ধরেন রাঘব
কণ্ঠমণি প্রায় তাহা ভাবেন নৃপতি,
ধরেন যে রামনাম দারুণ ভার্গব
ফণিমণিপ্রায় তাহা ভয়ঙ্কর অতি ‡। ৬৮

"দেহ অর্ঘ্য" বলি উচ্চে কহিলা নৃপতি,
লক্ষ্য না করিয়া তাঁরে ভৃগুর সন্ততি
কুমার রামের পানে ক্ষেপিলা নয়ন
রোষানলে দীপ্ততারা জ্বলন্ত ভীষণ! ৬৯

পাপীয়সী তব মাতা, এরে কর নাশ,
ব্যথিত না হও পুত্র না করিও ত্রাস।
পিতার আদেশ শুনি রাম বীরবর
পরশু গ্রহণ করে করিলা সত্বর;
তখনি জননী শির করিলা ছেদন,
ক্রোধ শান্তি কৈলা জমদগ্নি তপোধন।
* * * * * *
শুনিয়া পরশুরাম কহিলা তখন
পুনশ্চ জননী মম পাউক জীবন।"
মহাভারত। বনপর্ব্ব ১১৫ অঃ। রাঃ কৃঃ রায়।

* তাঁহার জপমালায় ২১ টী রুদ্রাক্ষ যেন ২১ বার ক্ষত্রিয়গণের বিনাশ সূচনা করিতেছে।

† নিম্নে ৭১ শ্লোকের টীকা দ্রষ্টব্য।

‡ দশরথের পক্ষে শ্রীরামের রামনাম কতই মধুর। ভার্গবের রামনাম সেই কারণে শ্রুতি মধুর হইলেও তাহা সর্পের শিরোমণির ন্যায় ভয়ঙ্কর বোধ হইল।

পরশুরাম ও রামের প্রতি-দ্বন্দ্বিতা।

দৃঢ়করে ধরি ধনু ভৃগুর নন্দন
যুঝিতে ভরিলা শরে অঙ্গুলিবিবর * ;
সম্মুখে শ্রীরামচন্দ্র নির্ভয় অন্তর ;
সগর্ব্বে ভার্গব তাঁরে কহিলা তখন ;—১০

"ক্ষত্রজাতি শত্রু মম, বধিল পিতারে, †
শান্ত হয়েছিনু অরি নাশি বার বার,

---

* করে শরগ্রহণ করায়, তাঁহার অঙ্গুলি রন্ধ্র পর্য্যন্ত শরে পূর্ণ হইয়াছিল।

† "একদিন জমদগ্নি পুত্রগণ সনে
নির্গত হইয়া গেলা বাহিরে কাননে।
অনূপদেশের পতি সেই অবসরে
কার্ত্তবীর্য্য সে আশ্রমে আগমন করে।
* * * * * *
আদরে অবজ্ঞা তাঁর করি প্রদর্শন
আশ্রমের ধেনু বৎস করিল হরণ।
তৎপরে আশ্রমে রাম কৈলা আগমন
জমদগ্নি কহিলেন সব বিবরণ।
কালের কবলগত কার্ত্তবীর্য্য প্রতি
ধাবিত হইলা ক্রোধে রাম মহামতি।
মনোহর শরাসন করিয়া গ্রহণ
সমরে বিক্রম বীর প্রকাশি তখন,
শাণিত ভল্লাস্ত্র বহু নিক্ষেপ করিয়া
তাহার সহস্র বাহু ফেলিলা কাটিয়া।
কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন তাহে হইল নিধন,
ফিরিয়া আইলা রাম আশ্রমে তখন।
কার্ত্তবীর্য্য বধহেতু ভার্গবের প্রতি
অর্জ্জুনের জ্ঞাতিগণ ক্রুদ্ধ হৈল অতি।
আশ্রমে না ছিলা যবে রাম বীরবর,
আসিয়া পশিল সবে হইয়া সত্বর,
জমদগ্নি মুনিরে ধরিল ক্রোধ ভরে
রাম রাম বলি মুনি কাঁদে উচ্চস্বরে।
কার্ত্তবীর্য্য-পুত্রগণ মুনিরে পীড়িল
মৃত প্রায় হয়ে মুনি ভূতলে পড়িল।
* * * * * *
হে নৃপ, পরশুরাম পর-পুরঞ্জয়
পিতার দাহাদি ক্রিয়া সাধি সমুদয়

উথলিল রোষ মম বিক্রমে তোমার,
রোষে যথা সুপ্ত ফণী দণ্ডের প্রহারে। ৭১

"নোয়াইতে জনকের ভীমশরাসন
বিমুখ হইল যত নৃপতি ধরায়,
সে ধনু ভাঙ্গিলে তুমি, ভাবিনু তখন
বীরত্বের শৃঙ্গ তুমি ভাঙ্গিলে আমার *। ৭২

"এত দিন রামনাম এ তিন ভুবনে
না বুঝাত আমা ভিন্ন অন্য কোন জন,
তোমার উদয়ে এবে বুঝাবে দুজনে,
লজ্জিত হয়েছি আমি ইহারি কারণ। ৭৩

"পর্ব্বত বিদারে মম বাণ খরশাণ †;
সমদোষী দুই জনে করি শত্রুজ্ঞান—
কার্ত্তবীর্য্য ধেনুবৎস হরিল পিতার ‡
আর তুমি যশোরাশি হরিছ আমার। ৭৪

ক্ষত্রগণে বধিবারে প্রতিজ্ঞা করিলা,
কৃতান্ত সমান ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিলা।
অস্ত্র লয়ে একাকী চলিলা মহাবল
কার্ত্তবীর্য্য পুত্রগণে করিয়া বিকল।
সংগ্রামে বিষম বাণে বিনাশ করিল
যে সকল ক্ষত্র তার অনুগত ছিল।

মঃ ভারত। রাঃ কৃঃ রায়।

কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন হৈহয় দেশের রাজা। ঐ জাতি ৫ বংশে বিভক্ত। হৈহয়, তালজঙ্ঘ, বীতিহোত্র, আবন্ত্য ও জাত। নর্ম্মদা নদীর পার্শ্ববর্ত্তী অনূপদেশে বাস করিত। মাহিষ্মতী নগরী কার্ত্তবীর্য্যের রাজধানী ছিল। দত্তাত্রেয়ের বরে তিনি সংগ্রামে সহস্র বাহু ধারণ করিতেন। রঘুবংশের ৬ ষ্ঠ সর্গের ৩৮ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

* তোমার হস্তে আমার বীরত্ব লাঘব হইল।

† পরশুরাম কৈলাসপর্ব্বতে শিবের নিকট ধনুর্ব্বিদ্যা শিক্ষাকালে বাণের দ্বারা ক্রৌঞ্চপর্ব্বত ভেদ করিয়া পথ করিয়াছিলেন।
"উত্তরে যাইতে ছাড়ি গিরিবরে, হ'তে হবে সেই বিবর পার,
ক্রৌঞ্চ নাম যার; ভৃগুপতি শরে খনিত (তাঁহার যশের দ্বার)।"
বরদাচরণ মিত্র। মেঘদূত। পৃঃ ৫৮ শ্লোঃ।

‡ ৭১ শ্লোকের টীকা দ্রষ্টব্য।

"বৃথা মম শ্রম, বৃথা ক্ষত্রিয়দমন,
যে অবধি ভুজবলে না জিনি তোমায় ;
সেই ত প্রকৃত অগ্নি, জ্বলে তা যখন
দগ্ধ করি সিন্ধু-নীর ইন্ধনের প্রায় *। ১৫

"বিষ্ণুতেজে হীনবল শৈব শরাসন,
সহজে ভাঙ্গিল তাই তব আকর্ষণে ;
নদীস্রোতে তরুমূল করিলে খনন
ধরাশায়ী হয় তাহা সামান্য পবনে †। ১৬

"অতএব মম ধনু লহ নিজ করে ‡
গুণ দিয়া শর তাহে কর আকর্ষণ,

---

* যে অগ্নি বাড়বাগ্নিরূপে সমুদ্র দগ্ধ করে তাহাই প্রকৃত অগ্নি। তোমায় জয় করিলেই আমার ক্ষত্রিয়ান্তকারী বীরত্ব সার্থক হইবে।

† "দেব শিল্পী বিশ্বকর্ম্মা ধনু দুই খানি
বহু যত্ন সহকারে নির্ম্মিলা আপনি।
তার মধ্যে ভাঙ্গিয়াছ তুমি যেই খান
দেবেরা শিবেরে তাহা করেছিল দান।
দ্বিতীয় ধনুক খানা করেতে আমার
এই দেখ বিদ্যমান, ভীষণ আকার।
দেবগণ এ দুর্ব্বার ঘোর শরাসন
করেছিলা সমাদরে বিষ্ণুরে অর্পণ।
এক সময়েতে মিলি অমর নিকর
জিজ্ঞাসা করিয়াছিলা ব্রহ্মার গোচর।
বিষ্ণু আর শঙ্করের বলাবল কথা।
* * * * * *
শিব বিষ্ণু লাগিলেন করিতে সমর
উভয়েই বলী—হ'ল যুদ্ধ ভয়ঙ্কর।
এমন সময়ে বিষ্ণু ছাড়িলা হুঙ্কার
সে হুঙ্কারে থরথরি কাঁপিল সংসার।
শিথিল হইয়া গেল শৈব শরাসন
রুদ্র ও স্তম্ভিত হৈলা অমনি তখন॥" রামায়ণ।
বালকাণ্ড। ৭ সর্গ রাঃ কৃঃ রায়।

‡ "আর যে কোদণ্ড দেখ আমার করেতে
মহর্ষি ঋচিকে দিলা বিষ্ণু আদরেতে।
মম পিতা জমদগ্নি ; তাঁরে দিলা দান,
মহর্ষি ঋচিক এই মহা ধনুখান।" রাঃ।

ইহাতে সক্ষম হলে, কি কাজ সমরে,
সমবলে জয়ী তোমা করিব গণন। ৭৭

"ছুটিছে কুঠার ধারে অনলের কণা,
হ'য়ে থাক যদি তার তর্জ্জনে কাতর
যোড় করে কর তবে অভয় প্রার্থনা,
বৃথা গুণ-ঘরষণে দৃঢ় তব কর *!" ৭৮

পরশুরামের তেজোহরণ।

ভীমকায় ভার্গবের শুনিয়া বচন
ঈষৎ হাসিলা রাম, কাঁপিল অধর;
নীরবে মাধব ধনু করিলা ধারণ—
তাহাই দ্বিজের প্রতি উচিত উত্তর †। ৭৯

পূর্ব্ব জনমের ধনু করিয়া গ্রহণ ‡
শোভিলা শ্রীরামচন্দ্র অপূর্ব্ব শোভায়,
নবীন নীরদ নিজে মানসমোহন,
ইন্দ্রধনু যোগে পুনঃ কত শোভা পায় §! ৮০

ভূতলে ধনুর কোটি রাখি রঘুমণি
করিলা ধনুকে যেই গুণ আরোপণ,
তেজঃশূন্য জামদগ্ন্য হইলা অমনি,
ধুম মাত্র অবশেষ যেন হুতাশন ‖। ৮১

দাঁড়াইলা প্রতিদ্বন্দ্বী ভাবে দুই জন,
একের বাড়িল তেজ, অপর মলিন—

---

* আমার কুঠার দৃষ্টে যদি ভয় জন্মিয়া থাকে, তবে ধনুর্গুণের ঘর্ষণে তোমার হস্ত যে কঠিন হইয়াছে, তাহা বৃথা মনে কর।

† সেই ধনু ধারণ করাই উত্তরস্বরূপ হইল।

‡ যেহেতু তাহা বিষ্ণুর ধনু।

§ নবীন মেঘের সহিত দূর্ব্বাদল শ্যাম রামের তুলনা।

‖ "পরশু রামের তেজ তাঁদেরি সমক্ষে
শ্রীরামেতে সংক্রমিত হইল অলক্ষ্যে।
জামদগ্ন্য বীর্য্যহীন স্তম্ভিত হইয়া
এক দৃষ্টে রাম পানে রহিল চাহিয়া।" রাঃ।

পৌর্ণমাসী দিবা শেষে শশাঙ্ক যেমন
শোভেন উজ্জ্বল, রবি হন তেজোহীন *। ৮২

কুমার সদৃশবলী শ্রীরাম তখন
আপন অব্যর্থ বাণ যুড়ি শরাসনে
দেখিলা নিস্তেজমূর্ত্তি ভৃগুর নন্দন ;
সম্ভাষি কহিলা তাঁরে সকরুণ মনে। ৮৩

"যদিও বধিতে মোরে উদ্যত সমরে,
দ্বিজ বলি না করিব নির্দ্দয় প্রহার ;
যজ্ঞার্জ্জিত স্বর্গ তব রোধিব কি শরে,
অথবা কি গতিশক্তি নাশিব তোমার † ?" ৮৪

উত্তরিলা ভৃগুসুত "তুমি নারায়ণ
জানি আমি অবতীর্ণ হ'য়েছ ভূতলে,
তব সে বৈষ্ণব তেজ করিতে দর্শন
কুপিত করিনু তোমা আজি এই ছলে। ৮৫

"পিতৃবৈরীগণে আমি করেছি সংহার,
সুপাত্রে নিখিল ধরা করিনু অর্পণ,‡
পরম পুরুষ তুমি, সকাশে তোমার
পরাজয় আজি মম শ্লাঘার কারণ। ৮৬

---

* পরশুরামরূপ সূর্য্যের অস্ত ও রামরূপ চন্দ্রের উদয় হইল।

† রামায়ণ দ্রষ্টব্য। বাঃ কাঃ ৭৬ সর্গ।
"ওহে জমদগ্নিপুত্র বীর তপোধন,
ক্ষত্র হ'তে উচ্চ তুমি কারণ ব্রাহ্মণ।
তাহে পুন বিশ্বামিত্র সম্বন্ধে আমার
পূজনীয় হ'তেছেন, ভার্গব কুমার।
এই হেতু আমি এই প্রাণহর শর
পরিত্যাগে হইতেছি ব্যথিত অন্তর।
অতএব এবে তুমি বলহ আমায়
তপস্যাসঞ্চিত তব লোক সমুদয়
বিনাশ করিব কিহে, অথবা তোমার
আকাশের গতি আমি করিব সংহার।" রাঃ।

‡ এই কএকটী শ্লোক সম্বন্ধে মহাভারত বনপর্ব্ব ১১৬ অঃ দ্রষ্টব্য।
"ঋচিক পরশুরামে করিলা বারণ
আর না করহ বৎস, ক্ষত্রিয় নিধন।

"ইচ্ছাগামী গতি মম রক্ষ, মহামতি,
পারি যেন পুণ্য তীর্থে করিতে ভ্রমণ;
রুদ্ধকর স্বর্গপথ, নাহি তাহে ক্ষতি,
ভোগসুখ পরবশ নহে মোর মন *।" ৮৭

তথাস্তু বলিয়া রাম নিক্ষেপিলা শর,
পূর্ব্বমুখে সেই বাণ উঠিল অম্বরে
রোধিল স্বর্গের পথ ভার্গবের তরে,
অক্ষম লঙ্ঘিতে তাহা সাধু মুনিবর। ৮৮

"ক্ষম, দ্বিজ" বলি রাম বিনয় বচনে
নমিলা সে মহাতপা মুনির চরণে—
পরাজিত রিপু প্রতি নম্র আচরণ
বিজয়ী বীরের পক্ষে যশের কারণ। ৮৯

"মাতৃবংশ রজোগুণ হ'ল তিরোহিত,
লভিলাম শান্তি আজি পিতৃকুলোচিত;
পরিণামে শুভ হবে এ নিগ্রহফলে,
অনুগ্রহ মাত্র ইহা নিগ্রহের ছলে। ৯০

"নিরাপদে দেবকার্য্য কর মহামতি
চলিলাম আমি এবে" বলি এ বচন
শ্রীরাম লক্ষ্মণ প্রতি, ভৃগুকুলপতি
সহসা পরশুরাম হৈলা অদর্শন। ৯১

তৎপরে প্রতাপবান্ ঋষি মহাবীর
মহা যজ্ঞ আরম্ভ করিলা মহাধীর।
বাসবে সন্তুষ্ট করি ঋত্বিক নিকরে
পৃথ্বীদান সঙ্কল্পে বীর প্রফুল্ল অন্তরে
কশ্যপে পৃথিবী দান করিয়া তখন
মহেন্দ্র পর্ব্বতে পরে করিলা গমন।" রাঃ।
রামায়ণ বালকাণ্ড ৭৬ সর্গ ও রঘুবংশের ১১শ সর্গের ৫৩ শ্লোকের
টীকা দ্রষ্টব্য।
"এরূপ তাঁহার বাণী; শুনিবা মাত্রই আমি
পৃথিবীরে পরিত্যাগ করে, চলিলাম মহেন্দ্র ভূধরে।
নিশ্চয় জানিও তুমি, সে দিন হইতে আমি
রাত্রিবাস না করি ধরায়, সত্য কথা কহিনু তোমায়;

বিজয়ী রাঘবে এবে স্নেহেতে রাজন্
আলিঙ্গিলা, গণি যেন পুনর্জ্জন্ম তাঁর * ;
ক্ষণদুঃখ পরে হ'ল সুখের সঞ্চার,
দাবদগ্ধ বৃক্ষে যেন বারি বরিষণ †। ৯২

পথে রম্যপট-গৃহে যাপি কত নিশি
শিবোপম নৃপমণি গেলা অযোধ্যায় ;
জানকীদর্শনোৎসুকা যতেক রূপসী
ছাইল গবাক্ষ নেত্র-কমলমালায় ‡। ৯৩

মহাকবি কালিদাস কৃত রঘুবংশের বঙ্গানুবাদে সীতা-
বিবাহ বর্ণন নামক একাদশ সর্গ সমাপ্ত।

এইহেতু মহেষ্বাস, আমার এ গতি নাশ
করিওনা, এ গতির বলে, যাব আমি মহেন্দ্র অচলে ;
কিন্তু শুন, সীতাস্বামি, তপ অনুষ্ঠানে আমি
সঞ্চিয়াছি যত লোকচয়, সে সকলে নাশ মহাশয়।" রাঃ।

* "মনে ভাবে ভূপ,রাম সনে তাঁর,
হইল যেন রে, জন্ম পুনর্ব্বার।" রাঃ।

† যে বৃক্ষ দাবানলে আক্রান্ত হইয়াছে, তাহাতে বারিবর্ষণ হইলে যেরূপ শান্ত হয়, ক্ষণস্থায়ী ভয়জনিত দুঃখের পর দশরথ সুখী হইয়াছিলেন।

‡ নারীগণের নেত্ররাজি নীলোৎপল মালার ন্যায় অযোধ্যার রাজপথে গৃহের গবাক্ষ সমূহ শোভিত করিল।
৭ ম সর্গের ১১ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

রঘুবংশ।

দ্বাদশ সর্গ।

রাবণ বধ।

ভুঞ্জিয়া বিষয়সুখ কোশলের পতি
উপনীত জীবনের চরম দশায়, *
নিঃশেষিয়া তৈলরাশি ফুরাইয়া বাতি
যেমতি নির্ব্বাণপ্রায় প্রদীপ ঊষায়। ১

কৈকেয়ীর ভয়ে যেন শুক্লকেশ ছলে †
ধীরে ধীরে আসি জরা রাজকর্ণমূলে,
চুপে চুপে ভূপতিরে করে নিবেদন—
রাজলক্ষ্মী শ্রীরামেরে কর সমর্পণ। ২

রাম অভিষেক বার্ত্তা হইল প্রচার
ভাসাইয়া পৌর জনে হরষে অপার,
উদ্যানবাহিনী চারু ক্ষুদ্র স্রোতস্বতী
উপবন-তরুদলে ভাসায় যেমতি ‡। ৩

কৈকেয়ী হইল বাম কঠিন পরাণে,
করিল অযোধ্যাপুরী বিষাদে পূরিত ;

---

* প্রদীপ সমস্ত রাত্রি জ্বলিয়া তৈল ও দশা প্রায় শেষ করিয়া প্রভাতে নির্ব্বাণোন্মুখ হয়। মনুষ্য জীবনও সেইরূপ সংসারে বিষয়াদি ভোগ করিয়া আয়ুঃশেষে মৃত্যুর নিকটবর্ত্তী হয়। দশা—অবস্থা ও প্রদীপের বর্ত্তী (শলিতা)

† নিজের বৃদ্ধত্ব নিবন্ধন রাজা রামকে রাজ্যভার অর্পণ করিতে ইচ্ছা করিলেন। পাছে কৈকেয়ী শুনিয়া বিঘ্ন জন্মায় এই ভয়ে যেন, জরা (বৃদ্ধাবস্থা) কর্ণলগ্ন শুক্লকেশচ্ছলে তাঁহার কর্ণে গোপনে উক্তরূপে পরামর্শ দিয়াছিল।

‡ উপবনস্থ কৃত্রিম নদীজলে সমস্ত বৃক্ষাদি সিক্ত হইয়া পরিপুষ্ট হয়।

অজস্র বহিল অশ্রু রাজার নয়নে,
অভিষেক দ্রব্যরাশি করি বিদূষিত। ৪
যথা ভূমি, সিক্ত হয়ে বারি বরিষণে
উগরে বিবরমুখে বিষধর ফণী, *

---

* বর্ষাকালে ভূমি জলপূর্ণ হইলে গর্ত্তহইতে সর্প সকল বাহির হয়, কৈকেয়ীর মুখবিবর হইতে রামাভিষেক সময়ে বহুকালের সুপ্তসর্প প্রায় দুই বর প্রার্থনা প্রকাশিত হইল।—

"মন্থরা কহিল—দক্ষিণ দিকেতে
দণ্ডক অরণ্য নামক প্রদেশে
বৈজয়ন্ত নামে আছয়ে নগর,
শোভিত হইয়া মনোহর বেশে।
সেই সে নগরে তিমিধ্বজ নামে
মায়াবী অসুর ছিল এক জন,
অন্য নাম তার আছিল সম্বর
মহাপরাক্রম রণ বিচক্ষণ।
ইহার সহিত পূর্ব্বে ইন্দ্র আদি—
অমরগণের ঘোর যুদ্ধ হয়;
এই দেবাসুর সংগ্রাম সময়ে
রাজা দশরথ অরিকুলভয়,
রাজ ঋষিগণ সহিত তোমারে
লয়ে যান সেই সমর প্রাঙ্গণে
* * * * *
রণভূমে রাজা মূর্চ্ছিত হইয়া
পড়িলা, খসিল কর হ'তে শর;
তাঁর সনে তুমি ছিলে সেই কালে,
দেখি তাঁর দশা হইলে কাতর।
রণস্থল হ'তে অমনি তখনি
দশরথ ভূপে তুমি গো যতনে
লয়ে অন্যস্থলে বাঁচাইলে প্রাণ,
কায় মনঃপ্রাণে বিস্তর সেবনে।
সেই কালে রাজা তব প্রতি অতি
সন্তুষ্ট হইয়া ইচ্ছা কৈলা মনে
দিতে দুই বর; তুমি কিন্তু তাঁরে
বলেছিলে, দেবি, মধুর বচন—
'শুন প্রাণনাথ, যবে ইচ্ছা হবে
সেই কালে বর করিব গ্রহণ।'"

রামায়ণ অঃ কাঃ ৯ সর্গ। রাঃ কৃ রায়।

পূর্ব্বকালে আশ্বাসিতা পতির বচনে
উগরিল বরদ্বয় কৈকেয়ী ভামিনী *। ৫

রামের বনবাস।

এক বরে রামচন্দ্রে পাঠাইল বনে
চতুর্দ্দশ বর্ষ তরে; অন্য বরে ধনী
বাঞ্ছিল অর্পিতে রাজ্য আপন নন্দনে—
যে পাপে বৈধব্য আশু লভিল কামিনী †। ৬

জনকের রাজ্যত্যাগে বিষাদিত মন
সম্মত ছিলেন রাম নিতে রাজ্যভার, ‡
দীর্ঘবনবাস ক্লেশ হরষে এখন
গ্রহিলেন পালিবারে আদেশ পিতার। ৭

মঙ্গল দুকূল বাস পরিয়া যেমতি
শোভিছিলা ফুল্লমুখে কৌশল্যানন্দন, §
বল্কল পরিয়া এবে প্রফুল্ল তেমতি
নিরখিয়া পৌরজন বিস্ময়ে মগন ‖ ! ৮

---

* দশম শ্লোকের টীকা দ্রষ্টব্য।

† দশম শ্লোকের টীকা দ্রষ্টব্য।

‡ রাজ্যাভিষেক বিষয়ে রাম বরং দুঃখিত ছিলেন, কারণ তাহাতে পিতার রাজ্যত্যাগ হইত। কিন্তু বনবাসের আদেশ অম্লান চিত্তে গ্রহণ করিলেন।

§ রাজ্যাভিষেকের জন্য রাম কৌশেয় বস্ত্র পরিধান করিয়াছিলেন।

‖ "পুরুষ প্রধান, শ্রীরাম তখন, পরিধেয় সূক্ষ্মবাস
করি পরিহার, মুনিবস্ত্র খানি, পরিলেন মহেষ্বাস।
লক্ষ্মণ পিতার, সমক্ষে তখন, সূক্ষ্ম বাস পরিহরি—
রামের মতন হইলা তখন, তাপসের বেশধারী।
কৌশেয় বসনা, জানকী তখন, ধারণ করিয়া চীর
বাগুরা দর্শনে, হরিণীর মত, হইলা ভীত অধীর।
আকুল অন্তর, হইয়া তখন, অশ্রুময় লোচনেতে
গন্ধর্ব্বপ্রধান-প্রতিম স্বামীরে, কহিলেন কাতরেতে।
'নাথ, প্রাণনাথ, অরণ্য নিবাসী, ঋষিগণ কি প্রকারে
চীর পরিধান, করেন শরীরে, বন্ধন করিয়া জোরে?'
এইরূপে সীতা কিংকর্ত্তব্য জ্ঞান হারাইয়া সেইক্ষণে
এক খণ্ড গলে, আর খণ্ড করে, লইয়া ব্যাকুল মনে,

এ রূপে পিতার সত্য করিতে পালন
জানকী লক্ষ্মণ সহ রাম রঘুবর
পশিলা দণ্ডকারণ্যে, পশিলা যেমন
পিতৃভক্তি দেখাইয়া সাধুর অন্তর *। ৯

রামের বিরহে রাজা রামময়প্রাণ
অন্ধকের অভিশাপ করিয়া স্মরণ,
আপন শরীর এবে করিয়া প্রদান
সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিলা সাধন †। ১০

দশরথের মৃত্যু।

রহিলা দাঁড়ায়ে, লজ্জাপূর্ণ মুখে; রাম তাহা নিরখিয়া
আপনি তখন সত্বর হইয়া, চীর বাস করে নিয়া
সীতা দেহাবৃত, কৌশেয় বাসের, উপরেতে সেই চীর
বাঁধিতে লাগিলা, যতন করিয়া; সীতা চক্ষে ঝরে নীর।"
রামায়ণ অঃ কাঃ ৩৭ সর্গ। রাঃ কৃঃ রায়।

* পিতৃভক্তি বশতঃ তিনি সাধুদিগের হৃদয়ে স্থান পাইলেন।

† অন্ধক মুনির শাপ সম্বন্ধে ৯ ম সর্গের ৭৯ শ্লোক দ্রষ্টব্য।
কৌশল্যার প্রতি এইরূপ উক্তি করিয়া দশরথের মৃত্যু হয়।—

"ভষ্মীভূত দীপবর্ত্তী তৈল শূন্য হ'লে
অবশ হইয়া যথা নাহি আর জ্বলে,
জ্ঞান বৈলক্ষণ্যে মোর ইন্দ্রিয় সকল
সেইরূপ হইতেছে ক্রমশ বিকল।
প্রবাহের বেগে যথা ভাঙ্গে নদীতীর
আত্মকৃত শোকে আমি তেমনি অস্থির।
আত্মকৃত শোক মোরে করিল বিনাশ
আপনার দোষে আমি আপনি হতাশ।
হা রাম! হা পিতৃপ্রিয়! হা দুঃখনাশন!
তুমি যে আমার নাথ জীবন জীবন!
এখন আমারে ফেলি রহিলে কোথায়
চিরকাল তরে আমি ত্যজিনু তোমায়
হা কৌশল্যে, আর আমি না পাই দেখিতে!
হা সুমিত্রে, প্রাণ আর না চায় থাকিতে।
হা রে কুলকলঙ্কিনি কৈকেয়ি পাপিনি,
তুই মোর মহাশত্রু রে পতিনাশিনি।"
কৌশল্যা সুমিত্রা পাশে রাজা দশরথ
পুত্রশোকে পরিতাপ করি এইমত,
দ্বিপ্রহর বিভাবরী গত হলে পর
বিসর্জ্জন করিলেন প্রাণ কলেবর।" রাঃ।

প্রবাসে কুমারগণ; মৃত নরপতি, *
কোশল রাজ্যের হেন হেরিয়া দুর্গতি
ছিদ্রঅন্বেষণে রত শত্রু রাজগণ
আক্রমিতে সেই রাজ্য করিছে যতন। ১১

অনাথ অমাত্যদল মাতুলভবনে
বিশ্বস্ত সচিবে এবে করিলা প্রেরণ;
নিবারিয়া অশ্রু, শোক করিয়া গোপন
আনিলা ভরতে তাঁরা পরম যতনে †। ১২

জননীর দোষে পিতা ত্যজিলা জীবন—
শুনি এ দারুণ বার্ত্তা কৈকেয়ীনন্দন
না চাহিলা মাতৃমুখ রোষেতে কুমার;
রাজ্যভোগে হ'ল তাঁর ঘৃণার সঞ্চার। ১৩

রামকে আনিতে ভরতের গমন।

সসৈন্যে চলিলা ধীর রাম-অন্বেষণে;
দেখাইল বনবাসী যে যে তরুতলে
বিশ্রামিয়াছিলা রাম লক্ষ্মণের সনে, ‡
কাঁদিলা ভরত হেরি ভাসি অশ্রুজলে। ১৪

---

* রাম লক্ষ্মণ বনবাসী। ভরত শত্রুঘ্ন এই সময়ে কেকয় রাজপুর গিরিব্রজে মাতুলালয়ে ছিলেন। এই স্থান শতদ্রু ও বিপাসা নদীর মধ্যবর্ত্তী ও বাহ্লীক নামক জনপদের দক্ষিণ।

† বশিষ্ঠ মুনি অমাত্য মুখে এইরূপ কৌশলপূর্ণ সংবাদ ভরতের নিকট প্রেরণ করেন—

"পরিহরি এই স্থান হও বিনির্গত
কাল অতিক্রম হেথা কর না, সুব্রত।
কাল অতিক্রমে বিঘ্ন ঘটিবারে পারে
হেন কার্য্য ঘটিয়াছে অযোধ্যা নগরে।
কিন্তু সাবধান যেন তোমরা সকলে
গমন করিয়া তথা ফেলিও না ব'লে
শ্রীরামের নির্ব্বাসন রাজার মরণ;
এ অশুভ বার্ত্তা দুই করিও গোপন।" রাঃ।

‡ নিষাদরাজ গুহক ভরতকে রাত্রিকালে রামের শয়ন স্থান দেখাইয়াছিল;—

চিত্রকূটে রাম সহ হইল মিলন, *
পিতার মরণবার্ত্তা কহিয়া কুমার,
নিবেদিলা নিজ রাজ্য করিতে গ্রহণ,
রামভোগ্যা রাজলক্ষ্মী স্পৃশ্য নহে তাঁর † ১৫

অগ্রজ রাজশ্রী নাহি করিতে গ্রহণ ‡
যদ্যপি অনুজ অগ্রে লয় রাজ্যভার
পরিবেত্তা রূপে পাপে হয় নিমগন ;
রাজত্ব লইতে তাই বিরত কুমার। ১৬

ভরত দেখিলা তাঁর বিফল যতন,
পিতৃ-সত্য হেতু রাম রহিলা অটল ;
মাগিলা ভরত তাঁর পাদুকা যুগল
রাজ্যের দেবতা রূপে করিতে স্থাপন ১৭

পাদুকা গ্রহণ।

"যেই বৃক্ষমূলে শুয়েছিলা রাম
ওই সেই মূল, তুমি দেখ, গুণধাম।
এই সেই কুশমূল কর নিরীক্ষণ
এতেই যামিনী রাম করিলা যাপন।" রাঃ।

* চিত্রকূটে রাম ও ভরতের মিলন অতি মনোহর রূপে কবিবর রাজকৃষ্ণ রায় তৎকৃত রামায়ণের বঙ্গানুবাদে বর্ণন করিয়াছেন। কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল ;—
"পরে শ্রীভরত, মন্দাকিনী কাছে, পাইলেন চিত্রকূট গিরি
কহিলেন "আর্য্য, রাম মহাশয়, আছেন বসিয়া, আসন উপরি ;
বীরাসনে তিনি, বসিয়া নির্জ্জনে, জনম জীবনে, ধিক্ এবে মম
আমারি কারণে, বিপন্ন হইয়া, ভুগিছেন তিনি, যাতনা বিষম।
রামেরে প্রসন্ন, করিবারে আজ, পদতলে তাঁর, এখনি পড়িব
সীতা লক্ষ্মণেরো, চরণে ধরিয়া, অপরাধ মম, মাগিয়া লইব।"

† সূর্য্যবংশের চিরপ্রচলিত প্রথানুসারে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রাজ্যের অধিকারী হইয়া থাকেন।

‡ রাজলক্ষ্মী অগ্রজের গ্রহণীয়া। অগ্রজের দারপরিগ্রহের পূর্ব্বে কনিষ্ঠের বিবাহ হইলে সে পরিবেত্তা হয়। ইহা শাস্ত্রে নিষিদ্ধ।
"যোড় হাতে ভরত বলেন সবিনয়,
কেমনে রাখিব রাজ্য মম কার্য্য নয়।
তবে সে পারিব, রাম, পালিবারে প্রজা
তোমার পাদুকা দেহ করি গিয়া রাজা।" কৃত্তি।

তথাস্তু বলিয়া রাম দিলেন বিদায়
ভরতেরে ; না পশিয়া অযোধ্যাভবন
রহিলেন নন্দীগ্রামে কৈকেয়ীনন্দন,
রক্ষিলা জ্যেষ্ঠের রাজ্য ন্যস্তধন প্রায় *। ১৮

রাজত্বভোগের তৃষ্ণা ত্যজি অকাতরে
প্রকাশি অগ্রজ প্রতি অচলা ভকতি,
জননীর পাপে যেন ক্ষুভিত অন্তরে
সাধিলা এ প্রায়শ্চিত্ত ভরত সুমতি। ১৯

শান্তশীল রামচন্দ্র নিবাসিলা বনে
ফলমূলাহারে, সঙ্গে জানকী লক্ষ্মণ,
বানপ্রস্থ ব্রত যেন পালিলা যৌবনে
বার্দ্ধক্যে পালেন যাহা রঘুরাজগণ †। ২০

একদা তরুর তলে রাম রঘুবর
ঈষৎ শ্রমেতে যেন করিলা শয়ন,
রাখি শির প্রেয়সীর অঙ্কের উপর,
অচলা করিয়া ছায়া প্রভাবে আপন ‡। ২১

অক্ষত সীতার বক্ষ, নাহি চিহ্ন তায় ;
উড়িয়া পড়িল কাক ইন্দ্রের নন্দন,

---

* "বিশাল অযোধ্যা রাজ্য ন্যাসের মতন
করিলেন আর্য্য রাম আমারে অর্পণ
* * * * * *
"জটাচীর ধারী, সুধীর ভরত, বলিএ মনের ভাব,
সেনাগন সনে, নন্দী গ্রাম মাঝে,.করিতে লাগিলা বাস।
পাদুকারে তথা, রাজ্যে অভিষেক, করিয়া পবিত্র মনে,
রহিলা ধরিয়া, সুচারু চামর, রাজছত্র সযতনে।" রাঃ।

† সূর্য্যবংশীয় রাজগণ বৃদ্ধ কালেই বানপ্রস্থ অবলম্বন করিতেন। রামের বনবাস যৌবনের বানপ্রস্থ স্বরূপ। উত্তর চরিত দ্রষ্টব্য—
"পুত্রসংক্রান্তলক্ষ্মীকৈর্যদ্বৃদ্ধেক্ষ্বাকুভির্ধৃতং।
ধৃতং বাল্যে তদার্য্যেণ পুণ্যমারণ্যকং ব্রতং॥"

‡ রামের দৈবশক্তি প্রভাবে বৃক্ষের ছায়া তাঁহার আরামের জন্য স্থির ভাবে ছিল।

নখে সেই বক্ষদেশ বিদারিল হায় ;
জাগাইলা শ্রীরামেরে জানকী তখন। ২২

জাগিলেন রঘুনাথ, অতি ক্রুদ্ধ মনে
কাকেরে বধিতে কুশ করিলা ক্ষেপণ ;
সে কুশের মুখে রক্ষা নাহি ত্রিভুবনে
এক চক্ষু দিয়া পাখী রাখিল জীবন *। ২৩

রামের বনভ্রমণ।

সমীপে অযোধ্যাপুরী ; কৌশল্যানন্দন
ভাবিলা ভরত তথা আসিবে আবার ;
চিত্রকূট হ'তে তাই করিলা গমন,
আকুল হরিণকুল বিরহে তাঁহার †। ২৪

রাশিচক্রে বরিষার নক্ষত্রসদনে
বিশ্রামিয়া যান রবি দক্ষিণ অয়ন,
নিবাসিয়া আতিথেয় ঋষিতপোবনে
তেমতি দক্ষিণে রাম করিলা গমন ‡। ২৫

---

* কাককে বধ করার জন্য রাম ব্রহ্মাস্ত্র মন্ত্রে কুশ প্রহার করিয়াছিলেন। কাক ইন্দ্রাদি দেবতার শরণাপন্ন হইয়াও রক্ষা পাইতে পারে নাই। সীতা এই রহস্য ঘটনা উল্লেখ করিয়া রামের জ্ঞাপনার্থ হনুমান্‌কে অশোক বনে আত্ম পরিচয় দিয়াছিলেন।—

"পরিশেষে সেই কাক হয়ে নিরুপায়
তোমার শরণাপন্ন হইল ত্বরায়।
পরে তুমি সে কাকের দক্ষিণ নয়ন
বিঁধিলে ব্রহ্মাস্ত্র তব করিয়া ক্ষেপণ।
মরিত সে কিন্তু তব অপার কৃপায়
দক্ষিণ নয়ন দিয়া হইল বিদায়।
যে কালে আমার তরে তুমি, বীরবর,
ব্রহ্মাস্ত্র ক্ষেপিলে ক্ষুদ্র কাকের উপর
সে কালে যে দুরাচার হরিল আমায়
জানি না কেন যে ক্ষমা করিছ তাহায়।"

রাঃ সুঃ কাণ্ড ৩৮ সর্গ।

† রামের অবস্থিতি কালে চিত্রকূটের মৃগকুলও সুখী হইয়াছিল।

‡ কর্কটাদি রাশিতে শ্রাবণ হইতে পৌষ মাস পর্য্যন্ত সূর্য্যের দক্ষিণায়ন কাল। পুনর্ব্বসু পুষ্যা প্রভৃতি নক্ষত্রে এই সময়ে সূর্য্যের গতি ; এই সকল নক্ষত্রের সহিত মুনিগণের আশ্রমের তুলনা। সেই সেই আশ্রমে রাম দক্ষিণে গমন কালে আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন।

চলিলা রামের সঙ্গে জনকনন্দিনী,
রাজলক্ষ্মী যেন আহা গুণবিলাসিনী,
না শুনিয়া কৈকেয়ীর নিষেধ বচন
সীতারূপে করিছেন সঙ্গে বিচরণ *। ২৬

নিজ করে অনসূয়া অত্রির রমণী †
দিলা দিব্য অঙ্গরাগ বরাঙ্গে সীতার,
পবিত্র সৌরভে তার মাতিল কান্তার,
ত্যজি পুষ্প, অলিদল ধাইল অমনি ‡ ২৭

বিরাধ বধ।

বিরাধ নামেতে এক রাক্ষস ভীষণ
সন্ধ্যার মেঘের প্রায় আরক্ত বরণ,
রোধিল রামের পথ আসিয়া সত্বর,
শশীরে গ্রাসিতে যেন রাহু অগ্রসর § ২৮

---

* রাজলক্ষ্মী যেন কৈকেয়ীর নিষেধ না শুনিয়া সীতারূপে রামের অনুগামিনী হইয়াছেন।

† রাম চিত্রকূট হইতে যাত্রা করিয়া প্রথমে অত্রিমুনির আশ্রমে গমন করেন। অত্রিপত্নী অনসূয়া সীতাকে প্রীতিবশতঃ মাল্যাদি প্রদান করিয়াছিলেন ;—

"এবে এই চারু মাল্য বস্ত্র আভরণ
অঙ্গরাগ তোমারে মা করি অরপণ,
উপভোগ করিলেও এই সমুদয়
মসৃণ মলিন কভু হইবার নয়।
সর্ব্বাঙ্গ রঞ্জিত করি এই অঙ্গরাগে
উপবিষ্ট হবে তুমি রামবামভাগে।" রাঃ।

‡ অঙ্গরাগের সৌরভে ভ্রমর সীতার দিকে ধাবিত হইল।

§ বিরাধ—যব ও শতহ্রদার পুত্র, ব্রহ্মার বরে অস্ত্রদ্বারা অবধ্য ছিল, রাম তাহাকে অবশেষে গর্ত্তে প্রোথিত করিয়া বধ করেন। সে পূর্ব্বে গন্ধর্ব্ব ছিল। কুবেরের শাপে রাক্ষসমূর্ত্তি ধারণ করে।

"তুম্বুরু আমার নাম গন্ধর্ব্ব জাতিতে ;
রম্ভাতে আসক্ত হয়ে বিমোহিত চিতে
নাহিছিনু উপস্থিত এই সে কারণে—
যক্ষেশ কুবের শাপ দিলা রুষ্টমনে।"
রামায়ণ। আরণ্যকাণ্ড ৩ য় সর্গ।

"এষ বিন্ধ্যাটবীমুখে বিরাধসংরোধ" উত্তর চরিত।

সহসা মানুষভোজী রাক্ষস দুর্ম্মতি
রাম লক্ষ্মণের মাঝে হরিল সীতারে,
শস্যনাশি অনাবৃষ্টি আসিয়া যেমতি
শ্রাবণ ভাদ্রের মাঝে হরে বরিষারে *। ২৯

বধিলেন বিরাধেরে শ্রীরাম লক্ষ্মণ ;
বিষম দুর্গন্ধে বন হইবে দূষিত
ভাবিয়া গভীর গর্ত্ত করিয়া খনন
ভূগর্ভে তাহার দেহ করিলা প্রোথিত। ৩০

পঞ্চবটী বন।

নিজের অবস্থামতে অগস্ত্যআদেশে †
রহিলেন রঘুনাথ পঞ্চবটী বনে,

---

* "সীতারে হরিয়া, গেল কিছু দূর, সরিয়া সে দুরাচার।" রাঃ। শ্রাবন ও ভাদ্র মাসের সহিত রাম লক্ষ্মণের তুলনা। সীতা তন্মধ্যকালীন বর্ষা স্বরূপা; অনাবৃষ্টিরূপ বিপৎপাত হইলে বর্ষণ প্রতিবদ্ধ হয়। বিরাধ অনাবৃষ্টি স্বরূপ।

† নিজের অবস্থা কিম্বা মর্য্যাদা অতিক্রম না করিয়া বনবাসীর ন্যায় পর্ণকুটীরে বাস করিতে লাগিলেন। বিন্ধ্যগিরির পক্ষে তাহা নম্রতা—সূর্য্য নিত্য সুমেরু পর্ব্বতকে প্রদক্ষিণ করেন দেখিয়া বিন্ধ্যাচল ঈর্ষ্যা বশতঃ নিজের শিখর বৃদ্ধি করিয়া সূর্য্যাদির গতিরোধ করিয়াছিল। দেবগণের প্রার্থনায় অগস্ত্যমুনি নিম্ন-প্রকারে বিন্ধ্যের দর্পচূর্ণ করেন ;—

" বিন্ধ্যের নিকটে গিয়া কহে ঋষিবর
বিশেষ কার্য্যাতিপাত বশতঃ সত্বর
দক্ষিণ দিকেতে আমি করিব গমন
অতএব মোরে পথ দেও এইক্ষণ ;
কিন্তু আমি যাবৎ না আসি, গিরিবর,
তাবত প্রতীক্ষা মোর কর নিরন্তর—
প্রতীক্ষা করিয়া কর সময় যাপন,
হেথায় করিব আমি যবে আগমন
নিজ ইচ্ছামত তুমি তখন বাড়িবে
নতুবা হে ভূমিধর এরূপে রহিবে।
এরূপ নিয়মে বদ্ধ করি বিন্ধ্যাচলে
অতঃপর অগস্ত্য দক্ষিণমুখে চলে।
অদ্যাপি না ফিরিয়া আসিলা তপোধন
বিন্ধ্য সেইরূপে করে সময় যাপন,
যে মতে উন্নত হয়ে বিন্ধ্য ক্রোধভরে
গ্রহ নক্ষত্রের পথ রোধিতে না পারে।"

মঃ ভাঃ বনপর্ব্ব রাঃ কৃঃ রায়।

না বাড়ায়ে ঊর্দ্ধে শির রবির উদ্দেশে
যেন নম্র বিন্ধ্যগিরি মুনির বচনে। ৩১

যেমতি তপন তাপে তাপিতা ফণিনী
সুগন্ধ চন্দনতরু আশ্রয়িতে চায়, *
কামাতুরা শূর্পণখা রাবণ-ভগিনী
আসিল রামের পাশে প্রণয়ভিক্ষায়। ৩২

শূর্পণখার আগমন।

প্রদানিয়া নিশাচরী নিজ পরিচয়
সীতার সম্মুখে রামে করিল বরণ;
কামেতে তমসাচ্ছন্ন হইলে হৃদয়
কালাকাল জ্ঞানশূন্য হয় মূঢ় জন। ৩৩

অগস্ত্য মুনি ঋগ্বেদের কতকগুলি ঋক্ রচনা করেন। ইনিই প্রথম আর্য্যাবর্ত্ত হইতে বিন্ধ্যগিরি উল্লঙ্ঘন করিয়া দাক্ষিণাত্যে গমন করেন ও তথা নরমাংসভোজী ইল্বল ও বাতাপি প্রভৃতি অসুরগণকে বিনাশ করিয়া তথা আর্য্য সভ্যতা প্রচার করেন। তিনি সেই দক্ষিণ দেশে বাস করিয়াছিলেন।

"অগস্ত্য, ইহাঁর ভ্রাতা, লোক হিত তরে
কৃতান্ত সমান এক দৈত্য বধ করে,
এই সে দক্ষিণ দিক্ শুন রে লক্ষ্মণ
মানবের বাসযোগ্য কৈলা তপোধন।"
আরণ্যকাণ্ড, ১১ সর্গ।

অগস্ত্য দক্ষিণ আকাশে নক্ষত্ররূপে বর্ণিত আছেন।
৬ ষ্ঠ সর্গের ৬১ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

পঞ্চবটীবন—ইহা অগস্ত্যাশ্রমের দুই যোজন ব্যবধানে গোদাবরী নদীর উৎপত্তি প্রবাহের অনতিদূরে স্থিত ছিল, বর্ত্তমান নাসিক নগর ঐ স্থান বলিয়া কেহ কেহ অনুমান করেন। শূর্পণখার নাসিকাচ্ছেদন এই প্রবাদের মূল। অশ্বত্থ, বিল্ব, বট, ও অশোক ও আমলকী এই পঞ্চ তরু ছিল বলিয়া ঐ বন পঞ্চবটী নামে প্রসিদ্ধ। অগস্ত্য কহিলেন;—

"হেথা হতে দ্বিযোজন দূরে বাছাধন
পঞ্চবটী নামে আছে সুপ্রসিদ্ধ বন
অই সেই গোদাবরী প্রবাহিত হয়
অই নদী অতি কাছে অতি দূরে নয়।" রাঃ।

* সর্প চন্দন বৃক্ষ আশ্রয় করিয়া বাস করে।
৪ র্থ সর্গের ৪৮ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

কামে অন্ধ কামিনীরে নিরখি তখনে
উত্তরিলা বৃষস্কন্ধ রাঘব সুমতি
"বিদ্যমানা জায়া মম দেখ লো যুবতি,
ইচ্ছা যদি, ভজ মম অনুজ লক্ষ্মণে ।" ৩৪

"প্রথমে অগ্রজে তুমি বরিলে আমার"
এ বলি লক্ষ্মণ তারে করিলা বিদায় ;
রামের সমীপে রামা আসিল আবার
দ্বিকূলগামিনী চলা প্রবাহিনী প্রায় * । ৩৫

দেখিয়া হাসিলা সীতা ; হাস্য দরশনে
মায়ারূপ পরিহরি রুষিল রাক্ষসী—
সিন্ধু-নীর, ক্ষণ শান্ত পবন বিহনে,
উথলে যেমতি হেরি আকাশের শশী † । ৩৬

"মানবী হইয়া তোর এত অহঙ্কার,
উপহাসপ্রতিফল পাইবি সত্বরে,
এখনি দেখাব, তোর নাহিক নিস্তার,
বাঘিনীর অপমান হরিণীর করে !" ৩৭

এ বলিয়া শূর্পণখা লঙ্কেশভগিনী
নাম অনুরূপ রূপ করিল ধারণ, ‡
হেরি ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি জনকনন্দিনী
আতঙ্কে পতির অঙ্কে পড়িলা তখন § । ৩৮

সুমধুর পিকরব ছিল যে বদনে
সে মুখে নির্গত এবে শিবার চীৎকার,

---

* দ্বিকূলগামিনী নদী, শূর্পণখার পক্ষে দ্বিচারিণীভাব অনুমেয় ।

† বায়ুর অভাবে সমুদ্রজল ক্ষণকালের জন্য শান্তভাব ধারণ করিয়া সহসা চন্দ্রোদয়ে উচ্ছ্বসিত হয় । শূর্পণখার মায়াজনিত শান্ত মূর্ত্তি সীতার হাস্য দর্শনে ভীষণ আকারে পরিণত হইল ।

‡ শূর্পণখা—শূর্প অর্থাৎ কুলার মত নখ যাহার। ৪১ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

§ বাল্মীকি রামায়ণ মতে শূর্পণখা সীতাকে ভক্ষণ করিতে উদ্যত হইয়াছিল ।

শুনিয়া লক্ষ্মণবীর জানিলেন মনে
ছদ্মবেশা নিশাচরী মায়ার আধার। ৩৯

শূর্পণখার নাসা কর্ণ ছেদন।

নিষ্কোষিয়া তীক্ষ্ণ অসি সরোষে লক্ষ্মণ
প্রবেশিলা পর্ণশালা, অতি দ্রুতগতি;
কাটিয়া সে রাক্ষসীর নাসিকা শ্রবণ;
করিলা অধিক তারে বিকৃতমূরতি *। ৪০

লম্ফ দিয়া শূর্পণখা উঠিল গগনে,
গর্জ্জিল দুজন প্রতি অঙ্গুলি তর্জ্জনে,
বক্রনখ সে অঙ্গুলি অঙ্কুশের প্রায়
বংশগ্রন্থি সমগ্রন্থি বিরাজিছে তায়! ৪১

দ্রুতগতি নিশাচরী গেল জনস্থান, †
খরদূষণেরে কহে নিজ বিবরণ;—
নাসা কর্ণ ছেদি তার শ্রীরাম লক্ষ্মণ
করিল রাক্ষসকুলে নব অপমান। ৪২

রোষভরে ভয়ঙ্করী রাক্ষসের সেনা
আক্রমিতে রাঘবেরে করিল গমন;
অগ্রে ধায় শূর্পণখা বিকৃতবদনা
যাত্রামুখে হেন দৃশ্য অতি কুলক্ষণ। ৪৩

খরদূষণ বধ।

নানা অস্ত্র ধরি মত্ত রক্ষঃসেনাগণ
আসিছে আকাশ পথে, হেরি রঘুবর
সীতারে লক্ষ্মণকরে করিয়া অর্পণ
জয়াশা স্থাপিলা নিজ কার্ম্মুক উপর। ৪৪

---

* "সিক্ত হয়ে গেল মুখ রুধির ধারায়
বিস্ময়ে রোদন করি বিকট চেঁচায়।
ঊর্দ্ধ বাহু হ'য়ে গর্জ্জে অতি ভয়ঙ্কর
কান্দিতে কান্দিতে পশে বনের ভিতর।" রাঃ।

† জনস্থান—দণ্ডকারণ্যের দক্ষিণে রাবণের ভ্রাতা খর নামক রাক্ষসের অধিকৃত দেশ। দূষণ খরের সেনাপতি। ত্রিশিরা একজন রক্ষঃ সৈন্যাধ্যক্ষ।

সহস্র সহস্র রক্ষ যুঝিছে সঘন,
একা রাম সবাকারে প্রহারিলা শর
অজস্র; বিস্ময়ে সবে ভাবিল তখন
যত রক্ষঃ তত রাম করিছে সমর *। ৪৫

সদাচারে রত সদা রঘুকুলধন
না সহিলা দূষণেরে, দুর্ম্মদ সমরে—†
নিজ প্রতি দুর্জ্জনের অলীক দূষণ
সহে কিহে সাধুজন বিনা প্রতিকারে? ৪৬

ত্রিশিরা দূষণ খর ভীষণদর্শন
সবারে শ্রীরামচন্দ্র আবরিলা শরে;
ক্রমে প্রহারিলা বাণ ক্ষিপ্রতরকরে,
একত্রে ধনুকে যেন হইল বর্ষণ ‡। ৪৭

রক্ষদেহ ভেদি দূরে উড়িল সে বাণ
প্রাণ মাত্র তাহাদের শোষিয়া নিমিষে—
রক্তচিহ্নহীন বাণ রহিল অম্লান §;
রক্তরাশি পক্ষিদলে ভুঞ্জিল হরষে। ৪৮

এইরূপে রামচন্দ্র বিক্রমে অপার
কাটিলেন শরজালে রাক্ষসের দল;
রক্ষঃসেনা মাঝে কেহ না উঠিল আর;
কেবল উঠিল তাহে কবন্ধ সকল ||। ৪৯

---

* সহস্র সহস্র রাক্ষসের উপর রামের বাণ এক সময় পতিত হওয়াতে তাহাদের অনুভব হইল যেন সহস্র সহস্র রাম তাহাদের সহিত যুদ্ধ করিতেছেন।

† মিথ্যা অপবাদকারী ব্যক্তির প্রতি সাধু ব্যক্তির যেরূপ রোষ জন্মে, দুর্ব্বৃত্ত দূষণের প্রতি রামের সেরূপ ক্রোধ জন্মিয়াছিল।

‡ রাম এত দ্রুতহস্তে বাণ বর্ষণ করিলেন যে বাণরাশি ক্রমে নিক্ষিপ্ত হইলেও অব্যবহিত ভাবে সমকালে শত্রুর উপর পড়িতে লাগিল। ৭ ম সর্গের ৫৭ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

§ এত শীঘ্র বাণ দেহ ভেদ করিয়া বহির্গত হইল যে তাহাতে রক্ত পর্য্যন্ত লাগিতে পারিল না। নবম সর্গের ৬১ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

|| কবন্ধ—প্রেতাশ্রিত মস্তক শূন্য দেহ।

দেব-শত্রু রক্ষঃসেনা যুঁঝি রাম সনে
কাতর হইয়া যেন বাণ-বরিষণে
গৃধ্র-পক্ষ-ছায়া-তলে করিল শয়ন, *
অনন্ত নিদ্রায় সবে মুদিল নয়ন। ৫০

একমাত্র শূর্পণখা রাখিল জীবন,
বহিল অশুভ বার্ত্তা রাবণ গোচরে—
"শ্রীরামের খর শরে তুমুল সমরে
খর আদি বীরগণ হইল নিধন।" ৫১

ভগিনীর অপমান বান্ধব-নিধন
শুনি, রোষে দশানন অনল সমান;
দশটী মস্তকে তার স্থাপিলা চরণ
রামচন্দ্র, রাবণের হ'ল হেন জ্ঞান †। ৫২

সীতাহরণ।

মৃগরূপে মারীচেরে করিয়া প্রেরণ
ছলিল লক্ষ্মণ রামে রক্ষঃকুলপতি;
শূন্য ঘরে জানকীরে হরিল দুর্ম্মতি,
জটায়ু রোধিল তারে দিয়া ক্ষণ রণ ‡। ৫৩

---

* গৃধ্র পক্ষছায়া—বৃষ্টিতে লোকেরা বৃক্ষতল কিম্বা গৃহের আশ্রয় গ্রহণ করে। রাক্ষসেরা বাণবৃষ্টিতে কাতর ও নিহত হইয়া যেন তাহাদের উপর পতিত শকুনি প্রভৃতির পক্ষতলে শয়ন করিল।

† রাবণের দশ মস্তকে রাম পদাঘাত করিলে যেরূপ অপমান হইত, তাহার সেইরূপ অপমান বোধ হইল।

‡ "জটায়ু নামেতে পক্ষী গরুড় নন্দন
দূর হতে শুনিল সে সীতার ক্রন্দন।
আকাশে উঠিয়া পক্ষী চারি দিকে চায়
দেখিল রাবণরাজা সীতা নিয়ে যায়।
দুই পাখা পসারিয়া আগুলিল বাট
রাবণেরে গালি দিয়া মারে পাখ সাট।
রাবণের মুকুট সে রত্নেতে নির্ম্মাণ
ঠোঁট দিয়া পক্ষী তাহা করে খান খান।
বত্রিশ হাজার বাণ রাবণ এড়িল
সর্ব্বাঙ্গ ফুটিয়া পক্ষী কাতর হইল।" কৃত্তিবাস

অন্বেষিয়া জানকীরে শ্রীরামলক্ষ্মণ
জটায়ুর মৃত্যু। ছিন্নপক্ষ জটায়ুরে দেখিলা কাননে—
কণ্ঠাগতপ্রাণ হ'য়ে সীতার কারণে
পিতৃসখ্য-ঋণ পক্ষী করিল মোচন *। ৫৪

অস্ত্রের প্রহারে ক্ষত শরীর তাহার
সীতার উদ্ধার চেষ্টা, করিল প্রচার ;
'রাবণ হরিল সীতা' কহি এ বচন
রাঘবেরে, পক্ষিরাজ ত্যজিল জীবন †। ৫৫

জটায়ুর আয়ুঃশেষে যেন পুনরায়
উথলিল পিতৃশোক দোহার অন্তরে ;
সাধিলা অনলক্রিয়া তনয়ের প্রায়,
পিণ্ডদান আদি কার্য্য সমাপিলা পরে ‡। ৫৬

কবন্ধেরে রামচন্দ্র করিলা নিধন,
সুগ্রীবের সহিত মিত্রতা। শাপে মুক্ত হয়ে রক্ষঃ করিল গমন ;
মিত্রতা স্থাপিলা রাম তাহার বচনে
সমদুঃখী বনবাসী সুগ্রীবের সনে §। ৫৭

---

* জটায়ু দশরথের মিত্র ছিলেন।

† তাহার শরীরে অস্ত্রক্ষত দেখিয়া রাম জানিলেন যে জটায়ু সীতা উদ্ধারের নিমিত্ত হরণকারীর সহিত যুদ্ধ করিয়াছিল।

"মৃতকল্প পক্ষিবর জটায়ু তখন
বলিতে বলিতে রামে এই বিবরণ,
মাংস সহ অবিরত শোণিত উদ্গার
করিতে লাগিল, শেষে "বিশ্রবা কুমার
কুবেরের ভ্রাতা" এই বলিতে বলিতে
কণ্ঠ রুদ্ধ হল, আর নারিল কহিতে।" রাঃ।

‡ রাম কহিলেন—"পিতা দশরথ সম এই মহাজন
মাননীয় পূজ্য, ইহা জানিবে, লক্ষ্মণ।
ত্বরায় আনিয়া কাষ্ঠ এর মৃতকায়
অগ্নিসাৎ কর, দেখে বুক ফেটে যায়।
হা তাত জটায়ু, যাজ্ঞিকের যেই গতি
সুপাত্রে পৃথিবী দান কারীর যে গতি
সেই গতি, তুমি দেব, লভ শীঘ্রগতি।" রাঃ।

§ কবন্ধ—দনু নামক দৈত্য, স্থূলশিরা নামক মুনির শাপে রাক্ষস-

কপীশ বালীরে রাম বধিলেন বাণে
চিরবাঞ্ছা সুগ্রীবের হইল পূরণ
লভিয়া বালীর রাজ্য, এক বাক্যস্থানে
তুল্য অর্থে অন্য বাক্য নিহিত যেমন *। ৫৮

বানরকর্তৃক সীতার অন্বেষণ।

সুগ্রীব-আদেশে এবে কপিসেনাগণ
জানকীর অন্বেষণে করিল গমন ;
পৃথিবী ভ্রমিল তারা অন্বেষি সীতায়
বিরহিত রাঘবের মনোরথ প্রায় †। ৫৯

সম্পাতির মুখে শুনি সীতার বারতা ‡
লঙ্ঘিল দক্ষিণ সিন্ধু পবননন্দন,

মূর্ত্তি ধারণ করে। পরে ইন্দ্রের বজ্রাঘাতে তাহার মস্তক দেহের মধ্যে প্রবিষ্ট হওয়াতে কবন্ধ রূপে পরিণত হয়। রাম তাহাকে বধ করায় সে শাপমুক্ত হইয়া এই পরামর্শ দিয়াছিল ;—

"হে রাম! সুগ্রীব নামে এক মহাবীর
বানর আছেন, ইহা জানি আমি স্থির।
ইন্দ্রের তনয় বালী জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা তাঁর
অতিশয় বলী তিনি জানে ত্রিসংসার।
সে বালী রাজ্যের তরে হয়ে ক্রোধযুত
সুগ্রীবেরে করেছিলা দূরে দূরীভূত।
এক্ষণে সুগ্রীব কপি পম্পার কূলেতে
ঋষ্যমূক পর্ব্বতের উপরি ভাগেতে
চারিটী কপির সনে করেছেন বাস,
সদা তাঁর মনে জাগে বালীর তরাস।
এক্ষণে তিনিই জানকীর অন্বেষণে
তোমার সহায় মিত্র হবেন যতনে। রাঃ।

* বালী ও সুগ্রীব রূপে গুণে সদৃশ থাকায় রামেরও ভ্রম জন্মিয়াছিল। বালী বধ সম্বন্ধে রাম বলিয়াছিলেন—

"বয়সে সাহসে বেশে একই সমান
মিত্র বধ ভয়ে নাহি এড়িলাম বাণ।" কৃত্তিবাস।

বালীর স্থানে সুগ্রীব রাজা হওয়াতে এক শব্দের পরিবর্ত্তে তুল্য অর্থে অন্য শব্দ প্রয়োগের মত সৌসাদৃশ্য হইল।

† রামের সীতা প্রাপ্তির আশা যেরূপ দ্রুত ও সর্ব্বসঞ্চারী, সীতান্বেষণে কপিরা সেইরূপ দ্রুতবেগে সর্ব্বত্র গমন করিল।

‡ সম্পাতি গরুড়ের পুত্র, জটায়ুর ভ্রাতা—

অনিত্য বিষয়ভোগে ত্যজিয়া মমতা
সংসার-সাগর তরে যথা যোগিজন *। ৭০

ভ্রমি একা হনুমান্ হেমলঙ্কাপুরে
নিরখিলা জানকীরে অশোক কাননে,
পরিবৃতা চারিদিকে রাক্ষসী নিকরে—
যেমতি ওষধি লতা বিষলতাগণে †। ৭১

অশোকবনে সীতা।

শ্রীরামের অঙ্গুরীয় অভিজ্ঞান তরে
প্রদানিলা হনুমান্ জানকীর করে ‡;
অঙ্গুরীদর্শন মাত্রে আগ্রহে অপার
বহিল আনন্দঅশ্রু নয়নে সীতার! ৭২

প্রাণেশসন্দেশে হনু তুষিয়া সীতারে §
সংহারিল অক্ষ নামে রক্ষেন্দ্র কুমারে ‖;

"সম্পাতি বলেন শুন যত কপিগণ
সীতারে লইয়া গেল পাপিষ্ঠ রাবণ।
যখন দক্ষিণ দিকে মাথা তুলি থাকি
অশোকের বনে দেখি সীতা চন্দ্রমুখী।
নানাবর্ণ রাক্ষসী সীতারে করে রক্ষা
শত যোজনের পথ সাগর পরীক্ষা।" কৃত্তিবাস।

* জীবনের আশা ত্যাগ করিয়া হনুমান্ সাগর লঙ্ঘনে প্রবৃত্ত হইল।

† উজ্জ্বল ওষধিলতার সহিত সীতার, ও বিষলতা সমূহের সহিত রাক্ষসীগণের উপমা।

‡ "তবে হনু কর হ'তে জানকী সুন্দরী
লইলা রামের কর-ভূষণ অঙ্গুরী;
সতৃষ্ণ নয়নে তাহা লাগিলা দেখিতে
বিলম্ব না হয় আর আঁখি পালটিতে।
যেইরূপ প্রীত হন রাম সমাগমে
সেইরূপ প্রীত হৈলা অঙ্গুরী দর্শনে।" রাঃ।

§ রামের সম্বাদ প্রদানে যথা—
"রামের আজ্ঞায়, এসেছি হেথায়, দূতরূপে তব কাছে,
শুন গো জানকি, শ্রীরাম ধানুকী, এক্ষণে কুশলে আছে।" রাঃ।

‖ "অক্ষ নামে রাজপুত্র করে বীরদাপ
বানর মারিতে তারে আজ্ঞা দিল বাপ।
অক্ষ আর ইন্দ্রজিত দুই সহোদর
সে ইন্দ্রজিতের তুল্য যুদ্ধে ধনুর্দ্ধর।" কৃত্তিবাস।

হনুমানের লঙ্কাদাহন। মেঘনাদ-হস্তে ক্ষণ সহিয়া বন্ধন *
দহিল কনক লঙ্কা পবননন্দন †। ৭৩

সীতার বারতা লয়ে পবনতনয়
সীতার অঙ্গুরী দর্শনে রাম। রামেরে আনিয়া দিল প্রেমচিহ্ন মণি ;
ভাবিলেন রাম যেন সীতার হৃদয়
মণি রূপে তাঁর কাছে আসিল আপনি ‡। ৭৪

হৃদয়ে ধরিয়া সেই অমূল্য রতনে
সুখের আবেশে রাম মুদিলা নয়ন,
মোহের ছলনে যেন পরশ বিহনে
ভুঞ্জিলেন প্রেয়সীর প্রেম-আলিঙ্গন §। ৭৫

---

* "দেখিলেন ইন্দ্রজিৎ হইয়া চিন্তিত
হনুমানে বধ করা সাধ্যের অতীত।
* * * * * *
ব্রহ্মাস্ত্রে হনুর কর চরণ তখন
নিবদ্ধ হইল, পড়ে পবন নন্দন।
মনে মনে ভাবে হনু—'ব্রহ্মার প্রভাবে
এ অস্ত্র হইতে মুক্তি মোর না সম্ভবে।
কাজেই বন্ধন দশা ক্ষণের কারণ
সহিতে হইবে মোর না হবে লঙ্ঘন'।" রাঃ।

† ইন্দ্রজিৎ কর্তৃক পাশবদ্ধ হইয়া রাবণের সমীপে আনীত হইলে হনুমান্ রাবণকে সীতাহরণ উপলক্ষে ভর্ৎসনা করে। রাবণের আদেশে শাস্তিস্বরূপ হনুমানের লেজে আগুন দেওয়া হয়। হনুমান্ নিজ বিক্রমে পাশ ছিন্ন করিয়া লেজের সেই অগ্নিতে লঙ্কা দগ্ধ করিয়াছিল। রামায়ণ।

‡ "হনুমান বলে শুন জনক নন্দিনী
না কর ক্রন্দন মাতা, সম্বর আপনি।
নিদর্শন দেহ কিছু যাইব ত্বরায়
মাসেকের মধ্যে ঠাট আনিব লঙ্কায়।
মাথা হ'তে সীতা খসাইয়া দেন মণি
মণি নিয়া তার ঠাঁই কহেন কাহিনী।" কৃত্তি।

§ "অনন্তর রাম, জানকী প্রদত্ত, সে মণি গ্রহণ করি ;
হৃদয়ে স্থাপিয়া, কাঁদিতে লাগিলা, অন্তরে তাঁহারে স্মরি।

প্রিয়ার বারতা পেয়ে উৎসুক অন্তরে
মিলন-আশায় মজি, বৈদেহী-রমণ
লঙ্কার দিগন্তব্যাপী ভীষণ সাগরে
সামান্য পরিখা প্রায় করিলা গণন * ; ৬৬

শত্রু বধিবারে যাত্রা করিলা সত্বরে,
কোটি কোটি কপিসেনা করিল গমন ;
ভূতলে না পেয়ে স্থান চলিবার তরে
গগন ব্যাপিয়া লম্ফে চলে কপিগণ †। ৬৭

উতরিলা রঘুনাথ নীরনিধি-তীরে,
মিলিল আসিয়া হেথা রক্ষঃবিভীষণ ;
রক্ষঃকুল-রাজলক্ষ্মী রক্ষিতে তাহারে
পাঠাইলা স্নেহে যেন রামের সদন ‡। ৬৮

বিভীষণের মিলন।

প্রতিজ্ঞা করিলা রাম, মিত্র বিভীষণে
দিবেন লঙ্কার রাজ্য বধিয়া রাবণে ;

সজল নয়নে, কহিলেন সেই, মণি করি নিরীক্ষণ ;—
* * * * * *
'বিদেহ ঈশ্বর, রাজর্ষি জনক, আমার বিবাহ কালে
এই মণি রত্ন, জানকীরে দিলা, খ্যাত ইহা ভূমণ্ডলে।
আজি এই মণি, নিরীক্ষণ করি, পিতা, শ্বশুরেরে মনে
পড়িতেছে মোর, বারম্বার, সখে, কহিতা তব সদনে।
প্রেয়সী জানকী, এ মণি মস্তকে, পরিতেন অবিরত,
হেন ভাবি আজ, সাক্ষাৎ সম্বন্ধে, তিনি হেথা সমাগত'।" রাঃ।

* সমুদ্রকে সহজে লঙ্ঘনীয় মনে করিলেন।

† "উঠিল বানর ঠাঠ, নাহি দিশপাশ,
কটক যুড়িয়া যায় মেদিনী আকাশ ;
কিলি কিলি শব্দ ক'রে কপিগণ চলে,
উতরিল গিয়া সবে সাগরের কূলে।" কৃত্তিবাস।

‡ রামকে সীতা অর্পণ করার জন্য অনুরোধ করাতে রাবণ বিভীষণকে অপমানিত করে। বিভীষণ রামের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল। সীতাহরণে রাক্ষসকুল ধ্বংস হইবে। তাই যেন রক্ষোলক্ষ্মী ধার্ম্মিক বিভীষণের রক্ষার জন্য তাহাকে রামের সকাশে পাঠাইয়াছিলেন।

রোপিলে নীতির লতা উচিত সময়,
জনমে অভীষ্ট ফল, নাহিক সংশয় *। ৬৯

লবণ-অম্বুধি জলে রঘুকুলপতি
সেতুবন্ধন। বাঁধিলা বিশাল সেতু লয়ে কপিদল—
বিষ্ণুর শয়নহেতু ফণীন্দ্র যেমতি
সহসা উঠিল ভাসি ত্যজি রসাতল †। ৭০

সেতুপথে রঘুনাথ লঙ্ঘি পারাবার
ঘেরিলা কনক লঙ্কা কপিসেনাগণে—
স্বর্ণবর্ণ কপিগণ নিবিড় বেষ্টনে
বিরাজিল যেন নব প্রাচীর সোণার ‡। ৭১

লঙ্কায় যুদ্ধারম্ভ। আরম্ভিল দুইদলে ভীষণ সমর,
ভয়ঙ্কর রক্ষঃসনে যুঝিছে বানর,
"জয় রাম রঘুপতি" "জয় লঙ্কেশ্বর"
পূরিল এ জয়নাদে দিক দিগন্তর। ৭২

ভাঙ্গিল পরিঘচয় বৃক্ষের প্রহারে,
শিলাঘাতে বিচূর্ণিত লোহার মুদ্গার ;
ব্যর্থ রাক্ষসের অস্ত্র কপিনখধারে,
শৈলপাতে বিদলিত মাতঙ্গ নিকর §। ৭৩

---

* শরণাগত ব্যক্তিকে আশ্রয় দান করা ধর্ম্মনীতি। রাম কহিলেন—
"শত্রু যদি আসি প্রার্থয়ে শরণ
ধার্ম্মিক যে বীর করেন অর্পণ।" রাঃ।
রাম বিভীষণের সহিত মিত্রতা করিয়া তাহার মন্ত্রণাবলে রাবণের গৃহছিদ্র ও বধের উপায় জানিয়াছিলেন। ইহা যথা সময়ে অবলম্বিত রাজনীতির ফল।

† সমুদ্রোপরি ভাসমান সুদীর্ঘ সেতু—অনন্ত নাগের ন্যায় প্রতীয়মান হইল। অনন্ত সাধারণতঃ পাতালে বাস করেন। ও তদুপরি বিষ্ণু শয়ন করিয়া থাকেন।

‡ লঙ্কা সোণার প্রাচীর বেষ্টিত, পীতবর্ণ বানরসেনা তাহা বেষ্টন করিয়া দ্বিতীয় স্বর্ণপ্রাচীর স্বরূপ শোভা পাইল।

§ রাক্ষসের অস্ত্র—পরিঘ, মুদ্গর, ধাতুনির্ম্মিত অস্ত্র। বানরের প্রহরণ—বৃক্ষ, প্রস্তর ও নখ। রাক্ষসসেনার হস্তী সমূহ বানরের নিক্ষিপ্ত পর্ব্বতশৃঙ্গের আঘাতে বিনষ্ট হইল।

ছিন্নমুণ্ড রাঘবের করি দরশন *
মায়ামুণ্ডদর্শন। ভূতলে পড়িলা সীতা হ'য়ে অচেতন ;
ত্রিজটা বুঝায়ে সেই মায়ার ঘটনা
বৈদেহীর দেহে পুন আনিল চেতনা †। ৭৪

জানকী ত্যজিলা শোক, জানিলা যখন
কুশলে শিবিরে প্রভু আছেন জীবিত ;
কিন্তু পূর্ব্বে মৃত্যুবার্ত্তা করিয়া শ্রবণ
রয়েছিল নিজপ্রাণ, ভাবিয়া লজ্জিত ‡। ৭৫

নাগপাশে মেঘনাদ শ্রীরাম লক্ষ্মণে
নাগপাশ-বন্ধন। বাঁধিল তুমুল রণে ; ছুটিল বন্ধন
নাগকুল-চির-অরি গরুড় দর্শনে—
গণিলা সে ক্লেশ দোঁহে নিশার স্বপন §। ৭৬

---

* বিদ্যুজ্জিহ্ব নামক রাক্ষস কর্ত্তৃক রামের মায়ামুণ্ড নির্ম্মাণ করাইয়া রাবণ সীতাকে ছলিবার চেষ্টা করিয়াছিল।—
"বিদ্যুজ্জিহ্ব তবে, রামের মস্তক সীতার সম্মুখে ফেলি
ত্বরা তথা হ'তে, কৈল অন্তর্ধান, কোন কথা নাহি বলি।
রাবণ তখন, দীপ্ত শরাসন, ফেলিয়া সীতার পাশে
"এই শরাসন, রামের তোমার" বলিল কঠোর ভাষে।
আরো কহিলেক,—"প্রহস্তবীরেশ, স্বামীরে তোমার মারি
এই শরাসন, কৈল আনয়ন, নিরখ মনে বিচারি।"
এই কথা বলি, কহিল আবার "দেখ, সীতে, তুমি মম
এবে পত্নী হও, চিরকাল রও, সুখ লভি অনুপম।" রাঃ।
কৃত্তিবাস বলেন—
"কাতর হইয়া সীতা করেন রোদন,
বিমুখ হইয়া হাসে দুষ্ট দশানন।
করিলে পরের মন্দ অবশ্য প্রমাদ
রাম জয় বলিয়া পড়িল সিংহনাদ।
বানরের সিংহনাদে কাঁপে লঙ্কাপুরী
মুণ্ড লয়ে পলাইল লঙ্কা-অধিকারী।" কৃত্তিবাস।

† বাল্মীকির মতে সরমা মায়ার ঘটনা প্রকাশ করিয়া সীতার সান্ত্বনা করিয়াছিল।

‡ রাবণের মুখে রামের মৃত্যুর উল্লেখ শুনিবামাত্র সীতার প্রাণত্যাগ হওয়া উচিত ছিল। তাহা হয় নাই ভাবিয়া সীতা লজ্জিত হইলেন।

§ বন্ধনক্লেশ স্বপ্নের মতন বোধ হইল। গরুড় রাম লক্ষ্মণকে মুক্ত করিয়া বলিলেন—

শক্তিশেল প্রহার।

লক্ষ্মণের বক্ষদেশ রক্ষঃকুলমণি
বিদারিল শক্তিশেল করিয়া প্রহার ;
যদিও শ্রীরামচন্দ্র অক্ষত আপনি
শোকশল্য বিদারিল হৃদয় তাঁহার। ৭৭

আনি সঞ্জীবনী লতা অঞ্জনানন্দন
বাঁচাইল সৌমিত্রিরে ; সম্বরি বেদনা *
শরজালে রক্ষোদলে বধিলা লক্ষ্মণ,
কাঁদিল লঙ্কার মাঝে রাক্ষস-অঙ্গনা। ৭৮

মেঘনাদবধ।

মেঘনাদে বধি, তার গর্জ্জন ভীষণ
ইন্দ্রধনু সম আর ভীম শরাসন,
খণ্ডিলা সৌমিত্রি শূর, শরত যেমন
নাশে ইন্দ্রধনু সহ মেঘের গর্জ্জন †। ৭৯

কুম্ভকর্ণবধ।

রক্তে রাঙ্গা কুম্ভকর্ণ, শূর্পণখা প্রায়,
নাসা কর্ণ ছিন্ন তার সুগ্রীব-প্রহারে ‡ ;

"ইন্দ্রজিত মায়াবলে তোমা দুই জনে
বাঁধিয়াছে এ দারুণ শরের বন্ধনে।
তীক্ষ্নদন্ত মহাবিষ এ সকল নাগ
এ সবারে ইন্দ্রজিত করে অনুরাগ।
ইহারা আশ্রিত তার, তাহারি মায়ায়
শররূপ ধরিয়াছে, শুন রঘুরায়।" রাঃ।

* সুষেণের পরামর্শ মতে হনুমান ওষধি আনয়ন করে।
বিশল্যকরণী আর সাবণ্যকরণী
সঞ্জীবনী আর এক নামেতে সন্ধানী।
এ চারি ওষধি আছে দক্ষিণ শিখরে
আন তাহা লক্ষ্মণের আরোগ্যের তরে। রাঃ।

† লক্ষ্মণ কর্ত্তৃক মেঘনাদ হত হওয়াতে তাহার মেঘবৎ গর্জ্জন ও ইন্দ্রধনু সদৃশ ধনু নিরাকৃত হইল। বর্ষার অবসানে শরৎ-ঋতু কর্ত্তৃক মেঘ বিনষ্ট হইলে, মেঘের গর্জ্জন ও ইন্দ্রধনু লুপ্ত হয়। লক্ষ্মণের সহিত শরৎকালের তুলনা। বাল্মীকির মতে লক্ষ্মণ সম্মুখ দ্বন্দ্বযুদ্ধে মেঘনাদকে বধ করেন। কবিবর মধুসূদন দত্তের মেঘনাদবধ কাব্যের লক্ষ্মণচরিত্র তাঁহার স্বকপোল কল্পিত, রামায়ণের অনুরূপ নহে।

‡ "এইরূপ স্থির করি সুগ্রীব তখন
নখে কুম্ভকর্ণ-কর্ণ করিয়া ছেদন

রোধিল রামেরে রক্ষঃ ভয়ঙ্কর-কায়
ভগ্নশিল আরক্তিম পর্ব্বত আকারে * ! ৮০

"শয়নে সতত রুচি, অকালে তোমায়
জাগাইল বৃথা আজি রাজা দশানন"—†
কুম্ভকর্ণে করি যেন হেন সম্ভাষণ
প্রেরিল রামের বাণ অনন্ত নিদ্রায় ! ৮১

অপর রাক্ষস বহু সমরপ্রয়াসী
কোটি কোটি কপি মাঝে হইল পতন,
রণভূমি সমুত্থিত ঘন রেণুরাশি
রাক্ষস-শোণিত-স্রোতে ডুবিল যেমন ‡ । ৮২

রাবণের যুদ্ধযাত্রা ।

মন্দির হইতে পুন যুঝিবার তরে
বাহিরিল রক্ষোনাথ, সমরে অটল ;
প্রতিজ্ঞা করিল রাজা "আজি এ সমরে
অ-রাম বা অ-রাবণ হবে ধরাতল" । ৮৩

ভূমিতলে রঘুনাথ, রথে লঙ্কেশ্বর
দেখিয়া চিন্তিত অতি দেব পুরন্দর ;
কপিল তুরগ যোগে, সুচারু স্যন্দন
সত্বরে রামের তরে করিলা প্রেরণ § ৮৪

সুতীক্ষ্ণ দশনে নাসা করিয়া কর্ত্তন
পদাঘাতে পার্শ্বদ্বয় কৈল বিদারণ ।
তবে কুম্ভকর্ণ কর্ণ নাসা কুক্ষি দিয়া
পড়ে রক্ত শতধারে শরীর রঞ্জিয়া ।" রাঃ ।

* ভগ্ন-শিল—পর্ব্বতের সিন্দূরগৈরিকময় শৃঙ্গ ভগ্ন হইলে রক্ত-বর্ণ দেখা যায় ।

† ব্রহ্মার বাক্যে কুম্ভকর্ণ ছয় মাস নিদ্রিত থাকিয়া একদিন মাত্র আহারের জন্য জাগরিত হইত ।

‡ রাক্ষসের শোণিত প্রবাহে যেরূপ ধূলিরাশি নিমগ্ন হইতে লাগিল, অসংখ্য বানর সেনার মধ্যে সেরূপ রাক্ষসগণ হত ও পতিত হইল ।

§ "সেই সব অশ্বগণ হরিত বরণ,
তাদের শরীরে শোভে স্বর্ণ আভরণ ।

আকাশে আসিছে রথ ; ধ্বজের বসন
উড়িছে স্বরগ-গঙ্গা-তরঙ্গ-পবনে * ;
ধরি মাতলির হস্ত মৈথিলী-রমণ
আরোহিলা দিব্য রথ হরষিত মনে। ৮৫

আবরিলা রাঘবেন্দ্রে বাসব-সারথি
ইন্দ্রের কবচজালে, রতনে খচিত—
লাগি যাহে অসুরাস্ত্র হইল কুণ্ঠিত
কোমল কমলদল পাষাণে যেমতি †। ৮৬

রাম-রাবণের যুদ্ধ।

এত দিনে রাম আর রাবণের রণ
সার্থক হইল, দোঁহে হেরে পরস্পরে ;
প্রকাশিতে দুই বীর বিক্রম আপন
পাইলেন অবসর সম্মুখ সমরে। ৮৭

নিহত বান্ধব দল, একাকী রাবণ
আসিল সমরে, সঙ্গে নাহি কোন জন ;
তথাপি বহুল বাহু মস্তক চরণে
বিরাজিল পরিবৃত যেন রক্ষোগণে ‡! ৮৮

জিনিল যে রক্ষোরাজ লোকপালদলে,
পূজিল বৃষভধ্বজে শির-উপহারে,

বিশদ চামরচয় কিবা শোভা পায়
বহুমূল্য মুক্তামালা দুলিছে গলায়।
মাতলি সে রথে চড়ি স্বর্গ হ'তে নামি
কশাহস্তে রামপাশে গেলা দ্রুতগামী।" রাঃ।

* আকাশ হইতে অবতরণ সময়ে মন্দাকিনীর তরঙ্গাঘাত-শীতল পবনে রথের পতাকা উড়িতেছিল।

† পাষাণ সদৃশ ইন্দ্রের কবচে ঠেকিয়া অসুরের অস্ত্র সমূহ পুষ্পবৎ কুণ্ঠিত হইয়াছিল। মাতলি বলিল—
শুন শুন, বীরবর, ইন্দ্র দেবরাজ
তব তরে এই রথ পাঠাইলা আজ,
এ প্রকাণ্ড ইন্দ্রধনু কবচ উজ্জ্বল
তপন সঙ্কাশ শর, শক্তি নিরমল।" রাঃ।

‡ রাবণ এখন একা হইলেও দশমস্তক ও কুড়ি হস্ত ও অসীমশক্তির প্রভাবে বহুসেনাপরিবৃত বোধ হইল।

তুলিল কৈলাসগিরি নিজ ভুজবলে—
আহ্বানিলা রামচন্দ্র সম্ভ্রমে তাহারে * । ৮৯

অচিরে জানকী সহ হইবে মিলন
কাঁপিল প্রকাশি যেন এ শুভ লক্ষণ
রামের দক্ষিণ বাহু ; রক্ষঃকুলেশ্বর †
সে বাহু বিন্ধিল শরে সরোষ অন্তর । ৯০

ভেদি রাবণের হৃদি রাঘবের শর
প্রবেশিল রসাতলে বেগে দ্রুততর ;
নাগলোকে গেল যেন করিতে প্রচার
রাবণের পরাভব শুভ সমাচার ‡ । ৯১

অস্ত্রে অস্ত্র দুই বীর করে নিবারণ ;
পরস্পরে জিনিবারে উৎসুক অন্তর ;
ক্রমে উত্তেজিত চিত্তে তার্কিক দুজন
যুঝে যথা, বাক্যোত্তরে করি প্রত্যুত্তর । ৯২

যুঝিছেন তুল্যবলে দুই মহাবল,
তটস্থা বিজয়লক্ষ্মী উভয়ের মাঝে ;—
সমবলে যুঝে যবে মাতঙ্গ যুগল
মধ্যবর্ত্তী বেদি যথা অক্ষুণ্ণা বিরাজে § । ৯৩

একের উপরে অন্য প্রহারিয়া শর,
করে দোঁহে পরস্পর শর বরিষণ ;

---

* যে রাবণ ইন্দ্রাদি লোকপালকে জয় করে, নিজের মুণ্ড ছেদনে শিবের পূজা করে, ও স্বীয় বাহুবলে কৈলাসপর্ব্বত উত্তোলিত করিয়াছিল, রাম তাহাকে সম্মানের সহিত যুদ্ধে আহ্বান করিলেন। চতুর্থ সর্গের ৮০ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

† দক্ষিণ বাহুর স্পন্দন পুরুষের পক্ষে শুভসূচক।

‡ নাগলোক জয় করিয়া রাবণ নাগকন্যা হরণ করিয়াছিল। তাহারাও রাবণের পরাভবে সুখী।

§ মধ্যে বেদি রাখিয়া তাহা জয় করিবার জন্য দুই সমবল হস্তী যেন যুদ্ধ করিতেছে। উক্ত বেদির সহিত জয়লক্ষ্মীর সাদৃশ্য।

হরষে করিল সুর অসুর নিকর
রাম রাবণের তরে কুসুম বর্ষণ * ;
কিন্তু ঘন শরজালে আচ্ছন্ন অম্বর,
তাই পুষ্প না পড়িল দোহার উপর †। ২৪

নিক্ষেপিল রক্ষোনাথ রামের উপর
লোহের কন্টকাকীর্ণ শতঘ্নী শকতি,
যম হ'তে অপহৃত অতি ভয়ঙ্কর
কূটশাল্মলির দণ্ড সদৃশ মুরতি। ২৫

না আসিতে সেই শক্তি রথের উপর
অর্দ্ধচন্দ্র বাণে তাহা কৌশল্যানন্দন
কদলীপাদপ প্রায় কাটিয়া সত্বর,
রাক্ষসের জয়-আশা করিলা ছেদন ‡। ২৬

অনুপম ধনুর্দ্ধর রঘুকুলেশ্বর
যুড়িলেন ব্রহ্মঅস্ত্র তেজের আকর,
(প্রেয়সীর শোক-শল্য উদ্ধার কারণ
অব্যর্থ ঔষধি প্রায়) বধিতে রাবণ §। ২৭

সে জ্বলন্ত ব্রহ্মঅস্ত্র উঠিল গগনে,
রাবণবধ। শতধা অনলরাশি উগরি বদনে,
প্রসারি সহস্র ফণা বাসুকি যেমতি
উঠিল আকাশ মার্গে ভীষণ মুরতি! ২৮

মন্ত্রপূত সেই অস্ত্রে রাঘবেন্দ্র বীর
কাটিয়া পাড়িলা ভূমে রাবণের শির—

---

* "অসুরেরা কহে—হো'ক রাবণের জয়,
শ্রীরামের জয় হো'ক কহে দেবচয়।" রাঃ।

† রাম ও রাবণের প্রহৃত শর রাশিতে আকাশ নিবিড় আচ্ছন্ন হওয়াতে, দেবাসুর কর্ত্তৃক নিক্ষিপ্ত পুষ্পবৃষ্টি রাম ও রাবণের শিরে পড়িল না।

‡ শতঘ্নী শক্তি ব্যর্থ হওয়াতে রাক্ষসেরা জয়ের আশা ত্যাগ করিল।

§ এই অস্ত্রে রাবণ বধ হওয়াতে, রামের সীতাবিয়োগ শোক অপনীত হইয়াছিল।

নিমেষার্দ্ধে দশমুণ্ড হইল ছেদন,
তাই না পাইল রক্ষঃ ছেদন-বেদন *। ৯৯

শোভে যথা ঊর্ম্মিময় সাগরের নীরে
শতখণ্ডে ভানুবিম্ব আরক্তবরণ,
রাবণের শিরঃপুঞ্জ রঞ্জিত রুধিরে
রণভূমে পড়ি এবে শোভিল তেমন। ১০০

রাবণের দশমুণ্ড পতিত ভূতলে
দেখিয়াও দেবগণ না করে প্রত্যয়—
পাছে মুণ্ড উঠে পুন রক্ষোমায়াবলে,
ভাবিয়া দেবের মনে জাগিল সংশয়। ১০১

সুরভি কুসুমরাশি আকাশে অমর
বরষিলা রাবণারি রাঘবের শিরে
(রাজার মুকুট যাহে শোভিবে অচিরে) †
গজমদ-আর্দ্রপক্ষ ভ্রমর নিকর
মদমত্ত দিগ্‌গজের ত্যজি গণ্ডস্থল,
সে পুষ্পরাশির সহ ধায় অবিরল ‡। ১০২

সমাপিয়া দেবকার্য্য রাঘবেন্দ্র বলী
ভীষণ ধনুর গুণ করিলা মোচন §;
রামেরে সম্ভাষি স্বর্গে চলিল মাতলি
চালায়ে সহস্র অশ্বে ইন্দ্রের স্যন্দন,—
লঙ্কেশের নামাঙ্কিত বাণে ভয়ঙ্কর
সে রথের ধ্বজদণ্ড হয়েছে জর্জ্জর। ১০৩

---

* এত শীঘ্র মুণ্ডচ্ছেদ হইল যে রাবণকে ছেদন যন্ত্রণা অনুভব করিতে হইল না।

† রাবণবধের পরে অযোধ্যায় গমনানন্তর রামের রাজ্যাভিষেক হইয়াছিল।

‡ আকাশচারী দিগ্‌হস্তিগণের মদস্পর্শে ভ্রমর সমূহের পাখা আর্দ্র হওয়াতে বেগে উড়িতে অক্ষম, তথাপি তাহারা দেববৃষ্ট কুসুম-রাশির সৌরভে মুগ্ধ হইয়া তৎসহ ধাবিত হইল

§ "পরিহরি ইন্দ্রদত্ত বর্ম্ম শরাসন
করিলেন রামচন্দ্র রোষ বিসর্জ্জন।" রাঃ।

গ্রহিলেন জানকীরে কৌশল্যানন্দন
পরীক্ষিয়া হুতাশনে ; মিত্র বিভীষণে
বসাইলা রাবণের রাজসিংহাসনে ;
বিজিত পুষ্পক রথে করি আরোহণ
চলিলা অযোধ্যাপুরে, সুগ্রীব লক্ষ্মণ
চলিলা রামের সাথে সহ বিভীষণ। ১০৪

মহাকবি কালিদাসকৃত রঘুবংশের বঙ্গানুবাদে রাবণবধ নামক দ্বাদশ সর্গ।

রঘুবংশ।

ত্রয়োদশ সর্গ।

রামের অযোধ্যাপ্রত্যাগমন।

পুষ্পরথে বিষ্ণুরূপী রাম রঘুবর
উঠিলা আকাশ পথে মনোরথ-গতি ;
অধোদেশে নিরখিয়া অতল সাগর
কহিলা বিরলে প্রভু জানকীর প্রতি। ১

"হের, প্রিয়ে, সেতু মম মলয় শিখরী *
স্পর্শি দূরে, বিভাগিল ফেনিল সাগর
শোভে যথা ছায়াপথ দ্বিখণ্ডিত করি
তারকামণ্ডিত চারু শারদ অম্বর †! ২

সমুদ্র-বর্ণন। "কপিল যজ্ঞের অশ্ব লইল পাতালে—
এ ভাবিয়া সগরের অসংখ্য কুমার

---

* লঙ্কার উত্তর সীমা হইতে ভারতবর্ষের মালাবার উপকূলে মলয় পর্ব্বত পর্য্যন্ত এই সেতু বিস্তৃত।

† ফেনিল ইত্যাদি ;—

শরৎকালের নক্ষত্ররাজিশোভিত আকাশে ছায়াপথের ন্যায় সেতু শ্বেতফেনাবিশিষ্ট সমুদ্রবক্ষে শোভা পাইতেছে।

Mr. Griffith thus renders this *sloka*:—

"Look, Sita, look! Away to Malaya's side
My causeway parts the ocean's foamy tide.
Thus hast thou seen, on some fair autumn night,
When heaven is loveliest with its starry light,
From north to south a cloudy pathway spread,
Parting the deep, dark firmament o'er head."

অশ্ব অন্বেষণে ধরা খনে পুরাকালে,
হ'ল তাহে সাগরের অসীম বিস্তার *। ৩

সূর্য্যরশ্মি গর্ভবতী এ সিন্ধুর জলে, †
পোষেন রতনজাল এই রত্নাকর, ‡
ধরেন হৃদয় মাঝে বাড়ব অনলে §;
প্রসূত ইহাঁর জলে চারু শশধর ||। ৪

"শান্ত ক্ষুব্ধ তরঙ্গিত অসীম সাগর
বিরাজিছে মহিমায় ব্যাপি দিগন্তর,

"এক দিন সগর ভাবিয়া মনে মনে
অশ্বমেধ যজ্ঞ করে অযোধ্যা ভুবনে।
যজ্ঞাশ্ব রাখিতে যায় সগর-নন্দন
শুনিয়া হইল ইন্দ্র বড় ভীত মন।
দ্বিপ্রহর দিবসেতে করি নিশা প্রায়
ঘোড়া চুরি করি ইন্দ্র পাতালে পলায়।
তপস্যা করেন মুনি কপিল যেখানে
ঘোড়া লয়ে রাখিল তাঁহার বিদ্যমানে।
অশ্ব না পাইয়া তারা পৃথিবী মণ্ডলে
মেদিনী খনিয়া সবে চলিল পাতালে।" কৃত্তিবাস।

কপিলের কোপে সগরের ৬০ সহস্র পুত্র ভস্মীভূত হয়। তাহাদের বংশোদ্ভব ভগীরথ গঙ্গাকে আনয়ন করিয়া তাহাদের মুক্তি সাধন করেন।

"Deep is that sea, but deeper still, they say,
Our glorious fathers dug their eager way,
Following fast where Kapil dared to lead
Away to Hell, their charge, the hallowed steed."—*Griffith.*

† সূর্য্যরশ্মি বাষ্পাকারে সমুদ্রজল গ্রহণ করে। ১০ সর্গের ৫৮ শ্লোকের টীকা দ্রষ্টব্য।

"From the deep sea the Sun-god draws the rain
To pour it down in boundless wealth again."—*G.*

‡ মুক্তা প্রবালাদি রত্ন সমুদ্রে উৎপন্ন হয়।

§ বাড়বাগ্নি সমুদ্রের অপকারী। তথাপি শরণাগত বলিয়া সমুদ্র সেই অগ্নিকে আশ্রয় দিয়াছেন।

|| ১ ম সর্গের ১২ শ্লোক দ্রষ্টব্যঃ।

"ততঃ শতসহস্রাংশুর্মথ্যমানাত্তু সাগরাৎ
প্রসন্নাত্মা সমুৎপন্নঃ সোমঃ শীতাংশুরুজ্জ্বলঃ।" মঃ ভাঃ।

সত্ত্বরজঃতম গুণে কেশব যেমতি,
নিরূপে স্বরূপ তাঁর কাহার শকতি * ? ৫

" নাশি বিশ্ব যোগ-নিদ্রাবশে হৃষীকেশ
যুগান্তে এ সিন্ধুজলে করেন শয়ন, †
নাভিপদ্মে পদ্মযোনি করি উপবেশ
করেন তাঁহার স্তুতি সৃষ্টির কারণ। ৬

" গিরিকুল-পক্ষ ইন্দ্র কাটিলা যখন
কত গিরি এ সাগরে লইল আশ্রয়,
যথা শত্রু-উপদ্রুত নৃপতি নিচয়
রাজচক্রবর্ত্তি-পদে লভে হে শরণ ‡। ৭

---

* শান্ত, ক্ষুব্ধ, তরঙ্গিত—সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের পরিচায়ক।

" When from sky to sky his billows roll,
Boundless as Vishnu—who pervades the whole. "—*G.*

" Thou glorious mirror, where the Almighty's form
Glasses itself in tempests ; in all time
Calm or convulsed, in breeze or gale or storm
Dark heaving, boundless, endless and sublime
—The image of Eternity ! " Byron's Childe Harold.

† যুগান্তে বিশ্ব প্রলয় জলে মগ্ন। বিষ্ণুর স্বরূপ সেই অসীম জলে বিরাজমান। তথা হইতে ব্রহ্মা পুনর্ব্বার জগৎ সৃষ্টি করেন।
"স পদ্মে পদ্মনাভস্য নাভিমধ্যাৎ সমুত্থিতে
রোচয়ামাস বসতিং শুভ্রং ব্রহ্মা চতুর্ম্মুখঃ।" হরিবংশ।

‡ মৈনাক পর্ব্বত সমুদ্রে উত্থিত হইয়া হনুমানকে আত্মপরিচয় দিয়াছিল—
" সৃষ্টিনাশ হ'ত যথা পড়িত ভূধর
তেঁই বজ্রে পাখা কাটে দেব পুরন্দর।
পক্ষহীন হইল পর্ব্বত সব তায় ;
কাটিতে আমার পাখা বেগে ইন্দ্র ধায় ;
প্রাণভয়ে আমি ত পলাই অতি দূর,
করিলেন মোরে কৃপা পবন ঠাকুর।
বায়ু উনপঞ্চাশ বহেন মহা ঝড়ে,
বেগে উড়াইয়া মোরে সাগরেতে পাড়ে।" কৃত্তিবাস।
ইন্দ্রকর্ত্তৃক পর্ব্বতের পক্ষচ্ছেদ ব্যাপার অমূলক নহে, প্রলয় কালীন ঝটিকায় অনেক পর্ব্বতের শৃঙ্গপাত হইয়া সমুদ্র ও নদীগর্ভে পতিত হয়। আধুনিক ভূগোলতত্ত্বে তাহার পরিচয় পাওয়া যায়।

"রসাতল হ'তে বিষ্ণু সৃজনপ্রয়াসে
উদ্বহিলা নববধূ-ধরারে যখন,
এ স্বচ্ছ সাগর জল প্রলয়-উচ্ছ্বাসে
হ'য়েছিল ক্ষণ তাঁর মুখাবগুণ্ঠন *। ৮

"অপূর্ব্ব প্রেমের খেলা খেলেন সাগর—
শতমুখে নদীকুল চুম্বিছে তাঁহারে,
প্রদানি তাদের মুখে তরঙ্গ-অধর
চতুর সরিত-পতি তোষেন সবারে। ৯

"ভীমকায় তিমি মৎস্য জল যন্ত্রাকারে
নদীমুখে মেলি মুখ করিছে গ্রহণ
মৎস্য সহ জলরাশি, মুদিয়া বদন
শির-রন্ধ্রে ঊর্দ্ধে জল ফেলিছে ফুৎকারে †! ১০

"উঠিছে কুমীরকুল যেন মত্তকরী
দ্বিভাগিয়া ফেনরাশি, সলিল উপরি ;
ক্ষণতরে শ্বেত ফেনা লাগিয়া কপোলে
ধবল চামর প্রায় কর্ণ-মূলে দোলে ‡। ১১

---

* প্রলয়-জলে মগ্না পৃথিবীর জলগর্ভ হইতে উন্মজ্জন অতি সুন্দর রূপে চিত্রিত হইয়াছে। উদ্বাহ শব্দের অর্থ উদ্ধার ও বিবাহ। বরাহ-অবতারে বিষ্ণু পৃথিবীকে রসাতল হইতে উদ্ধার করিয়াছিলেন। তৎপরে মনুষ্যাদির নূতন সৃষ্টি হয়। তখন পৃথিবী নববধূরূপিনী। উন্মজ্জনসময়ে উপরিস্থ জলরাশি ক্ষণকালের জন্য তাঁহার মুখের ঘোম্‌টাস্বরূপ হইয়াছিল।

† তিমি মৎস্য সকল মুখ জল-পূর্ণ করিয়া মস্তকের রন্ধ্রে সেই জল ফোয়ারার মত উৎক্ষিপ্ত করিতেছে।

"Look, Sita, look! those monsters of the deep
Close by the river's mouth their station keep.
Soon as the waves have reached them, they have quaffed
Water and fish together at a draught.
Now see, they shut their mouths, while gushig out
From openings in their heads, high fountains spout."—*G.*

‡ কুমীরের মস্তকের দুই পাশে শ্বেত ফেনরাশি লাগিয়াছে। তাহা শ্বেত চামরের মত দেখাইতেছে। পূর্ব্বকালে শ্বেত চামরাদি দ্বারা হস্তীর মস্তক সজ্জিত হওয়া প্রকাশ।

"তরঙ্গের রেখা প্রায় ভুজঙ্গনিকর
বিচরিছে তীরদেশে বায়ুপানআশে,
সর্প বলি চেনা যায় মণির প্রকাশে
ঝলে যবে রবি-কর ফণার উপর *। ১২

"তব রক্তাধরনিভ প্রবাল উপরে
পড়িছে তরঙ্গাঘাতে শ্বেত শঙ্খকুল,
প্রবাল-কন্টক মুখে ফুটিয়া আকুল;
ক্লেশে মুক্ত হ'য়ে শঙ্খ পলাইছে ধীরে †। ১৩

"নভ হ'তে গিরি সম ওই মেঘবর
লম্বমান সিন্ধু বক্ষে জলপান তরে,
ঘুরিছে আবর্ত্তবেগে; ধরিয়া মন্দরে
পুন যেন দেবাসুরে মথিছে সাগর ‡! ১৪

"শোভিছে লবণসিন্ধু শ্যামকলেবর
লৌহচক্র প্রায়, দেখ, ব্যাপি দিগন্তর §;
সুদূর গগনপ্রান্তে সূক্ষ্ম নীলিমায়
শোভে তীর-বনরাজি পরিধির প্রায় ‖। ১৫

---

* সর্প সকল সাদৃশ্যে তীরাহত তরঙ্গ রেখা প্রায়। সূর্য্যকিরণ ঐ সর্পের মণিতে পড়িয়া ঝকমক করিলে উহাদিগকে সর্প বলিয়া চিনিতে পারা যায়।

† সমুদ্রতীরে রক্তপ্রবালরাশির উপর জীবিত শঙ্খ পড়িয়া অতি কষ্টে অপসৃত হইতেছে। রক্তপ্রবালের সহিত সীতার আরক্ত ওষ্ঠের সাদৃশ্য।

‡ স্তম্ভাকার মেঘ সমুদ্রের ঘুর্ণিজলে আকৃষ্ট হইয়া ঘুর্ণায়মান হওয়াতে বোধ হইল যেন পুনরায় মন্দর পর্ব্বতের দ্বারা সমুদ্র মন্থন হইতেছে। এই রূপ নৈসর্গিক ঘটনা প্রকৃত। তাহা কালিদাস অতি মনোহর রূপে চিত্রিত করিয়াছেন।

§ সমুদ্রের জলরাশি লৌহবৎ কৃষ্ণবর্ণ, ও চারিদিকে চক্রবাল রেখা (Horizon,) পর্য্যন্ত চক্রাকারে বিরাজমান দৃষ্ট হয়।

‖ চক্রবালসীমায় তীরস্থিত বনরাজি আকাশের সহিত মিশিয়া ঈষৎ নীলবর্ণ দৃষ্ট হইতেছে। সেই নীল রেখা যেন উক্ত চক্রের পরিধি।

"তব বিম্বাধর-সুধা-পিপাসু এ মন
রঞ্জন-বিলম্ব, প্রিয়ে, সহিবে কেমনে ?
বুঝি যেন তট-বায়ু বহিয়া সঘন
মাখিছে কেতকীরেণু ও চারু বদনে *। ১৬

"মুহূর্ত্তে বিমানবেগে আমরা সকলে
উতরিনু সিন্ধু-তীরে ; দেখ, বরাননে,
ফলভরে অবনত পূগ তরুদলে ;
শুক্তিমুক্ত মুক্তাফল শোভিছে পুলিনে † ১৭

"দেখ লো পশ্চাতে এবে, কুরঙ্গনয়নে,
যেন দূরে মহার্ণব করিছে গমন ‡ ;
সিন্ধু হ'তে দূরে এবে শিরউত্তোলনে
বনরাজি সহ ভূমি দিল দরশন §। ১৮

"চলিছে পুষ্পক মম মনোরথ প্রায় ;
কভু বা ত্রিদিবপথে করিছে গমন,
কভু বিজলীর বেগে মেঘ মাঝে ধায়
খগ-পথে কভু রথ করে বিচরণ ‖। ১৯

"বিহরিছে ঐরাবত মন্দাকিনী-জলে
মধ্যাহ্নে, সে মদগন্ধ বহিয়া যতনে

---

* পুষ্পকরথ তীরের সমীপবর্ত্তী হইলে তীরস্থিত কেতকীরেণু বায়ুদ্বারা সঞ্চালিত হইয়া সীতার মুখে পতিত হইতেছে, ও মুখরঞ্জনচূর্ণের কার্য্য করিতেছে। অযোধ্যায় পঁহুছিয়া মুখরঞ্জনাদি কার্য্য সময়সাপেক্ষ। সেই বিলম্ব রামের অসহ্য মনে করিয়া যেন বায়ু রঞ্জনকার্য্যে প্রবৃত্ত।

† রাম কেতকীর ঘ্রাণ পাইয়া উক্ত রূপ বলিতে বলিতে রথ তীরে উত্তীর্ণ হইল। মুক্তার ঝিনুক হইতে স্খলিত (মুক্ত) মুক্তারাশি পুলিনে দৃষ্ট হইল।

‡ রথ উত্তর দিকে ধাবমান, তাই সমুদ্র পশ্চাৎদিকে (দক্ষিণে) অপসৃত হইতেছে।

§ অন্যদিকে পৃথিবীস্থ বনরাজি রথের নিকটবর্ত্তী হইয়া স্পষ্ট দেখা যাইতেছে।

‖ আকাশের অতি ঊর্দ্ধে দেবমার্গ, তৎপরে মেঘমার্গ, তাহার নীচে পক্ষিবিচরণ স্থান। পুষ্পক ক্রমে এ সকল স্থান দিয়া অবতরণ করিতেছে।

ঊর্ম্মি-স্পর্শ-শীত বায়ু, ইন্দুনিভাননে,
শুকাইছে স্বেদবিন্দু ও মুখ-কমলে *। ২০

"যবে তুমি কুতুহলে রথ-বাতায়নে
প্রসারিছ কর, দেবি, পরশিতে ঘনে,
বারিদ আনিয়া নিজ বিজলী-বলয়
পরাইছে করে যেন, ক্ষণ তেজোময় †! ২১

"ওই দেখ চীর-বাস তাপস নিকরে
রাক্ষসরহিত এবে জানি জনস্থান
চিরত্যক্ত আশ্রমেতে নিঃশঙ্ক অন্তরে
ফিরি এবে পর্ণগৃহ করিছে নির্ম্মাণ ‡। ২২

"তব অন্বেষণে, প্রিয়ে, ভ্রমি বহুদূর
দেখিনু নূপুর এক আসি এই স্থলে ;
ও পদ-কমলচ্যুত হ'য়ে সে নূপুর
বিষাদে নীরবে যেন আছিল ভূতলে §। ২৩

"যে পথে, হে ভীরু, তোমা হরিল রাবণ
কৃপারসে গলি ওই তরুলতাগুলি
নীরবে সে পথ মোরে কৈল প্রদর্শন,
নত করি শাখা-ভুজে পল্লব-অঙ্গুলি ‖। ২৪

---

* রথ এখন দেব মার্গে। সময় মধ্যাহ্ন। ঐরাবত হস্তী এ সময়ে মন্দাকিনীতে স্নান করিতেছে। জলবিধৌত ঐরাবতের মদগন্ধ বহন করিয়া নদী হইতে শীতল বায়ু প্রবাহিত হইতেছে। তাহাতে সীতার মুখের ঘর্ম্মবিন্দু অপনীত হইল।

† রথ এখন মেঘ মার্গে। সীতা কৌতুকে রথের গবাক্ষে হস্ত প্রসারিয়া মেঘ স্পর্শ করিতেই বিজলীর চমক তাঁহার হস্তে পড়িল ও তাহা মুহূর্ত্তের জন্য হস্তের বলয় রূপে শোভা পাইল।

‡ রাবণ বধে মুনিরা এখন নির্ভয়।

§ চলিবার সময়ে চরণে নূপুরধ্বনি হয়। পদভ্রষ্ট হওয়াতে নীরব রহিয়াছে।

‖ শাখা তরু ও লতার হস্ত, পল্লব অঙ্গুলি স্বরূপ। তাহা বায়ুভরে দক্ষিণ দিকে নত হইয়াছিল।

"না জানিনু কোথা তুমি করিলে গমন,
কুশাঙ্কুর ত্যজি তাই মৃগবধুগণে
দাঁড়ায়ে করিল দৃষ্টি দক্ষিণে ক্ষেপণ,
ঊর্দ্ধরেখ-পক্ষ-রাজি-শোভিত নয়নে *। ২৫

মাল্যবান্ পর্ব্বত দর্শনে।

"ওই মাল্যবান্ গিরি পরশি গগন
তুলিয়াছে উচ্চ শির শোভার আধার,
যথা মেঘে নব বারি হ'ল বরষণ—
তা সহ বর্ষিনু অশ্রু বিরহে তোমার †। ২৬

"পল্বলের চারু ঘ্রাণ নবাম্বুবর্ষণে, ‡
অর্দ্ধ বিস্ফারিত কিম্বা কদম্বের ফুল,
ময়ূরের কেকারব, তোমার বিহনে
অসহ্য হইল, মোরে করিল আকুল। ২৭

"মেঘের গর্জ্জনে গুহা হয়ে ধ্বনিময়
জাগাইত পূর্ব্বে স্মৃতি ব্যথিয়া হৃদয়,
বারিদ-নিনাদে পূর্ব্বে যবে, সুবদনি,
কাঁপি ভয়ে অঙ্কে মম পড়িতে আপনি §। ২৮

---

* হরিণীর আয়ত চক্ষুর লোমরাজি ঊর্দ্ধ প্রসারিত। রামের ব্যাকুলতা দেখিয়া তাহারা মুখের কুশগ্রাস ত্যাগ করিয়া পথ প্রদর্শন করে।

"দক্ষিণাভিমুখী হ'য়ে নভ দেখাইয়া
রাবণ যে পথে গেছে সীতারে লইয়া
মৃগগণ সেই পথে করিয়া গমন
করিতে লাগিল তবে রামে নিরীক্ষণ।" রাঃ।

† মেঘ দর্শনে বিরহীর দুঃখ উচ্ছ্বসিত হয়।

... ... মেঘ দরশনে
ব্যাকুল পরাণ বনিতা তরে
বিষাদে, সলিল-স্তম্ভিত নয়নে
চাহিল ক্ষণেক তাহার' পরে," মেঃ দূঃ। ব, মিত্র।

‡ বর্ষার প্রারম্ভে নূতন বৃষ্টিপাতে জলাশয় হইতে এক প্রকার ঘ্রাণ নির্গত হয়। এই সময় কদম্ব ফুল ফোটে। ৩য় সর্গের ৩ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

§ পূর্ব্বে চিত্রকূট পর্ব্বতে বাস কালীন যখন মেঘ গর্জ্জন হইত সীতা ভীত হইয়া রামের ক্রোড়ে আশ্রয় লইতেন।

"বারিসিক্ত ভূমি হ'তে উঠিত নীহার
আরক্ত কন্দলীফুল আবরি সঘন,—
মনে হ'ত, যেন চারু নয়ন তোমার
বিবাহের হোম-ধূমে আরক্তবরণ *। ২৯

পম্পা সরোবর।

"দূর হ'তে হেরি ওই পম্পা সরোবর
পথশ্রমে যেন নেত্র পিপাসু আমার,
মঞ্জুল বঞ্জুলপুঞ্জে পূর্ণ চারিধার,
ঈষৎ নড়িছে মাঝে সারসনিকর †। ৩০

"তোমার বিয়োগে, প্রিয়ে, মুনি-মনোহর
পম্পাজলে নিরখিনু সতৃষ্ণ নয়নে
বিহরিছে চক্রবাক চক্রবাকী সনে,
এ উহার মুখে দিয়ে কমলকেশর ‡। ৩১

---

* অধোভূমি হইতে বাষ্প উত্থিত হইয়া মাল্যবান পর্ব্বতের উপরিস্থ আরক্ত কন্দলীফুল আচ্ছন্ন করিয়াছিল। বিবাহের সময় হোমাগ্নিজনিত লাজাদির ধূমে সীতার চক্ষু আরক্ত হইয়াছিল। কন্দলী ফুলের উক্তরূপ অবস্থা দৃষ্টে রামের তাহা মনে পড়িল।

† "এ স্বচ্ছ-সলিলা পম্পা, হংস চক্রবাকে
পরিপূর্ণা, তৃষাতুর মৃগ ঝাঁকে ঝাঁকে
আসিছে সলিলপান করিবার তরে,
ওই দেখ রে লক্ষ্মণ, সরোবর তীরে;
কত পদ্ম দেখ ভাই রয়েছে ফুটিয়া
কারে আমি দিব বল ও সব তুলিয়া।" রাঃ।

‡ "দেখ রে একটি হংস পম্পা তটিনীর
স্বচ্ছ জলে মম চিত্ত করিয়া অধীর
হংসীর সহিত সুখে করিছে বিহার
সলিলে ডুবায়ে মুখ তুলিছে আবার।" রাঃ।

"Look far before us ; see the distant gleam,
Through thick reeds of Pampas' silver stream.
There on the bank I saw two love-birds play,
And feed each other with a lotus spray !
'Ah ! happy birds !' I sighed, 'whom cruel fate
Dooms not to sorrow for an absent mate' !"

Griffith.

"পম্পাতটে ওই ক্ষুদ্র অশোক লতায়
কুসুমস্তবক-স্তন-নমিত শরীর,
আলিঙ্গিতে গিয়াছিনু ভাবিয়া তোমায়,
কাঁদি নিবারিল মোরে লক্ষ্মণ সুধীর *। ৩২

"কনককিঙ্কিনী-রব শুনি এ বিমানে
যূথ-কলরব-ভ্রমে সারস নিকরে
উড়ি গোদাবরী হ'তে আসিছে এখানে,
আগ বাড়াইয়া যেন লইতে তোমারে †। ৩৩

পঞ্চবটী দর্শনে।

"ওই পঞ্চবটী, হেরি বহুদিনে যারে
পুলকে হৃদয়, যথা বাল সহকারে
পোষিলে কোমল কক্ষে ঢালি জলধার ;
ঊর্দ্ধমুখে চাহে সেই পোষা কৃষ্ণসার ‡। ৩৪

"হেথা গোদাবরী-তীরে বেতসকুটীরে
মৃগয়ান্তে কোলে তব কভুবা নির্জ্জনে
রাখি শির শুইতাম ; তরঙ্গ-সমীরে
জুড়াইত শ্রম মম, পড়িতেছে মনে। ৩৫

অগস্ত্যের আশ্রম।

"ভ্রূভঙ্গে যাঁহার কোপে নহুষ নৃপতি
হারাইলা ইন্দ্রপদ, অন্তে বরিষার
সুপ্রসন্ন হয় জল উদয়ে যাঁহার,
এই সেই অগস্ত্যের পার্থিব বসতি। ৩৬

---

* এই অশোকতরু দৃষ্টে সীতা বলিয়া রামের ভ্রম হইয়াছিল।

"Well I remember, in my wild despair,
I thought a bright Asoka glowing there
Was Sita."

Griffith.

† পুষ্পক রথের ক্ষুদ্র ঘণ্টার শব্দ শুনিয়া সারসশ্রেণী সেই দিকে উড়িয়া আসিতেছে। যেন তাহারা সীতার অভ্যর্থনার্থ আগমন করিতেছে।

‡ পঞ্চবটী বনে অবস্থানের সময় সীতা কলসে জল আনিয়া ক্ষুদ্র আম্র তরু সকল বর্দ্ধিত করিয়াছিলেন। তাঁহার তৎকালীন পালিত কৃষ্ণসার এখন রথের দিকে চাহিয়া আছে।

"মহাযশা অগস্ত্যের অগ্নিত্রয় হ'তে *
হোমের সুরভি ধূম উঠে ব্যোমপথে,
মনের মালিন্য রাশি আঘ্রাণে তাহার
হ'ল দূর ; ঘুচিল এ হৃদয়ের ভার। ৩৭

পঞ্চাপ্সর হ্রদ। "পঞ্চাপ্সর নামে দূরে ওই সরোবর,
শাতকর্ণি মুনি যথা করেন বিহার,
নিবিড় নিকুঞ্জে তাহা শোভে মনোহর —
যেমতি শশাঙ্করেখা মেঘের মাঝার। ৩৮

"এই মুনি মৃগসহ কুশতৃণাহারে
করিলা কঠোর তপ বনে পুরাকালে,
তপস্যায় ভীত ইন্দ্র বাঁধিলা তাঁহারে
পঞ্চ অপ্সরার রম্য যৌবনের জালে †। ৩৯

"জলমধ্যস্থিত ওই মুনির ভবনে
মৃদঙ্গের রবে মিশি সঙ্গীতলহরী
থেকে থেকে উথলিয়া উঠিছে গগনে,
পুষ্পকের চূড়াগৃহে প্রতিধ্বনি করি ‡। ৪০

---

* ত্রিবিধ অগ্নি ;—দক্ষিণ, গার্হপত্য, ও আহবনীয় (যজ্ঞাগ্নি)। হোমধূমের আঘ্রাণে পাপ বিনষ্ট হয়।

† "বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসেন রঘুমণি।
জলের ভিতরে মুনি গীত কেন শুনি॥
মুনি বলিলেন হেথা ছিল এক মুনি।
করিত কঠোর তপ দিবস রজনী॥
তপোভঙ্গ তাঁহার করিতে পুরন্দর।
পাঠায় অপ্সরাগণে যথা মুনিবর॥
আইল অপ্সরাগণ মুনির নিকটে।
দেখিয়া পড়িল মুনি মদন সঙ্কটে॥
সে স্থানের খ্যাতি পঞ্চ-অপ্সরা বলিয়া।
অদ্যাপি আইসে তারা তথা লুকাইয়া॥" কৃত্তিবাস।

‡ ৩৯ শ্লোকের টীকা দ্রষ্টব্য। সেই সরোবর হইতে এখনো গীত-ধ্বনি উঠিতেছে ও তাহা পুষ্পক রথে প্রতিধ্বনিত হইতেছে।

সুতীক্ষ্ণ ঋষি।

"সুতীক্ষ্ণ নামেতে ওই শান্ত মুনিবর *
চারি পাশে কাষ্ঠচয়ে জ্বালি হুতাশন
করেন তপস্যা, তাঁর ললাটে ভাস্কর
ঢালিছেন অগ্নিসম প্রখর কিরণ। ৪১

"এ হেন কঠোর তপে ভীত পুরন্দর;
কুটিল কটাক্ষপাতে বিলাসস্মহাসে
কটির ঈষত মুক্ত মেখলাপ্রকাশে
নারিল ভাঙ্গিতে তপ অপ্সরানিকর। ৪২

"ঊর্দ্ধবাহু এই ঋষি আশিসি আমারে
তুলিলা দক্ষিণ কর অক্ষমালা সনে,
মৃগদেহ কণ্ডূয়ন করেন যে করে,
সতত কুশল যাহা কুশাগ্র-ছেদনে †। ৪৩

"ঈষত সঞ্চালি শির প্রণাম আমার
গ্রহিছেন মৌনব্রত এই মুনিবর;
রথ-অন্তরালমুক্ত হইল ভাস্কর,
সূর্য্যোপরি দৃষ্টি মুনি স্থাপিলা আবার ‡। ৪৪

শরভঙ্গের আশ্রম।

"অতিথির হিত ওই পুণ্যতপোবনে §
আহিতাগ্নি শরভঙ্গ তাপস সুমতি

---

* সেই তপোবন মাঝ, ছিলা বসি ঋষিরাজ
সুতীক্ষ্ণ সুতীক্ষ্ণ জ্ঞানবান্,
পাঁক মাটি মাখা তাঁর ঝুলিতেছে জটাভার
কোমরে বল্কল পরিধান।" রাঃ।

সুতীক্ষ্ণের তপোবনে রাম কিছু দিন বাস করিয়াছিলেন।

† সুতীক্ষ্ণমুনি পুষ্পক রথ লক্ষ্য করিয়া রামকে আশীর্ব্বাদ করিতেছেন। তাঁহার দক্ষিণ হস্ত অক্ষমালাশোভিত। সেই হস্তে তিনি মৃগদেহ কণ্ডূয়ন ও কুশ আহরণ করিয়া থাকেন।

‡ তিনি রামের প্রণাম গ্রহণ করিলেন, পুষ্পক রথ দৃষ্টিপথ হইতে সরিয়া গেলে পর সূর্য্যরশ্মি পুনরায় সুতীক্ষ্ণের চক্ষে পতিত হইল ও তিনি পূর্ব্ববৎ সূর্য্যে দৃষ্টি স্থাপন করিয়া তপে মগ্ন হইলেন।

§ শরভঙ্গমুনি অতিশয় অতিথিসেবাপরায়ণ ছিলেন।

যজ্ঞকাষ্ঠে বহুকাল সেবি হুতাশনে,
মন্ত্রপূত নিজ দেহ দিলেন আহুতি *। ৪৫

"সুপুত্র রূপেতে তাঁর ওই তরুগণ †
অতিথিসেবার ভার বহিছে এখন,
ছায়াদানে পথশ্রম করিতেছে দূর
দিতেছে ক্ষুধিত জনে ফল সুমধুর। ৪৬

চিত্রকূট দর্শনে।

"ওই চিত্রকূটগিরি পড়িছে নয়নে,—
শৃঙ্গে মেঘ, গুহামুখে নির্ঝরঝঙ্কার,
শৃঙ্গে পুলিনের পঙ্ক তুলি, বরাঙ্গনে,
উন্মত্ত বৃষভ যেন ছাড়িছে হুঙ্কার ‡! ৪৭

"চিত্রকূট-উপকণ্ঠে প্রসন্নসলিলা
শুভ্রধারা ওই নদী নামে মন্দাকিনী, §

---

* "জীর্ণ ত্বক পরিহরে ভুজঙ্গ যেমন,
করিব সমক্ষে তব দেহ বিসর্জ্জন—
এই বলি শরভঙ্গ অনল স্থাপিয়া
সমন্ত্র আহুতি দান তাহাতে করিয়া
শ্রীরামের পানে চাহি অবিচল চিতে
প্রবেশ করিলা তাহে দেখিতে দেখিতে।" রাঃ।

† রামের বনবাস কালে শরভঙ্গ অগ্নি প্রবেশ করিয়া মুক্ত হইয়াছিলেন। রামের অযোধ্যাপ্রত্যাগমন সময়ে সেই তপোবন জন শূন্য হইলেও তথাকার বৃক্ষাদি ফল পুষ্পে পরিপূর্ণ ছিল ও সেই হেতু অতিথিসেবার কার্য্য অপ্রতিহত ছিল।

‡ চিত্রকূট,—উন্মত্ত বৃষরূপী, শৃঙ্গে মেঘরূপী পঙ্ক বিরাজমান, ও গম্ভীর নির্ঝরধ্বনি গর্জ্জন স্বরূপ।

"Now to the left, dear Sita, turn thine eyes,
Where Chitrakuta's lofty peaks arise.
Like some proud bull he lifts his haughty crest,—
See, the dark cave, his mouth, and shaggy breast!
Now like a clod in furious charge uptorn,
A cloud is hanging on his mighty horn.
See, how the river with its lucid streams
Like a pearl necklace round the mountain gleams!"

Griffith.

§ চিত্রকূটোৎপন্না নদী বিশেষ। ৫১ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

ক্ষীণ রেখা প্রায় দূরে শোভে প্রবাহিনী,
বনভূমি-কণ্ঠে যেন মুকুতার মালা। ৪৮

"প্রফুল্ল তমাল ওই দেখ গিরি-তলে,
সুরভি পল্লবে যার গড়ি অলঙ্কার
পরাইনু কর্ণে, দোলাইয়া কুতুহলে
যবাঙ্কুর সম শুভ্র কপোলে তোমার *। ৪৯

অত্রিমুনির আশ্রম।

"মহর্ষি অত্রির এই পুণ্যতপোবন
জীবন্ত প্রভাবে যাঁর হেথা জন্তুগণ
নিবাসে, বিনীত সবে বিনা দণ্ড ভয়,
বিনা পুষ্পে দেয় ফল পাদপনিচয় †। ৫০

"এই বনে অনসূয়া নিজ তপস্যায়
মুনিগণ-স্নান হেতু আনিলা গঙ্গায় ‡
হর-শিরে ছিলা যিনি যেন পুষ্পহার,
সপ্তর্ষি তোলেন করে হেমপদ্ম যাঁর §। ৫১

"বীরাসনে ঋষিগণ যোগে নিমগন,
আসনবেদির মাঝে ওই তরুগণ
স্থিরভাবে রহিয়াছে নিশ্চল পবনে,
তারাও যোগেতে মগ্ন হেন লয় মনে। ৫২

---

* চিত্রকূট পর্ব্বতে রাম অনেক দিন বাস করিয়াছিলেন।

† মুনির প্রভাবে পশুগণ শান্তভাব ধারণ করিয়াছে ও বৃক্ষাদি পুষ্পোদ্গম বিনা একেবারে ফল প্রসব করে।

‡ "প্রিয় বৎস! দশ বর্ষ অনাবৃষ্টি বলে
দগধ হইতেছিল মানব সকলে।
সেই কালে এই অনসূয়া ফল মূল
সৃজন করিয়া ছিলা নাহি যার তুল।
পূণ্যতোয়া গঙ্গারেও আশ্রম ভিতরে
বহাইয়াছিলা ইনি পুলক অন্তরে।"
(রাঃ অযো ১১৭ সঃ।)

এতদ্দ্বারা বোধ হয় ইনিই প্রথমে ভূমি সেচনার্থে গঙ্গা হইতে জল প্রণালী (irrigation canal) প্রবর্ত্তিত করেন।

§ সপ্তর্ষিরা স্বর্গ-গঙ্গায় হেমপদ্ম চয়ন করেন।

শ্যাম বট।

"ওই শ্যাম বটবৃক্ষ, পূর্ব্বে তুমি যার
করেছিলে উপাসনা বনবাস কালে,
পদ্মরাগ-সুলোহিত ফলরাশি তার
শোভে এবে মরকত-শ্যাম পত্রজালে *। ৫৩

গঙ্গা যমুনার সঙ্গম বর্ণন।

"সুনীল যমুনাজলে মিলি কুতূহলে
বহিছেন ওই শ্বেত সুর-তরঙ্গিনী—
মুক্তাহারে গাঁথা যেন ইন্দ্রনীলমণি,
শ্বেত-পদ্মমালা কিম্বা নীল উতপলে †! ৫৪

---

* "অনন্তর সবে সেই ভেলা পরিহরি
যমুনা তটের বন অতিক্রম করি,
উপনীত হৈলা শ্যাম বটের গোচর,
জানকী প্রণমি তাঁরে যুড়ি দুই কর,
কহিলেন—'তরুবর করহ শ্রবণ,
মম পতি ব্রতকাল করুন পালন,
আমরা আবার যেন আসিয়া আগারে,
কৌশল্যারে সুমিত্রারে পাই দেখিবারে'।" রাঃ অযো।

"Dost thou remember how thy prayer was prayed
For me, sweet love, beneath its friendly shade?"—*G.*

† কালিদাস এই শ্লোক ও নিম্ন ৩ শ্লোকে কৃষ্ণসলিলা যমুনা ও শ্বেতজলা গঙ্গার মিলনস্থান অতি মনোহর রূপে চিত্রিত করিয়াছেন।

Mrs. Manning in her "Ancient and Mediæval India," thus speaks of this scene—

"Now, see the waves of Jumna's stream divide
The fair-limbed Ganga's heaven-descended tide!
Distinct, though joined, bright gleaming in the sun,
Like pearls, with sapphires mixt, the rivers run.
Thus intertwined, the azure lotus, through
Crowns of white lilies, pours its shade of blue."—*G.*

The different colors of the rivers, after their union, seem much to have impressed Kali Dasa, for he uses six different images in its description. First "The blue lotus flowers, seen amongst the white lilies;" second,

"The dark gold-shot glories of the drake,
Amid white swans that float on Mánas lake;"

Third, "A line of ochre crossing a sandal mark;" fourthly and fifthly, the Jumna comes into the Ganges looking like—

"মানসের হংসরাজি ধবলবরণা
নীলহংসদলে যেন হয়েছে মিলিত,
ভূতলে চিত্রিত শ্বেত চন্দনরচনা
শোভে যেন কৃষ্ণপত্রে অগুরু-অঙ্কিত * ! ৫৫

"কোথাও জোছনা জাল যেন রে চিত্রিত †
স্থানে স্থানে ছায়া-লীন তিমিরপটলে,
কোথাও বা শরদের শুভ্র অভ্রদলে
ভেদি যেন নীলাকাশ হ'তেছে লক্ষিত ‡ ! ৫৬

"ধবল ভবেশ-অঙ্গ বিভূতি-ভূষিত
রহিয়াছে যেন কৃষ্ণভুজঙ্গে বেষ্টিত —§
এ রূপে কতই রূপ হের, বরাননে,
ধরেন জাহ্নবী মিলি যমুনার সনে। ৫৭

"এ হেন সঙ্গমস্থলে গঙ্গা-যমুনার,
তত্ত্বজ্ঞান অভাবেও যদি কোনজন
অবগাহি দেহ, হয় সুপবিত্র-মন,
মরণে না হয় তার জন্ম পুনর্ব্বার। ৫৮

গুহকের পুরী। "ওই গুহকের পুরী, ত্যজি শিরোমণি ||
যথায় বাঁধিয়াছিনু শিরে জটাভার ;

"..... the moon, whose silver radiance steals
Through the dark cloud that half its face conceals ;
Or as a row of Autumn's clouds, between
Whose shifting ranks the blue of heaven is seen." G.

And sixthly, the colours of the two rivers remind him of "Siva's body, white with ashes," around which "A serpent's subtle coils are wound."

* শ্বেত চন্দনচিত্রিত ভূমি যেন কৃষ্ণচন্দনাঙ্কিত পত্রাবলী দ্বারা শোভিত।

† ধবল জ্যোৎস্নারঞ্জিত ভূমিতে যেন বৃক্ষ ছায়া জনিত অন্ধকার-রাশি স্থানে স্থানে পতিত হইয়াছে।

‡ শরৎকালের শুভ্র মেঘের মধ্য দিয়া যেন স্থানে স্থানে নীল আকাশ দৃষ্ট হইতেছে। সেই রূপ দৃশ্য।

§ শ্বেত ভস্ম-ভূষিত শিবের অঙ্গ যেন কৃষ্ণবর্ণ সর্পে আবৃত।

|| গুহকের পুরী—শৃঙ্গবের পুর (modern Singroor, on the Ganges near Allahabad.) এই স্থানে জটাবন্ধন হইয়াছিল, ও

সুমন্ত্র কহিয়াছিল কাঁদিয়া তখনি —
'কৈকেয়ি, মনের সাধ মিটিল তোমার !' ৫৯

"যে সরের হেমপদ্ম-পরাগ উরসে *
ধরে যক্ষনারী, সেই মানস সরসে
জন্মিলা সরযূ নদী বেদে পরকাশ, †
পরমাত্মা হ'তে যথা বুদ্ধির বিকাশ ‡। ৬০

সরযূ বর্ণন।

"এই সে সরযূ নদী বহিছেন ধীরে
অযোধ্যায়, যূপরাজি শোভে তাঁর তীরে ;
অশ্বমেধ-অন্তে স্নানে রঘুরাজগণ
করিলা পবিত্রতর ইহার জীবন §। ৬১

"এ নদীর পয়ঃ পানে বর্দ্ধিতশরীর
রঘুকুলরাজগণ খেলিতেন সুখে
ইহার পুলিনে, যেন কোলে জননীর ;
মাতৃজ্ঞানে মানি তাঁরে মনের কৌতুকে ‖। ৬২

রাম সুমন্ত্র সারথিকে বিদায় দিয়া গুহকের নৌকায় গঙ্গা পার হইয়াছিলেন।

"অনন্তর হ'ল বট নির্য্যাস আনীত
চীরধারী বীরদ্বয় হ'য়ে পুলকিত
বানপ্রস্থ ধর্ম্ম অবলম্বনের তরে,
তাহে জটা গড়ি শিরে ধরেন সাদরে।"

রাঃ অযোঃ ৫২ সঃ।

* কৈলাস পর্ব্বতে কুবেরের আবাসস্থান, যক্ষ যুবতীরা তথায় মানস সরোবরের স্বর্ণপদ্ম রেণু সংগ্রহ করিয়া তাহাদের বক্ষঃ রঞ্জিত করে।

† "কৈলাস পর্ব্বতে, বৎস, দেব পদ্মযোনি,
মানসে সৃজিলা এক সরসী আপনি।
মানসে নির্ম্মিলা উহা বিধি পুন্যধাম
তাই সে 'মানস সরোবর' হ'ল নাম।
যে নদী অযোধ্যা মুখে হয় প্রবাহিতা
সেই সে সরযূ, সেই সরে উপজিতা।"

রাঃ আদি ২৪ সঃ।

‡ প্রকৃতি বা পরমাত্মা হইতে বুদ্ধি শক্তির উৎপত্তি।

§ রঘু বংশীয় রাজারা অশ্বমেধ যজ্ঞান্তে সরযূ (গোগরা) নদীতে স্নান করিতেন। তাহাতে নদীর জল অধিকতর পবিত্র হইয়াছিল।

‖ এই নদী রঘুবংশীয় নৃপতিগণের মাতৃস্বরূপিনী।

"সুলোহিত ধূলিরাশি গোধূলি বরণ *
উঠিছে সম্মুখে ভূমে, মম আগমন
শুনিয়া হনুর মুখে লইতে আমায় †
সসৈন্যে ভরত বুঝি আসিছে হেথায়। ৬৩

"পালিনু পিতার সত্য, ভরত সুমতি
সুরক্ষিতা রাজলক্ষ্মী অর্পিবে আমায়—
খরের বধের পরে লক্ষ্মণ যেমতি
প্রত্যর্পিলা মোরে, প্রিয়ে, রক্ষিয়া তোমায় ‡। ৬৪

ভরতের আগমন।

"প্রাচীন সচিব সনে বল্কল-বসন
আসিছে ভরত ওই অর্ঘ্য লয়ে করে
পদব্রজে মম পানে; পাছে সেনাগণ,
সর্ব্ব অগ্রে কুলগুরু ঋষিকুলধন §। ৬৫

"মম প্রতি ভক্তি বশে এই যুববর
পিতৃদত্ত রাজলক্ষ্মী অঙ্কেতে আপন

---

* লাল মৃত্তিকার ধূলিরাশি সন্ধ্যার ন্যায় আরক্ত বর্ণ।

† হনুমান রামের আদেশে অগ্রে অযোধ্যায় যাইয়া সম্বাদ দিয়াছিলেন। যথা—

"তথা হতে জাহ্নবীতে আসি মহেষ্বাস
ভরদ্বাজাশ্রমে রাম করিছেন বাস।
পুষ্যা নক্ষত্রেতে কালি পাবে দরশন,
কহিনু তোমারে এই নিশ্চিত বচন।"
রাঃ যুঃ কাঃ ১২৮ সঃ।

‡ খর দূষণের সহিত যুদ্ধের সময় লক্ষ্মণ সীতার রক্ষণে নিযুক্ত ছিলেন। রামের বনবাস কালে রাজলক্ষ্মী ভরতের সংরক্ষণে ছিলেন।

§ "বহুদিন উপবাসে রামের বিরহক্লেশে
কৃষ্ণাজিন চীরবাস করি পরিধান,
সুদীন ভরত ক্ষীণ করিলা প্রয়াণ;
রামের পাদুকা শিরে, ভরত চলিলা ধীরে
শুক্ল মাল্য সুশোভিত শ্বেতছত্র আর,
সুবর্ণ চামর হাতে শোভার আধার।"
রাঃ যুঃ কাঃ। রাঃ কৃঃ রায়।

পেয়ে, না ভুঞ্জিলা—যেন করিলা সাধন
এত বর্ষ অসিধারা ব্রত সুদুষ্কর *।” ৬৬

এতেক কহিলা রাম, বুঝি অভিপ্রায়
নভ হ'তে দিব্য রথ নামিল ধরায় †;
ভরতের অনুগামী যত প্রজাগণ
ঊর্দ্ধনেত্রে হেরে তাহা বিস্ময়ে মগন। ৬৭

সেবাপটু সুগ্রীবের ভুজে দিয়া ভর
ভুমির অদূরলম্বী স্ফটিক সোপানে
নামিলেন রামচন্দ্র, ত্যজিয়া বিমানে;
পথ দেখাইয়া অগ্রে চলে রক্ষোবর। ৬৮

ভরতের সহিত মিলন।

প্রণমিলা রঘুনাথ গুরুর চরণে;
আলিঙ্গিলা ভরতেরে সজল নয়নে
গ্রহি অর্ঘ্য, আঘ্রাণিলা সেই শির তাঁর
রাজ্যঅভিষেক যাহা কৈল পরিহার ‡। ৬৯

জটিল প্ররোহজালে বটবৃক্ষ প্রায়,
শোকেতে বর্দ্ধিতশ্মশ্রু বৃদ্ধ মন্ত্রিগণ §
প্রণমিল; রঘুনাথ তাদেরে কৃপায়
হেরিলা, মধুর বাক্যে করি সম্ভাষণ। ৭০

“বিপদে আমার বন্ধু এই কপিপতি,
এই রক্ষঃ বিভীষণ অগ্রগামী রণে”
সাদরে কহিলা রাম; ভরত সুমতি
লক্ষ্মণের অগ্রে তাই বন্দিলা দুজনে। ৭১

---

* এক শয্যার মধ্য স্থানে খড়্গ রাখিয়া স্ত্রী ও পুরুষের ইন্দ্রিয় বিকারশূন্য হইয়া একত্র বাস অসিধারা ব্রত।

† “অনন্তর রামের আজ্ঞায়
হংসযুক্ত রথবর—নামিল ধরায়।” রাঃ।

‡ ভরত মস্তকে রাজমুকুট ধারণ করেন নাই।

§ রামের বিরহদুঃখে মন্ত্রিগণ ক্ষৌর সংস্কারাদি ত্যাগ করায় তাঁহাদের কেশও শ্মশ্রু বর্দ্ধিত ও জটিল হইয়াছিল। সেই জটার সহিত বট বৃক্ষের অধোলম্বী শিখরের তুলনা।

ভরত ও লক্ষ্মণের মিলন।

মিলিলা ভরত পরে লক্ষ্মণের সনে,
নত-শির সৌমিত্রিরে তুলি স্নেহবশে
মেঘনাদ-অস্ত্রাঘাত-কঠিন উরসে *
পীড়িলা আপন বক্ষ গাঢ় আলিঙ্গনে। ৭২

রামের আদেশে কপিসেনাপতিগণ
নরবেশে আরোহিয়া মদস্রাবী করী
ভাসিল আনন্দে সবে ; মনঃসুখে স্মরি
বনের নির্ঝরস্রাবী শৈল-আরোহণ † ! ৭৩

শ্রীরামের বাক্যে তবে রক্ষঃকুলপতি
উঠিলা সুচারু রথে অনুচর সনে —
মনুষ্যনির্ম্মিত সেই রথের তুলনে
রাক্ষসের মায়াজাত রথ তুচ্ছ অতি। ৭৪

চঞ্চলপতাকাযুত পুষ্পকে আবার
উঠিলা রাঘব, লয়ে অনুজ দুজনে —
চপলা-শোভিত যথা মেঘেতে সন্ধ্যার
উদিলা চন্দ্রমা, বুধ বৃহস্পতি সনে ‡। ৭৫

ভরত কর্ত্তৃক সীতার বন্দনা।

ভরত বিমান মাঝে বন্দিলা সীতায়,
প্রফুল্লা রাবণমুক্তা এবে সুবদনী,
শরদের মেঘমুক্তা কৌমুদীর প্রায়, §
কিম্বা যেন প্রলয়েতে উদ্ধৃতা ধরণী ‖। ৭৬

---

* লক্ষ্মণের বক্ষে নিজ বক্ষ স্থাপিত করিলেন।

† শত্রুঞ্জয় নামে এক প্রকাণ্ড বারণ
চলিলেন তদুপরি সুগ্রীব রাজন্ ;
যত কপি নরমূর্ত্তি করিয়া ধারণ
করিপৃষ্ঠে চলে অঙ্গে নানা আভরণ।" রাঃ।

মদস্রাবী হস্তীর সহিত নির্ঝরবাহী কিষ্কিন্ধ্যার পর্ব্বতশৃঙ্গের তুলনা।

‡ পুষ্পক রথ সন্ধ্যার আরক্ত মেঘপ্রায়, চঞ্চল পতাকা রাজি চপলা সদৃশ। রাম লক্ষ্মণ ও ভরতের সহিত মেঘারোহী চন্দ্র, বুধ ও বৃহস্পতির তুলনা।

§ রাবণের অধিকার হইতে মুক্ত সীতা মেঘমুক্ত জ্যোৎস্নার ন্যায়।

‖ উপরের ৮ম শ্লোকের টীকা দ্রষ্টব্য।

রাবণের অনুনয় পদের প্রহারে
ঠেলি, পতিব্রতা-ধর্ম্ম পালিলা মৈথিলী,
জ্যেষ্ঠ-ভক্তিবশে জটা ভরতের শিরে —
সে পদ, সে শির পূত পরস্পর মিলি * ! ৭৭

চলিল পুষ্পক ধীরে, অগ্রে প্রজাগণ;
অর্দ্ধক্রোশ যেয়ে রাম ত্যজিয়া স্যন্দন
নিবাসিলা অযোধ্যার রম্য উপবনে,
শত্রুঘ্ন-সজ্জিত চারু সুপটভবনে। ৭৮

মহাকবি কালিদাসকৃত রঘুবংশের বঙ্গানুবাদে
দণ্ডকাপ্রত্যাগমন নামক ত্রয়োদশ সর্গ।

---

* ভরত সীতার পদে নমস্কার করার সময়ে তাঁহার জটাভূষিত পুণ্যশীল মস্তক সাধ্বী সীতার পবিত্র পদ স্পর্শ করিল। তাহাতে যেন উভয়ের পবিত্রতা বৃদ্ধি হইল।

রঘুবংশ।

চতুর্দ্দশ সর্গ।

সীতার বনবাস।

নিরখিলা উপবনে শ্রীরাম লক্ষ্মণ —
কৌশল্যা সুমিত্রা দেবী যেন মৃতপ্রায় *
দীনহীনা পতিশোকে, লতিকা যেমন
ভাঙ্গিলে আশ্রয়-তরু, ভুমিতে গড়ায়। ১

মাতাপুত্রের মিলন।

অরিন্দম দুই ভাই পড়িয়া ভুতলে
প্রণমিলা ক্রমে দুই মায়ের চরণে,
দেখিতে অক্ষম তাঁরা অন্ধ নেত্রজলে, †
সুত-স্পর্শ-সুখ লভি চিনিলা নন্দনে। ২

হিমাদ্রির হিমধারা বহিয়া যেমতি
ভেদে গঙ্গা-সরযূর গ্রীষ্মতপ্ত নীর,
শীতল আনন্দ-অশ্রু উভ জননীর
শমি উষ্ণ শোক-অশ্রু বহিল তেমতি ‡। ৩

রয়েছে বাণের ক্ষত এখনো শরীরে
ভাবি দোঁহে সুতদেহ পরশিলা ধীরে ; —§

---

* দশরথের মৃত্যু বশতঃ তাঁহারা শোকাকুলা।

† চক্ষুঃ বাষ্পে পূর্ণ হওয়াতে তাঁহারা পুত্রদ্বয়কে স্পষ্টরূপে দেখিতে পারিলেন না।

‡ গ্রীষ্মকালে গঙ্গা ও সরযূ নদীর জল উষ্ণ হয়, তখন হিমালয়ের তুষারদ্রব জলধারা সেই উষ্ণ জল ভেদ করিয়া প্রবাহিত হয়। তদ্রূপ মাতৃদ্বয়ের আনন্দজাত অশ্রু শোকাশ্রু ভেদ করিয়া প্রবাহিত হইল।

§ কোমলহৃদয়া মাতৃদ্বয় মনে করিলেন অস্ত্রাঘাতের ক্ষত সকল এখনও রামলক্ষ্মণের দেহে (আর্দ্র) তাজা রহিয়াছে। তাই আস্তে আস্তে শরীরে হাত বুলাইলেন।

"বীর-প্রসবিনী" নামে সাধ নাহি আর
ক্ষত্রিয়-মাতার যাহে চির অহঙ্কার *। ৪

সীতা ও শ্বশ্রূদ্বয়।

"পতির দুঃখের হেতু আমি অলক্ষণা"
এ বলিয়া নিজ নাম প্রকাশি বিষাদে
সমভক্তিভাবে সীতা করিলা বন্দনা
পতি-বিরহিতা উভ শ্বাশুড়ীর পদে। ৫

"উঠ, বৎসে, পতি তব দেবরের সনে
তরিল তোমারি গুণে বিপদ মাঝারে"
সম্ভাষিয়া হেন সত্য মধুর বচনে
কৌশল্যা সুমিত্রা রাণী, তোষিলা সীতারে। ৬

রামের রাজ্যাভিষেক।

বহিল আনন্দ-অশ্রু মায়ের নয়নে
শ্রীরামের অভিষেক করিয়া সূচন; †
সমাপিলা অভিষেক বৃদ্ধ মন্ত্রিগণ
হেম কুম্ভে তীর্থজল আনিয়া যতনে। ৭

রক্ষেন্দ্র কপীন্দ্র সবে আনিল সত্বর
সরসী সরিৎ আর সাগরের নীর; ‡
সিক্ত হ'ল সেই জলে রাঘবের শির,
যেমতি মেঘের নীরে বিন্ধ্যের শিখর §। ৮

তাপসের বেশে রাম ছিলেন যখন
তখনো যে রূপ ছিল অতুল ধরায়,

---

* পুত্র বীর হইলেই অস্ত্র-ক্ষত সহ্য করিতে হয়।

† রামের রাজ্যাভিষেকের জন্য কৌশল্যা ও সুমিত্রার চক্ষে আনন্দাশ্রু নির্গত হইল।

‡ "পাঁচ শত স্রোতস্বতী পবিত্রভুবনে
তা সবার জল আনে যত বীরগণে।
সুষেণ পূরবসিন্ধু, ঋষভ দক্ষিণে
গবয় পশ্চিম হ'তে আনে ততক্ষণে,
সুবর্ণ কলসে আনে সুপবিত্র বারি
কর্পূর চন্দন দিয়া সুবাসিত করি।
ধর্ম্মশীল গুণবান্ অনিল তখন
উত্তর-সাগর-বারি কৈল আনয়ন।" রাঃ।

§ অভিষেক কালে রাম বিন্ধ্যাচলের ন্যায় নম্রভাবাপন্ন।

রাজযোগ্য বেশ ভূষা করিয়া ধারণ
শোভিল সে রূপ এবে পুনরুক্তি প্রায় *। ৯

পুরপ্রবেশ। শ্রীরাম, সচিব সেনা কপি রক্ষঃসনে
পশিলা অযোধ্যাপুরে, শোভিত তোরণে;
বাজিল মঙ্গল বাদ্য; হৃষ্ট পৌরজন;
প্রাসাদে লাজের রাশি বর্ষে নারীগণ। ১০

ভরত ধরিলা ছত্র, সানুজ লক্ষ্মণ
করিছেন মৃদু মন্দ চামর ব্যজন—
ভ্রাতৃসনে রথোপরি রঘুকুলপতি,
যেন চারি রাজনীতি ধরেছে মূরতি †। ১১

শোভিল সে নগরীর সৌধরূপ শিরে
কালাগরু-ধূমপুঞ্জ বিকীর্ণ সমীরে—
আসি যেন কোশলেশ প্রবাসের পরে
সে পুরীর শিরোবেণী খুলিলেন করে ‡। ১২

চতুর্দ্দোলে সীতা দেবী করিলা গমন
চারু বেশে শ্বশ্রূগণ সাজাইলা তাঁরে,

তাঁহার রাজ্যাভিষেক সর্ব্বপ্রজার সম্মতিমতে হইয়াছিল। এই প্রথা পূর্ব্বকালে আর্য্যাবর্ত্তে প্রচলিত থাকা প্রকাশ যথা—

"অনন্তর সবার আদেশে, সর্ব্বমহৌষধি রসে
ঋত্বিক ব্রাহ্মণ, যত মন্ত্রিগণ
বণিক ষোড়শ কন্যা আর যোদ্ধৃগণ
শ্রীরামের অভিষেক করিলা তখন।" রাঃ।
যুঃ কাঃ ১৩০ অঃ।

* রামের স্বাভাবিক রূপ এত মনোহর যে রাজবেশভূষা তাঁহার সৌন্দর্য্য বৃদ্ধির পক্ষে পুনরুক্তি প্রায় অনাবশ্যক বোধ হইল।

† সাম, দান, ভেদ ও দণ্ড এ চারি রাজনীতি যেন মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া রাম, লক্ষ্মণ, ভরত ও শত্রুঘ্ন রূপে বিরাজমান।

‡ স্বামী প্রবাসে থাকিলে রমণীরা সমস্ত চুল একটী বেণীতে বন্ধন করিত, ও স্বামীর প্রত্যাগমনে তাহা খুলিয়া কেশ বিন্যাস করিত। অযোধ্যার অট্টালিকাচূড়া হইতে চন্দনাদি জনিত ধূম-রাশি বায়ুভরে উত্থিত হওয়াতে বোধ হইল যেন রাম-বনবাস-কালীন অযোধ্যার শিরস্থিত এক বেণী এইক্ষণে রামের প্রত্যা-গমনে তৎকর্ত্তৃক মুক্ত হইয়া ইতস্ততঃ উড়িতেছে।

সৌধ-বাতায়ন হ'তে পুরনারীগণ
প্রণমিছে জানকীরে কৃতাঞ্জলিকরে। ১৩

অনসূয়া হ'তে প্রাপ্ত, প্রদীপ্ত কিরণে
সে অক্ষয় অঙ্গরাগ পরিলা রূপসী ;
পতিবাক্যে যেন সীতা হুতাশনে পশি
দেখাইলা নির্ম্মলতা পুনঃ পৌরজনে *। ১৪

সুহৃদ্ বৎসল রাম, দিলা বন্ধুগণে
নানা উপহার যুত সুচারু আগার, †
পশিলা সজল নেত্রে পিতার ভবনে —
চিত্রমাত্র আছে, আর পূজা উপহার ‡। ১৫

রাম ও কৈকেয়ী।

"সত্য রক্ষা করি, পিতা অমর-ভবনে
গেলা চলি, তব পুণ্যে, ভাবি দেখ মনে,"
করযোড়ে কহি রাম এ রূপ বচন
করিলেন কৈকেয়ীর লজ্জা নিবারণ §। ১৬

মানবযতন-জাত ভোগ্যবস্তুচয়ে
সুগ্রীবাদি মিত্রগণে সেবিলেন রাম।

---

* অনসূয়া-প্রদত্ত হৈম ও আরক্ত অঙ্গরাগে ভূষিত হওয়াতে সীতার দেহ যেন অগ্নিবৎ উজ্জলও নির্ম্মল দৃষ্ট হইল। কবি উৎপ্রেক্ষা করিতেছেন — সীতা যেন পুনরায় অগ্নি প্রবেশ করিয়া অগ্নি-ময়ী রূপে উত্থিত হইয়াছেন। লঙ্কায় সীতার অগ্নিপরীক্ষা হইয়াছিল। দ্বাদশ সর্গের ২৭ ও ১০৪ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

"সুকুঞ্চিত কৃষ্ণকেশ রক্তাম্বর পরি
চিতা হ'তে উঠিলেন রামের সুন্দরী
অলঙ্কার, মালা, শোভিছে বিমলা,
চিতানলে হয় নাই মলিন বরণ
পূর্ব্বমত সমুজ্জল রয়েছে এখন।" রাঃ যুঃ কাঃ।

† সুগ্রীবাদির জন্য নানাবিধভোগ্যসামগ্রীবিশিষ্ট বাসস্থান নিরূপিত হইল।

‡ তথা মৃত রাজা দশরথের চিত্র মাত্র রহিয়াছে, পূজার উপ-করণাদিতে তাহা সজ্জিত ছিল।

§ এই ঘটনা কৃত্তিবাস নিম্নমতে বর্ণন করিয়াছেন। —

"কৈকেয়ীরে লজ্জিতা জানিয়া রঘুনাথ
বিনয়ে কহেন বাক্য যুড়ি দুই হাত।
'তোমার কি দোষ মাতা, দৈবের নির্ব্বন্ধ

ভুঞ্জি তাহা বীরগণ মজিল বিস্ময়ে
ইচ্ছা মাত্রে যাহাদের পূরে মনস্কাম *। ১৭

আসিলা দেবর্ষিগণ রাম-সম্ভাষণে,
পূজিলা সবারে রাম, তাদের বদনে
শুনি রাবণের জন্ম আদি বিবরণ †
উজ্জ্বল ভাবিলা তাহে বিক্রম আপন। ১৮

বানরাদির বিদায়।

গেলা চলি মুনিগণ; রাক্ষস, বানরে
রামের সকাশে সবে লইল বিদায়,
অজ্ঞাতে মাসার্দ্ধ সুখে যাপি অযোধ্যায়,
লভি দিব্য উপহার জানকীর করে ‡। ১৯

যে পুষ্পক রথ নিজ-স্মরণ-সুলভ §
স্বর্গের কুসুম প্রায়, বধিয়া রাবণে
পেয়েছিলা রঘুনাথ, অলকা-সদনে
কুবেরে বহিতে তাহা প্রেরিলা রাঘব। ২০

নহে কোথা থাকি সীতা পাবে দশস্কন্ধ?
তোমার প্রসাদে সীতা করিনু উদ্ধার,
জানিলাম ভরতের ভ্রাতৃব্যবহার।
তোমার প্রসাদে পাই সুগ্রীব সুহৃৎ
মিতা হ'য়ে কেহ নাহি করে এত হিত।'
একে একে শ্রীরাম কহেন সর্ব্ব কাজ,
রামবাক্যে কৈকেয়ী অধিক পান লাজ।" কৃত্তি।

* সুগ্রীব বিভীষণাদি আপন আপন অলৌকিক প্রভাবে যে দ্রব্য ইচ্ছা করিতেন, তাহা পাইতে পারিতেন। তথাপি রামপ্রদত্ত উৎকৃষ্ট দ্রব্যাদি ভোগ করিয়া সমধিক বিস্ময়ান্বিত হইলেন।

† অগস্ত্যমুনি উত্তরকাণ্ডে রাবণের জন্মাদি পূর্ব্ববৃত্তান্ত, বিক্রম ও দিগ্বিজয় বর্ণন করিয়াছিলেন।

‡ সীতা নিজহস্তে তাহাদিগকে বহু মূল্য রত্নাদি পুরস্কার দিয়াছিলেন।

§ কুবের এই রথ পুনরায় রামের কাছে পাঠাইয়াছিলেন। পুষ্পক ফিরিয়া আসিলে পর রাম বলিলেন—
"যখন তোমারে আমি করিব স্মরণ
তখন করিও তুমি হেথা আগমন।
ব্যোমপথে সুখে থাক, বেড়াও স্বেচ্ছায়,
বিনা বাধা, বিনা বিঘ্নে যেথায় সেথায়।" রাঃ উঃ কা, ৪১ সং।

সমাপিয়া বনবাস আদেশে পিতার
গ্রহিলেন নিজরাজ্য রঘুকুলপতি ;
ধর্ম্ম অর্থ কামে সদা যতন তাঁহার
তেমতি আদর তিন অনুজের প্রতি *। ২১

জননীগণের প্রতি সমান ভকতি
প্রকাশিলা রঘুনাথ কোমল অন্তরে ;
ছয় মুখে স্তন্যপানে কুমার যেমতি
আদরেন সমভাবে কৃত্তিকানিকরে †। ২২

রামের রাজ্য। প্রজার বাড়িল ধন, অলোভে তাঁহার ;
নাশি বিঘ্ন, ধর্ম্মাচারী করিলা প্রজায়,
রক্ষণে পালনে তিনি জনক সবার ‡
দুঃখ বিনাশনে পুনঃ তনয়ের প্রায় §। ২৩

যথাকালে রাজকার্য্য করি সমাপন
বিহারেন সীতাসহ নিত্য রঘুমণি ;
ধরিয়া সীতার রূপ কমলা আপনি
আসিলা সেবিতে যেন রামের চরণ। ২৪

বনবিবরণচিত্র-শোভিত ভবনে
মনোমত জায়াপতি ভুঞ্জিলা বিষয় ;
যে দুঃখ পাইয়াছিলা দণ্ডক কাননে ‖
স্মরি তাহা মনে এবে সুখের উদয়। ২৫

সীতার গর্ভ-লক্ষণ। পতিরে তুষিলা সীতা গর্ভের লক্ষণে,
লাজে না কহিলা তাহা প্রকাশি বচনে ;

---

* ধর্ম্ম, অর্থ ও কামের সহিত তিন ভ্রাতার তুলনা।

† ছয়টী কৃত্তিকা নক্ষত্র কর্ত্তৃক কুমার প্রতিপালিত হইয়াছিলেন। তিনি এক সময়ে ছয় মুখে তাঁহাদের স্তন্য পান করিয়া তৎপ্রতি সমান অনুরাগ প্রকাশ করিয়াছিলেন। এই জন্য তাঁহার অন্যতর নাম ষড়ানন ও কার্ত্তিকেয়।

‡ পিতা প্রতিপালনকারী। ১ম সঃ ২৪ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

§ পুত্র পিতার দুঃখ বিনাশক।

‖ দণ্ডকারণ্যের ঘটনাদির চিত্রের দ্বারা রাজভবন শোভিত হইয়াছিল। ভবভূতির উত্তরচরিতে এই চিত্র মনোহর ভাবে বর্ণিত হইয়াছে।

শরসম পাণ্ডুবর্ণ হইল বদন, *
অধিক মসৃণ হ'ল যুগল নয়ন। ২৬

কালিমা স্তনের অগ্রে দিল দরশন,
শরীর হইল কৃশ, লজ্জিতা সীতারে
বিরলে লইয়া অঙ্কে রাঘব তখন
মনের বাসনা তাঁর সুধিলা আদরে। ২৭

আশ্রম দর্শনেচ্ছা।

বাসনা করিলা সীতা যেতে পুনরায়, †
গঙ্গাতীরে কুশপূর্ণ রম্য তপোবনে,
পূর্ব্ব সখী মুনিকন্যা আছেন যথায়, ‡
ভুঞ্জে যথা ধান্যরাশি বন্য পশুগণে §। ২৮

বাসনা পূরিতে তাঁর করি অঙ্গীকার
লয়ে অনুচরদলে রাম রঘুবর
উঠিলা বারিদস্পর্শী প্রাসাদ উপর,
হেরিতে আমোদমগ্ন শোভা অযোধ্যার ‖। ২৯

অযোধ্যার ঐশ্বর্য্য।

রাজপথে শত শত বিপণি বিরাজে,
ভাসিছে সরযূ-জলে তরী অগণন ;

---

* শর অর্থাৎ খাগড়াগাছের মত পাণ্ডু বর্ণ।
"Then day by day the husband's hope grew high
Gazing with love on Sita's melting eye :
With anxious care he saw her pallid cheek,
And fondly bade her all her wishes speak." *G.*

† "Once more I fain would see, the lady cried,
The sacred groves that rise on Ganga's side,
Where holy grass is ever fresh and green,
And cattle feeding on the rice are seen :
There would I rest awhile, where once I strayed
Linked in sweet friendship to each hermit-maid."
"And Rama smiled upon his wife, and swore
With many a tender oath to grant her prayer." *G*

‡ বনবাসকালে মুনিকন্যাদের সহিত সীতার সখ্য হইয়াছিল।

§ তথাকার অকৃষি জনিত প্রচুর ধান্যরাশি বন্য পশুরা ভক্ষণ করে ও কেহ নিষেধ করে না। নিম্নের ৭৭ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

‖ "It chanced one evening from a lofty seat,
He viewed Ajodhya stretched before his feet." *G.*

বিহরে বিলাসিগণ উপবন মাঝে,
নিরখিয়া রঘুনাথ হরষে মগন। ৩০

রাবণবিজয়ী রাম, বিশুদ্ধচরিত
বিশাল ফণীন্দ্র জিনি বাহুযুগ যাঁর,
জনরব শ্রবণ। প্রিয় ভাষে ভদ্রচরে সুধিলা বিহিত—
'কি কহিছে পৌরজন চরিত্রে আমার'? ৩১

নীরব রহিল চর; আগ্রহে রাজার
নিবেদিল—"সর্ব্ব কার্য্য তব পৌরজন
প্রশংসিছে, প্রভু! বিনা সীতার গ্রহণ,
বহু দিন ছিলা দেবী রাক্ষসমাঝার *।" ৩২

সীতার অপবাদ শ্রবণে। প্রেয়সীর অপবাদে ভেদিল মরম,
বিদীর্ণ হইল আহা রামের হৃদয়;

"He looked with pride upon the royal road
Lined with gay shops, their glittering stores that shewed.
He looked on Saraju's silver waves that bore
The light barks flying with sail and oar;
He saw the gardens near the town that lay
Filled with glad citizens and boys at play.
Then swelled the monarch's bosom with delight
And his heart triumphed at the happy sight." *G.*

* "হেনকালে রামচন্দ্র কৌতূহলী চিতে
ভদ্রে সম্বোধন করি লাগিলা কহিতে—
'কহ, ভদ্র, নগরে কি কথা এবে হয়?
গ্রাম ও নগরবাসী মোরে কিবা কয়?
সীতার সম্বন্ধে কথা হয় বা কেমন
বল হে আমারে সব, করিব শ্রবণ'।" রাঃ।

"He turned to Bhadra standing by his side
Upon whose secret news the king relied,—
And bade him say what people said and thought
Of all the exploits that his arm had wrought." *G.*

"The spy was silent, but when questioned still
Thus spake, obedient to his master's will —
'For all thy deeds in peace and battle done
The people praised thee, king, except for one,
This only the act of all thy life they blame —
The welcome home of her, thy ravished dame." *G.*

অয়োঘন মুদ্গারের আঘাতে বিষম
যেমতি জ্বলন্ত লৌহ বিচূর্ণিত হয় *। ৩৩

উপেক্ষি এ অপযশে করি কি পোষণ,
অথবা কি বিসর্জ্জিব নির্দ্দোষী প্রিয়ায়—
ভাবিয়া ব্যাকুল অতি রঘুকুলধন,
অস্থির হইল চিত্ত চল দোলা প্রায়। ৩৪

অন্যোপায়ে হেন নিন্দা ঘুচিবার নয়,
বুঝি তিনি জায়া-ত্যাগে করিলা নিশ্চয়,
কে না জানে তুচ্ছ দেহ, যশের তুলনে ?
নহে চিত্র, যশ-রক্ষা কলত্র-বর্জ্জনে †। ৩৫

নিস্তেজ মলিন মুখ হেরিয়া তাঁহার
হইলা অনুজগণ বিষাদে মগন,
তাঁদেরে ডাকিয়া রাম কহিলা তখন
নিজ অপযশ কথা করিয়া প্রচার। ৩৬

রামের উক্তি। "চিরশুদ্ধ রাজবংশে, আমারি কারণে
সূর্য্যকুলে এ কলঙ্ক হইল ঘটন—

---

* হাতুড়ির আঘাতে উত্তপ্ত লৌহ চূর্ণ হয়।
" Like iron yielding to the iron's blow,
Sank Rama, smitten by those words of woe!" *G.*

† চরিত্রগত সুখ্যাতি প্রাণ হইতে অধিক; তজ্জন্য স্ত্রীত্যাগ আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। প্রজার পালন ও সুখবৃদ্ধি রামের জীবনের মুখ্য ব্রত, তাহা ভবভূতি দেখাইয়াছেন—
"স্নেহং দয়াং তথা সৌখ্যং যদি বা জানকীমপি
আরাধনায় লোকস্য মুঞ্চতো নাস্তি মে ব্যথা।" পুনশ্চ
"সতাং কেনাপি কার্য্যেণ লোকস্যারাধনং ব্রতং
যৎ পুজিতংহি তাতেন মাঞ্চ প্রাণাংশ্চ মুঞ্চতা।" উঃ চঃ।
"সীতার কথা কি, আমি অপবাদ ভয়ে,
নিজ প্রাণ পারি ত্যাগ করিতে নির্ভয়ে।" রাঃ।

" His breast, where love and fear for empire vied,
Swayed like a rapid swing from side to side.
Shall he this rumour scorn, which blots his life
Or banish her, his dear and spotless wife ?
But rigid duty left no choice between
His perilled honor and his darling Queen." *G.*

মেঘ-বাষ্প-পরিপূর্ণ বায়ু-পরশনে
যেমতি মলিন হয় স্ফটিক দর্পণ *। ৩৭

"তৈলবিন্দু ব্যাপে যথা তরঙ্গিত নীরে,
ক্রমশঃ অযশঃ মম ব্যাপিছে নগরে, †
এই নব অপবাদ সহিব কেমনে,
সহে কি হে গজরাজ আলানবন্ধনে ‡। ৩৮

"পিতার আদেশে পূর্ব্বে ত্যজি বসুধারে
দিনু জলাঞ্জলি সুখে, জনকসুতারে
আসন্ন-প্রসবা জেনে নির্ম্মম অন্তরে
বিসর্জ্জিব এ কলঙ্ক মোচনের তরে §। ৩৯

"জানি আমি সতী সাধ্বী জনকনন্দিনী,
কিন্তু লোক-অপবাদ গুরুতর গণি—

---

* জলীয় বাষ্প দর্পণে লাগিলে মলিনত্ব জন্মায়। ৭ম সর্গ, ৬৮ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

"Alas! my brothers, that my life should blot
The fame of those, the Sun himself begot;
As from the labouring cloud the driven rain
Leaves on the mirror's polished face, a stain." *G.*

"যৎ সাবিত্রৈ র্দীপিতং ভূমিপালৈঃ
লোক শ্রেষ্ঠৈঃ সাধুশুদ্ধং চরিত্রং,
মৎসম্বন্ধাৎ কশ্মলা কিম্বদন্তী
স্যাচ্চেদস্মিন্, হন্ত ধিঙ্ মামধন্যং।" ভবভূতি।

† বায়ুবিলোড়িত জলের উপরে তৈল নিক্ষিপ্ত হইলে, তাহা বহু দূর বিস্তৃত হয়।

‡ আমার পক্ষে এই অপবাদ, হস্তীর পক্ষে নূতন বন্ধন স্বরূপ অসহ্য।

"Even as the elephant, who loathes the stake
And the strong chain he has no power to break,
I cannot brook this cry on every side
That spreads like oil upon the moving tide." *G.*

§ "I leave the daughter of Videha's King
And the fair blossom soon from her to spring,
As erst, obedient to my sire's command
I left the empire of the sea-girt land." *G.*

পৃথ্বীছায়া চন্দ্রলোকে হইলে পতিত,
চন্দ্রের কলঙ্ক বলি লোকে পরিচিত *। ৪০

"রাবণবধের শ্রম নহে অকারণে
অপকার-প্রতিশোধ লইনু বিহিত —
অসহিষ্ণু বিষধরে, হানিলে চরণে
দংশে প্রহারকে, কিন্তু না ভুঞ্জে শোণিত †। ৪১

"ইচ্ছা যদি তোমাদের বাঁচাতে আমায়
নিন্দা-শল্য মুক্ত করি কঠিন জীবন,
করুণার বশে কিম্বা দ্রবিয়া কৃপায়,
এ সঙ্কল্প হ'তে মোরে না কর বারণ ‡।" ৪২

এ রূপ কহিলা যদি রঘুকুলেশ্বর
জানকীর প্রতি হ'য়ে মমতাবিহীন,

---

* পৃথিবীর ছায়া চন্দ্রে পতিত হইলে চন্দ্র মলিন দৃষ্ট হয় (গ্রহণ হয়)। তাহা প্রকৃত পক্ষে চন্দ্রের কলঙ্ক নহে। সীতার পক্ষে লোকাপবাদ সেই রূপ অমূলক।

"Good is my Queen and spotless; but the blame
Is hard to bear, the mockery and the shame;
Men blame the pure moon for the darkened ray,
When the block shadow takes the light away." G.

† অপমানিত সর্প প্রতিহিংসাপরবশ হইয়াই প্রহারকারী ব্যক্তিকে দংশন করে, ভোগ অর্থাৎ শোণিত পান করা তাহার উদ্দেশ্য নহে। সীতাকে লইয়া বিষয় ভোগ করা রাবণবধের উদ্দেশ্য ছিল না। রাবণবধের পর সীতা রামের সমীপে আনীত হইলে রাম বলিয়াছিলেন —

"অপমান কৈল মোরে রাক্ষস রাবণ
প্রতিশোধ কৈনু তারে করিয়া নিধন।
স্বচরিত্র রাখিবারে নিন্দা ঘুচাবারে
বংশের গৌরব নাম রাখিবার তরে
এ কার্য্য করিছি আমি অন্য ভাবে নয়
ইহা যেন মনে তব সর্ব্বদাই রয়।" রাঃ যুঃ কাঃ।

‡ "And, O my brothers, if ye wish to see
Rama live long, from this reproach set free,
Let not your pity labor to control
The firm sad purpose of his changeless soul." G.

তিন ভাই অধোমুখ, বিষাদে মলিন,
নাহি শক্তি ভালমন্দ করিতে উত্তর। ৪৩

লক্ষ্মণ-অগ্রজ রাম, নিত্য সত্যভাষী
গাইছে যাঁহার যশ এ তিন ভুবন,
আজ্ঞাবহ লক্ষ্মণেরে কহিলা সম্ভাষি,
"প্রিয় ভাই, কর মম আদেশ শ্রবণ। ৪৪

সীতা নির্ব্বাসনের আদেশ।

"ভ্রাতৃ-জায়া সীতা তব উৎসুক অন্তরে
ইচ্ছিলেন তপোবন করিতে দর্শন;
সেই ছলে লয়ে তাঁরে রথের উপরে
বাল্মীকির তপোবনে কর বিসর্জ্জন *।" ৪৫

পিতার আদেশে পূর্ব্বে ভৃগুর নন্দন
করেছিলা শত্রুপ্রায় মাতারে প্রহার, †
স্মরি তা, জ্যেষ্ঠের আজ্ঞা গ্রহিলা লক্ষ্মণ
গুরু-আজ্ঞা প্রতি নহে উচিত বিচার ‡। ৪৬

লক্ষ্মণের সহিত সীতার গমন।

তপোবনে যাইবেন শুনি হৃষ্টমতি
রথে উঠিলেন সীতা লক্ষ্মণের সনে;
নির্ভয় তুরগদল বহিল স্যন্দনে
ধরিলা অশ্বের রশ্মি সুমন্ত্র সারথি। ৪৭

নানা রম্যস্থান সতী পথে পথে হেরি
আনন্দে ভাবেন পতি প্রিয়কারী কত;
না জানেন কল্পতরু রূপ পরিহরি
আজি তিনি অসিতরু রূপে পরিণত §।৪৮

---

* পূর্ব্বের ২৮ শ্লোক ও টীকা দ্রষ্টব্য।

† পরশুরাম পিতার আদেশে তাঁহার মাতা রেণুকার শিরশ্ছেদ করিয়াছিলেন, ইহা দৃঢ়রূপে মনে করিয়া লক্ষ্মণ রামের আদেশে সীতা নির্ব্বাসন রূপ নিদারুণ কার্য্যে সম্মত হইলেন। একাদশ সর্গের ৬৫ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

‡ প্রভুর আদেশ ভাল কিম্বা মন্দ তদ্বিষয়ে বিচার করা ভৃত্যের উচিত নহে।

§ অসি বৃক্ষ—নরকস্থিত খড়্গাকার পত্রবিশিষ্ট বৃক্ষ বিশেষ। সেই পত্রের উভয় দিকে ধার। যেই স্বামী কল্পতরুর ন্যায়

পতি-দরশন ভাগ্যে ঘটিবে না আর,
অশুভ লক্ষণ। ভাবি কি দক্ষিণ আঁখি কাঁপিল সীতার ?
ভবিষ্যৎ দুঃখ যেন করিল সূচন,
যে দুঃখ-বারতা পথে গোপিলা লক্ষ্মণ *। ৪৯

কুলক্ষণে বিষাদিতা সীতা সুলক্ষণা,
সহসা মলিন হ'ল বদনকমল ;
সর্ব্বপ্রাণমনে সীতা করিলা কামনা
অনুজগণের সহ রামের কুশল †। ৫০

গঙ্গাতীরে। পতিব্রতা জানকীরে বিসর্জ্জিতে বনে
চলিলা সুমিত্রা-সুত জ্যেষ্ঠের বচনে,

ছিলেন, তিনি যে অসিপত্রের ন্যায় নিদারুণ হইয়াছেন, তাহা সীতা এখনও জানিতে পারেন নাই। উত্তর চরিতে রাম নিজেই বলিয়াছেন—

"অপূর্ব্বকর্ম্মচণ্ডালং অয়ি মুগ্ধে বিমুঞ্চ মাং
শ্রিতাসি চন্দনভ্রান্ত্যা দুর্ব্বিপাকং বিষদ্রুমং।" ভবভূতি।

"She saw green fields in all their beauty dressed
And thanked her husband in her loving breast.
Alas! deluded Queen, she little knew
How changed was he, whom she believed so true!
How one she worshipped like the heavenly tree
Could in a moment's time so deadly be!" *G.*

* লক্ষ্মণ তখনও বনবাসবার্ত্তা প্রকাশ করেন নাই।

"লক্ষ্মণ, আজি রে হেন, অমঙ্গল হেরি কেন,
শিহরিছে সর্ব্বাঙ্গ আমার !
দক্ষিণ নয়ন নাচে, না জানি কি ঘটে পাছে,
অধীর হ'তেছে প্রাণ মোর ;
রামের কারণ মনে, উৎকণ্ঠা বাড়িছে ঘনে,
ধরা যেন অন্ধকার ঘোর।" রাঃ।

"Her right eye throbbed, ill-omened sign to tell
The endless loss of him she loved so well,
And to the lady's saddening heart revealed
The woe that Lakshman in his love concealed." *G.*

† "Pale grew the bloom of her sweet face—as fade
The lotus-blossoms—by that sign dismayed.
Oh, may this omen—was her silent prayer —
No grief to Rama or his brothers bear!" *G.*

জানিয়া জাহ্নবী যেন করিলা বারণ
তরঙ্গ রূপেতে কর করি উত্তোলন *। ৫১

নিবারিল রথ-অশ্ব সারথি তখন,
নামাইলা জানকীরে পুলিনে লক্ষ্মণ;
নিষাদের তরীযোগে তরিলা গঙ্গায়,
উত্তীর্ণ হইলা যেন প্রতিজ্ঞার দায় †। ৫২

বাষ্পেতে রোধিত-কণ্ঠ সুমিত্রা-কুমার
স্ববশে আনিয়া ক্লেশে বচন-শকতি ‡
নিদারুণ রাজ-আজ্ঞা করিলা উদ্গার,
নির্ঘাতে বারিদ শিলা উগরে যেমতি §। ৫৩

নির্ব্বাসন বার্ত্তা শ্রবণে।

বাতাহতা লতাপ্রায় হায়রে অমনি
শোকের আবেগে সীতা হইলা মূর্চ্ছিত,
মাতৃরূপী ভূমিতলে পড়িলা তখনি
পুষ্পরূপে আভরণ হল বিগলিত ‖। ৫৪

---

* "When Lakshman, faithful to his brother, stood
Prepared to leave her in the distant wood,
The holy Ganga flowing by the way
Raised all her hands of waves to bid him stay!" *G.*

† লক্ষ্মণ নৌকায় সীতাকে লইয়া গঙ্গায় উত্তীর্ণ হইলেন। তাহাতে যেন সীতা-বিসর্জ্জনরূপ দারুণ প্রতিজ্ঞার দায় হইতে উত্তীর্ণ হইলেন।

‡ লক্ষ্মণ শোকভরে প্রথমে বাক্‌শক্তিরহিত হইয়াছিলেন।

§ দৈবোৎপাতকালে হিতকারী বারিবর্ষী মেঘও কঠিন শিলা উদ্গার করে। সুশীললক্ষ্মণমুখবিনির্গত নির্ব্বাসনবার্ত্তা শিলা-বর্ষণ স্বরূপ।

"At length with sobs and burning tears that rolled
Down his sad face, the king's command he told,
As when a monstrous cloud in evil hour,
Rains from its labouring womb, a stony shower." *G.*

‖ পৃথিবী সীতার মাতা।

"She heard, she swooned, she fell upon the earth,
Fell upon the bosom, whence she sprang to birth,
As when the tempest in its fury flies,
Low in the dust the prostrate creeper lies,
So struck with terror sank she on the ground
And all her gems like the flowers lay scattered round." *G.*

"বিমল-চরিত রাম সূর্য্যকুলমণি
অকারণে কেন তোমা করেন বর্জ্জন,"
এ ভাবিয়া মনে যেন বসুধা জননী
সীতারে না দিলা স্থান হৃদয়ে তখন *। ৫৫

দুঃখ না জানিলা সীতা হইয়া মূর্চ্ছিত,
অন্তর দহিল, যবে ফিরিল চেতনা;
লক্ষ্মণের যত্নে মোহ হ'ল অপনীত —
মোহ হ'তে চেতনায় অধিক যাতনা †। ৫৬

মূর্চ্ছান্তে। বিনা অপরাধে পতি দিলা বিসর্জ্জন,
তবু তাঁরে না দোষিলা জনক-নন্দিনী।
"নিজ কর্ম্মদোষে আমি চির অভাগিনী"
এ বলি নিন্দিলা সতী অদৃষ্ট আপন ‡। ৫৭

বাল্মীকি-আশ্রম-পথ করি প্রদর্শন
লক্ষ্মণের ক্ষমা প্রার্থনা। প্রবোধিয়া জানকীরে কহিলা লক্ষ্মণ —
"প্রভুর আদেশবহ এ কঠোর জনে
ক্ষম, দেবি !" এ বলিয়া নমিলা চরণে §। ৫৮

---

* এ সময়ে সীতা ভূগর্ভে প্রবিষ্ট হইলেন না। দ্বিতীয় বার অগ্নি পরীক্ষার সময়ে পৃথিবী তাঁহাকে গর্ভে স্থান দিয়াছিলেন। ১৫ সঃ ৮৪।

"But Earth, her mother closed her stony breast
And filled with doubt denied her daughter rest —
She could not think, the chief of Raghu's race
Would thus his own dear guiltless wife disgrace." *G.*

† "Stunned and unconscious long the lady lay
And felt no grief, her senses all astray,
But gentle Lakshman with a brother's care
Brought back her sense, and with her sense despair." *G.*

‡ "But not her wrongs, her shame, her grief could wring
An angry word against her lord, the king;
Upon herself alone the blame she laid,
For tears and sighs that would not yet be stayed."

§ "To soothe her anguish Lakshman gently strove.
He showed the path to saint Valmiki's grove,
And craved her pardon for the share of ill
He wrought, obedient to his brother's will." *G.*

"যশস্বী বাল্মীকি মুনি আমার পিতার
অতীব পরম বন্ধু, ভয় কি তোমার ?
সেই মহাত্মার তুমি চরণছায়ায়
আশ্রয় লইয়া থাক ভয় কি তাহায় ?" রাঃ।

সীতার উক্তি।

লক্ষ্মণে তুলিয়া স্নেহে কহিলা পার্থিবী
"প্রীত আমি তব প্রতি, হও চিরজীবী —
চির অনুগত তুমি অগ্রজের প্রতি,
বাসবের পরবশ কেশব যেমতি *। ৫৯

"শ্বশ্রূগণে যথাক্রমে মম নমস্কার
জানায়ে কহিবে মোর এই নিবেদন —
তাঁদের যে সুত-শিশু গর্ভেতে আমার,
সে অপত্য-হিত যেন করেন চিন্তন †। ৬০

"কহিও রাজারে, তিনি অগ্নি-পরীক্ষায়
স্বচক্ষে দেখিলা মম বিশুদ্ধ চরিত ;
লোক-নিন্দা ভয়ে তবু ত্যজিলা আমায়
বিখ্যাত ইক্ষ্বাকু-কুলে এই কি উচিত ‡ ? ৬১

"পরম সুবুদ্ধি তিনি ; কহিব কেমনে
স্বেচ্ছাচারবশে মোরে করিলা বর্জ্জন ?
পূর্ব্ব জনমের পাপে হায় এ জীবনে
অদৃষ্টে হয়েছে মম অশনি-পতন। ৬২

---

* অর্থাৎ বামন অবতারে। রামায়ণ দ্রষ্টব্য। যথা —

"অদিতি উদরে তুমি জনম লভিয়া
ইন্দ্রের অনুজ হ'লে বামন আকারে ;
অগ্রজের হৈলে হিত পাতালে রাখিয়া
মহাবল বলিরাজে, পদ দিয়া শিরে।" উঃ কাঃ ৩৬ সঃ।

"O! long and happy, dearest brother, live;
I have to praise, she cried, and not forgive.
To do his will should be thy noblest praise
As Vishnu ever Indra's will obeys." *G.*

† "Return, dear brother, on each royal dame
Bestow a blessing in poor Sita's name;
And bid them, in their love, kind pity take
Upon her offspring, for the father's sake." *G.*

‡ "And speak my message in the monarch's ear —
The last, last words of mine that he shall hear —
'Say, was it worthy of thy noble race
Thy guiltless Queen thus lightly to disgrace,
For idle tales to spurn thy faithful bride
Whose constant truth the searching fire had tried' "? *G.*

"অঙ্কাগত রাজলক্ষ্মী ত্যজি রঘুবর
আমারে লইয়া পূর্ব্বে গিয়াছিলা বনে,
তাই রোষে রাজলক্ষ্মী পেয়ে অবসর
রহিতে না দিলা মোরে পতির ভবনে *। ৬৩

"রক্ষো-ভয়ে ভীত কত মুনিপত্নীগণে
যাঁহার প্রসাদে পূর্ব্বে দিয়াছি শরণ,
এবে তিনি রাজাসনে ; হায়রে কেমনে
আশ্রয় মাগিব আমি অন্যের সদন †। ৬৪

"চির বিরহিনী হয়ে কি ফল জীবনে ?
আত্মঘাতী হইতাম আমি এত ক্ষণে ;
রঘুকুল-শিশু হায় গর্ব্ভেতে আমার,
বহিতেছি তাই হত জীবনের ভার ‡। ৬৫

"তপস্যা করিব আমি প্রসবের পরে
সূর্য্যপানে স্থাপি দৃষ্টি, করিছি নিশ্চয়,
পাই যেন এই পতি জন্মজন্মান্তরে,
কিন্তু যেন এ বিরহ ভুগিতে না হয় §। ৬৬

---

* পূর্ব্বে রাম রাজলক্ষ্মীকে তুচ্ছ করিয়া সীতা সহ বনে বাস করিয়াছিলেন। এখন রাজলক্ষ্মী রামকে বশ করিয়া সপত্নী-হিংসাপরবশ হইয়া যেন সীতাকে নির্ব্বাসিত করিল।

† উত্তর চরিতে রাম এইরূপে আক্ষেপ করেন —
"ত্বয়া জগন্তি পুণ্যানি ত্বয্যপুণ্যা জনোক্তয়ঃ।
নাথবন্তস্ত্বয়া লোকাঃ ত্বমনাথা বিপৎস্যসে॥" ভবভূতি।

‡ "Think not I value now my widowed life
Worthless to her, who once was Rama's wife.
I only live, because I hope to see
The dear, dear babe that will resemble thee" *G.*

"লক্ষ্মণ, জাহ্নবীজলে ত্যজিতাম প্রাণ
যদি না থাকিত গর্ব্ভে রামের সন্তান।" রাঃ।

§ "And then my task of penance shall be done,
With eyes uplifted to the scorching sun;
So shall the life that is to come restore
My own dear husband, to be lost no more." *G.*

উত্তর চরিতে রামের উক্তি দ্রষ্টব্য —
"কিমস্যা ন প্রেয়ো যদি পুনরসহ্যো ন বিরহঃ"।

"গৃহস্থতপস্বীআদি সবার পালন
রাজধর্ম্ম, মনুবাক্যে জগতে প্রচার ;
যদিও পত্নীত্বে মোরে ত্যজিলা রাজন্
তপস্বিনী রূপে আমি পালনীয়া তাঁর।" ৬৭

একাকিনী সীতা।

গ্রহিয়া সীতার বাক্য চলিলা লক্ষ্মণ,
অদৃশ্য হইলে তিনি, মহা শোকভরে
উতলা হইয়া সীতা করিলা রোদন,
ত্রাসিতা কুররী যথা কাঁদে উচ্চৈঃস্বরে *। ৬৮

ময়ূর ত্যজিল নৃত্য ; শাখী ত্যজে ফুল ;
হরিণী কুশের গ্রাস ফেলে শোকাকুল ;
জানকীর দুখে দুখী নিখিল কানন,
উঠিল সে বনভূমে তুমুল রোদন। ৬৯

বাল্মীকির আগমন।

নিষাদ বিঁধিল শরে ক্রৌঞ্চেরে যখন †
উথলিয়াছিল যার শোকের উচ্ছ্বাস,
কুশ আহরিতে ছিলা সেই তপোধন,
আসিলা রোদন শুনি জানকীর পাশ। ৭০

---

* এই শোকাবহ ঘটনা সম্বন্ধে কবিবর মধুসূদন দত্ত লিখিয়াছেন —
"নদীপারে একাকিনী সে বিজন বনে
দাঁড়ায়ে কহিলা সতী শোকের বিহ্বলে —
'ত্যজিলা কি, রঘুরাজ, আজি এই ছলে
চির জন্যে জানকীরে? হা নাথ, কেমনে
কেমনে বাঁচিবে দাসী ও পদ-বিরহে?
কে, কহ, বারিদরূপে স্নেহবারি দানে
(দাবানল রূপে যবে দুঃখানল দহে)
জুড়াবে, হে রঘুচূড়া, এ পোড়া পরাণে?'
নীরবিলা ধীরে সাধ্বী, ধীরে যথা রহে
বাহ্যজ্ঞান-শূন্য মূর্ত্তি নির্ম্মিত পাষাণে।" কবিতাবলি।

† "তখন বাল্মীকি মুনি বল্কল লইয়া
ভ্রমিতে লাগিলা বন দেখিয়া দেখিয়া।
দেখিলা সে বনপাশে রোগশূন্য-কায়
ক্রৌঞ্চ মিথুন চরি চারু গান গায়।
হেন কালে পাপমতি অকারণ অরি
জনেক নিষাদ ক্রৌঞ্চে ফেলিলেক মারি।

মুছি নেত্ররোধি-অশ্রু, সম্বরি রোদন *
বন্দিলেন বাল্মীকিরে জনক-নন্দিনী ;
গর্ভচিহ্ন হেরি মুনি আশিষি তখন
কহিলেন "হও, বৎসে, বীর-প্রসবিনী। — ৭১

সীতার সান্ত্বনা।

"ধ্যানেতে জানিনু মিথ্যা-অপবাদ-ভয়ে
বিনা দোষে পতি তোমা করিলা বর্জ্জন ;
আসিয়াছ দেশান্তরে পিতার আলয়ে
হেন মনে কর, সীতে, না কর রোদন। ৭২

"সত্যব্রত রঘুনাথ, গরব রহিত,
সাধিলা রাক্ষস বধি ত্রিজগত-হিত,
তবু তাঁর তব প্রতি হেন ব্যবহার
নিরখি, রোষেতে হৃদি ফাটিছে আমার। ৭৩

"তব পিতৃ-উপদেশে ভবের বন্ধন †
হয় মুক্ত ; সখা মম শ্বশুর তোমার ; ‡
পতিব্রতা মাঝে তুমি পূজিতা সবার —
সর্ব্বমতে তুমি মম কৃপার ভাজন। ৭৪

আশ্রয় প্রদান।

"মুনি-সহবাসে হেথা শান্ত জন্তুগণ,
থাক এই তপোবনে, নাহি কোন ভয়,

অনন্তর মহামুনি ক্রৌঞ্চীর রোদনে
সবিষাদে ব্যাধে কহে পরুষ বচনে —
'নিষাদ, প্রতিষ্ঠা তুই না পাবি কখন
কাম-বিমোহিত ক্রৌঞ্চে বধিলি যখন'।" রাঃ।

বাল্মীকির মুখ হইতে প্রথম অনুষ্টুভ্ ছন্দের এই শ্লোক নির্গত হইয়াছিল —

"মা নিষাদ! প্রতিষ্ঠাস্ত্ব মগমঃ শাশ্বতী সমাঃ।
যৎ ক্রৌঞ্চমিথুনাদেকমবধীঃ কামমোহিতৎ॥"

এই ছন্দে রামায়ণ রচনার সূত্রপাত হয়।

* দৃষ্টিরোধকারী অশ্রু। উপরে ২য় শ্লোক দ্রষ্টব্য।

† রাজর্ষি জনক ব্রহ্মবিদ্যোপদেশে সদ্ব্যক্তিগণের জন্মজরামরণাদি ক্লেশ উচ্ছেদ করিয়াছিলেন।

‡ দশরথ বাল্মীকির বন্ধু ছিলেন। ৬২ শ্লোকের টীকা দ্রষ্টব্য।

নিরাপদে জনমিবে তনয় যখন
সম্পন্ন হইবে হেথা জাত-কর্ম্মচয় *। ৭৫

"তাপস-কুটীর-পূর্ণ তমসার তীরে
কর ইষ্টদেব পূজা, সৈকত-আসনে,
নিত্য অবগাহি দেহ সে পবিত্র নীরে ;
দূরে যাবে শোক, শান্তি পাইবে হে মনে †। ৭৬

"অভিভূতা হেরি তোমা নব শোক ভরে
তোষিবে উদার বাক্যে মুনি কন্যাকুল,
আনি দিবে যথাকালে সদ্য ফল ফুল,
অকৃষিজনিত ধান্য আনিবে আদরে ‡। ৭৭

"কলসে আনিয়া জল নিজ শক্তিমতে,
পালিবে হে তপোবনে বালতরুচয়,
যে সুখ উপজে, স্তন্য প্রদানিলে সুতে,
পাবে তাহা, না জন্মিতে আপন তনয় §।" ৭৮

---

* "Rest in this holy grove nor harbour fear
Where dwell in safety even the timid deer.
Here shall thine offspring safely see the light
And be partaker of each holy rite." *G.*

† "Here near the hermits' dwellings shalt thou lave
Thy limbs in Tons's sin-destroying wave ;
And on her isles by prayer and worship gain
Sweet peace of mind and rest from care and pain." *G.*

‡ কৃষি বিনা এই ধান্য জন্মিয়া থাকে।
"Each hermit maiden with her sweet soft voice
Shall soothe thy woe and bid thy heart rejoice ;
With fruits and early flowers thy lap shall fill
And offer grain that springs for us at will."

§ জলদানে বাল বৃক্ষের পোষণ ও স্তন্যদানে শিশু প্রতিপালন
এক রূপ স্নেহের কার্য্য।
"And here with labor light thy task shall be
To water carefully each tender tree,
And learn how sweet a nursing mother's joy,
Ere on thy bosom rest thy darling boy." *G.*

আশ্রমে গমন।

আগ্রহে মুনির বাক্য গ্রহিলা জানকী,
আশ্রমে লইলা তাঁরে দয়ালু বাল্মীকি ;
শান্ত তথা পশুগণ, সায়াহ্ন সময়
বিশ্রামিছে বেদিপাশে হরিণ নিচয়। ৭৯

শোক-ম্লানা জানকীরে পাইয়া তখন
তাপস-রমণীগণ হরষে মগন—
পিতৃ-ভুক্ত ক্ষীণ শশী অমানিশাকালে
পেয়ে যথা জ্যোতির্লতা দীপ্ত হয়ে জ্বলে *। ৮০

প্রদোষে তাপসীগণ পুজিয়া সীতায় †
দিলা তাঁরে পর্ণশালা নিবাসের তরে ;
পবিত্র অজিন শয্যা শোভিছে তথায়,
ইঙ্গুদীর তৈলে দীপ জ্বলিছে সে ঘরে। ৮১

বল্কল পরিয়া সীতা স্নানপুত-কায়,
যতনে আতিথি নিত্য সেবেন তথায় ;
কেবল পতির বংশ রক্ষার কারণ
ফলমূলাহারে দেহ করিলা ধারণ। ৮২

"সহিছেন মনস্তাপ প্রভু এতক্ষণ"
ভাবিয়া ফিরিলা হেথা মেঘনাদ-অরি ;
নিবেদিলা রাঘবেরে আদেশপালন,
সীতার বিলাপবার্ত্তা কহিলা বিবরি। ৮৩

---

* পিতৃগণ ৭ শ্রেণীতে বিভক্ত। তাঁহারা দিন এক এক কলা করিয়া চন্দ্ররূপ অমৃতাপান করিয়া থাকেন। অমাবস্যার রাত্রে চন্দ্রের এক কলা মাত্র অবশিষ্ট থাকে, সেই সময়ে (অন্ধকার বশতঃ) ওষধি লতা সমূহের তেজ সমধিক উজ্জ্বলতা ধারণ করে। ম্লান ভাবাপন্না সীতাকে বহু দিনের পর দর্শন করিয়া তাপসীরা হর্ষোৎফুল্ল হইয়াছিলেন। ৫ ম সর্গের ১৬ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

† "এবে এই সীতা মোর প্রতিপালনীয়া
রাখিবে তোমরা এঁরে স্নেহ বাড়াইয়া।
সগৌরবে আর মোর অনুরোধে ইনি
তোমাদের পূজনীয়া জনকনন্দিনী।
মহর্ষি বাল্মীকি বলি এরূপ বচন
তাপসীর করে সীতা কৈলা সমর্পণ।" রাঃ।

রামের শোক। সহসা বর্ষিলা অশ্রু রাম রঘুবর,
বরিষে শিশির যথা পৌষে নিশাকর ;
নিন্দা ভয়ে গৃহচ্যুত করিলা সীতারে,
করিতে হৃদয়চ্যুত নারিলা তাঁহারে। ৮৪

সম্বরি বিষম শোক রঘুকুলমণি
রাজ্যভোগে অধিকার দিয়া ভ্রাতৃগণে
প্রজার পালনে রত রহিলা আপনি ;
শাসিলেন মহারাজ্য রজঃশূন্যমনে। ৮৫

লোক-অপবাদভয়ে ত্যজিলা রাজন্
একমাত্র পতিব্রতা কলত্র আপন,
নিষ্কণ্টকে রাজলক্ষ্মী রাজহৃদিমাঝ
সপত্নী-বিহনে যেন করিল বিরাজ। ৮৬

জানকীরে রঘুনাথ করি পরিহার
না করিলা পরিণয় অপর রমণী
সম্মুখে রাখিয়া স্বর্ণ-প্রতিমা সীতার
সাধিলেন যাগ যজ্ঞ রঘুকুলমণি।
জনরবে শুনি তাহা সীতা চন্দ্রাননা
কোন মতে সহিলেন মনের বেদনা। ৮৭

ইতি কালিদাসকৃত রঘুবংশের বঙ্গানুবাদে সীতা-
পরিত্যাগ নামক চতুর্দ্দশ সর্গ।

রঘুবংশ।

পঞ্চদশ সর্গ।

রামের স্বর্গারোহণ।

রতন-ভূষিতা ত্যজিয়া সীতারে
অনাথিনী করি, পৃথিবী-ঈশ্বর
ভুঞ্জিলেন এবে একা বসুধারে
কটিতে যাহার শোভে রত্নাকর *। ১

লবনের দৌরাত্ম্য।

লবণ নামেতে দৈত্য দুরাচার †
করে যজ্ঞনাশ; ভয়েতে তাহার
যমুনার তীরবাসী ঋষিগণ
শরণ্য রামের লইল শরণ। ২

নিজ তেজে তাঁরা না বধিলা অরি,
রঘুকুলপতি রক্ষক যথায়;
না থাকিলে অন্য রক্ষার উপায়,
দেন তাঁরা শাপ তপঃক্ষয় করি ‡। ৩

---

* রত্নাকর সমুদ্র পৃথিবীর কটির মেখলা। সীতার পক্ষে রত্না-লঙ্কার। ৮ ম সর্গের ১ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

† লবণ—মধু দৈত্যের ঔরষে রাবণের ভগ্নী কুম্ভীনসীর গর্ভে জাত দৈত্য, মধুবন বা মধুপঘ্ন তাহার রাজ্য। তাহাকে বধ করিয়া শত্রুঘ্ন মধুরা বা মথুরা নগরী স্থাপন করেন। ২৭ শ্লোক দ্রষ্টব্য। বায়ু পুরাণ ও ভাগবতে ইঁহার উল্লেখ আছে।

‡ শাপদান করিলে তপঃক্ষয় হয়। রামের শাসনকালে শাপদ্বারা শত্রু বধ করার কোন প্রয়োজন ছিল না। মনু বলিয়াছেন
"অরাজকেহি লোকেঽস্মিন্ সর্ব্বতো বিদ্রুতে ভয়াৎ
রক্ষার্থমস্য সর্ব্বস্য রাজানমসৃজৎ প্রভুঃ।"

লবণ বধার্থ শত্রুঘ্নের প্রেরণ।

করিতে ধরায় ধর্ম্মের রক্ষণ
অবতীর্ণ ভবে ভবেশ কেশব ;
মুনিগণ প্রতি কহিলা রাঘব
"হবে বিঘ্ন দূর, মরিবে লবণ।" ৪

দুরন্ত লবণ-বধের কৌশল
নিবেদিলা রামে তাপসের দল —
"আক্রমিবে তারে শূলশূন্য যবে,
শূল-হস্ত হ'লে অজেয় সে ভবে *।" ৫

শত্রুঘ্নে তখন কহিলেন রাম —
"তাপসদিগের হিতের কারণ
কর এই দেব-শত্রুরে নিধন,
সার্থক হউক শত্রুঘ্ন নাম †।" ৬

রঘুগণ মাঝে এক এক জন
করিতে সক্ষম অরাতি-দমন
শাস্ত্রের বিশেষ বিধি যেই মত ‡
সামান্য বিধিরে করে নিরাকৃত। ৭

অগ্রজ-আশিস্ লভিয়া নির্ভয়
চলিলা কুমার রথ আরোহণে ;
কুসুম-শোভিত সুরভি কাননে
হেরি পথে তাঁর প্রফুল্ল হৃদয়। ৮

---

* "লোলার অগ্রজ সুত মধু, দৈত্যকুলে ধর্ম্মশীল সাধু
দেবদেব রুদ্র ভগবান, মধু দৈত্যে দেখাইতে মান
আপনার ত্রিশূল সমান, অপর ত্রিশূল কৈলা দান ;
এই বর তারে শিব দিলা পুনরায়—
এক পুত্র শুধু তব পাইবে ইহার
অধিকার তব সম, কহিনু তোমায় ;
যাবৎ তাহার হস্তে এ শূল থাকিবে
তাবৎ তাহায় কেহ বধিতে নারিবে।" রাঃ উঃ কাঃ।

† শত্রুঘ্ন নামের অর্থ অরি বা শত্রুদমনকারী।

‡ বিশেষ শাস্ত্র বা বর্জ্জিত বিধির দ্বারা সাধারণ বিধির কার্য্য রহিত হয়। কুমার সম্ভবের ২ য় সর্গ ২৭ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

একা বীর অরি-দলনে কুশল,
তবু সঙ্গে তাঁর চলে সেনাদল,
‘অয়ন’ শব্দের অর্থ অধ্যয়ন
তবু ‘অধি’ যোগে অধিক শোভন *। ৯

রথে যান বীর প্রতাপে অতুল,
পথ দেখাইয়া চলে মুনিকুল ;
ব্যোমপথে রথে চলিলে তপন
অগ্রে চলে যথা বালখিল্যগণ †। ১০

বাল্মীকির আশ্রমে অবস্থান।

গমন সময়ে রামানুজ বীর
ছিলা এক রাতি বাল্মীকির বনে, ‡
শুনি রথধ্বনি করি উচ্চশির
হেরে তাঁরে মৃগ চকিত নয়নে। ১১

পথশ্রমে অতি ক্লান্ত অশ্বগণ,
বিশ্রামিলা হেথা সুমিত্রা-কুমার ;
পূজিলা তাঁহারে মহাতপোধন
দিয়া তপোবলে রাজ-উপচার। ১২

---

* অয়ন শব্দের অর্থ শিক্ষা, তথাপি অধি উপসর্গের যোগে তাহা "অধ্যয়ন" শব্দে সুসম্পন্ন হইয়াছে। সেনা সকল শত্রুঘ্নের পক্ষে উপসর্গস্বরূপ শোভা বর্দ্ধনের জন্য ছিল। ১ ম সর্গের ১৯ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

† শত্রুঘ্ন তেজঃপুঞ্জ সূর্য্যের ন্যায় রথে যাইতেছেন। রথের অগ্রে ঋষিগণ ধাবমান। ৬০,০০০ সংখ্যক বালখিল্য মুনিগণ সূর্য্যরথ বেষ্টন করিয়া গমন করিয়া থাকেন। তাঁহারা দৈর্ঘ্যে অর্দ্ধহস্ত পরিমাণ। ইহাঁরা সূর্য্যরশ্মিস্বরূপ। যথাঃ—

"স্তুবন্তি মুনয়ঃ সূর্য্যং গন্ধর্ব্বৈর্গীয়তে পুরঃ
নৃত্যন্ত্যপ্সরসো যান্তি সূর্য্যস্যানু নিশাচরাঃ
বালখিল্যাস্তথৈবৈনং পরিবার্য্য সমাসতে।"

বিষ্ণু পুরাণ ২ অঃ।

‡ অযোধ্যা হইতে বাল্মীকির আশ্রম দুই দিনের পথ।

"দুই রাত্রি গত হল পথে পথে থাকি
পর দিন বাল্মীকির পবিত্র আশ্রমে
উপনীত হইলেন পথপরিশ্রমে।" রাঃ উঃ কাঃ।

কুশ ও লবের জন্ম।

সেই রাত্রে তাঁর ভ্রাতৃ-জায়া সীতা
প্রসবিলা দুই যমজ কুমার,
প্রসবে পৃথিবী, যথা সুরক্ষিতা,
কোষদণ্ডরূপ প্রতাপ রাজার *। ১৩

জন্মিল ভ্রাতার যুগল নন্দন
শুনিয়া সৌমিত্রি হরষিত মন ; †
সম্ভাষি ঋষিরে যোড় করি কর
চলিলা প্রভাতে রথে বীরবর। ১৪

মধুপঘ্ন পুরে উপনীত শূর।
কুম্ভীনসী-সুত লবণ অসুর
বন হ'তে তথা উত্তরিল আসি
রাজ-করপ্রায় লয়ে প্রাণিরাশি ‡। ১৫

চল-চিতানলসদৃশ লবণ
বসা গন্ধ দেহে, ধূমের বরণ,
অগ্নিশিখা সম পিঙ্গল কুন্তল,
চারি দিকে সঙ্গে মাংসভোজিদল §। ১৬

---

* পৃথিবী রাজার ভার্য্যাস্বরূপিণী। তাহা হইতে রাজকোষ ও রাজ-দণ্ড জনিত দ্বিবিধ প্রতাপ উদ্ভূত হইয়া থাকে। তৎসহ কুশ লবের উপমা।

" যে নিশায় মহামুনি বাল্মীকির পাশে
রহিলা শত্রুঘ্ন বীর বিশ্রামের আশে
সে নিশায় সীতা দেবী যমজ নন্দন
করিলা প্রসব অর্দ্ধ রজনী তখন।" রাঃ।

† ... " সীতার প্রসব কথা পুত্রদের নাম
বৃদ্ধাদের ভূতনাশী রক্ষার বিধান
রাম সম্বন্ধীয় কথা অর্দ্ধ নিশাকালে
শুনিলা শত্রুঘ্ন বীর শুয়ে পর্ণশালে।
শয়ান থাকিয়া বীর কুটীর মাঝার
কি সৌভাগ্য কি সৌভাগ্য বলে বার বার।" রাঃ উঃ কাঃ।

‡ ভক্ষণার্থ আনীত জীব সকল প্রজাহইতে সংগৃহীত রাজ-স্বের ন্যায়।

§ ধূসরবর্ণ লবণ ধূমময় চিতাগ্নি সদৃশ। তাহার পিঙ্গল কেশ অগ্নিশিখার ন্যায় সঞ্চালিত হইতেছে। দেহে শবদেহ নিঃসৃত

লবণ ও শত্রুঘ্নের যুদ্ধ।

শূলহীন এবে হেরিয়া তাহারে
আক্রমিলা বলে সুমিত্রা-তনয় ;
প্রহারিলে অরি ছিদ্র-অনুসারে
হয় জয়লাভ, নাহিক সংশয় * । ১৭

" জুটে নাহি মম প্রচুর আহার,
তাই বুঝি, আজি ভয়েতে বিধাতা †
উদরের ক্ষুধা শমিতে আমার
ভাগ্যেতে তোমায় পাঠাইলা হেথা ?"—১৮

এত বলি রোষে করিয়া তর্জ্জন
বধিতে কুমারে ভীম নিশাচর
উপাড়িল এক দীর্ঘ তরুবর
অনায়াসে, মুস্তা তৃণের মতন। ১৯

নিক্ষেপিল তরু রাক্ষস দুর্জ্জয়,
তীক্ষ্ণশরে তাহা কাটে বীরবর ;
না পড়িল তরু দেহের উপর,
পড়িল শরীরে পুষ্পরেণুচয় ‡ । ২০

ছিন্ন হ'ল তরু, নিরখি লবণ
উঠাইয়া বলে কঠিন প্রস্তর,
যম মুষ্টি সম অতি ভয়ঙ্কর,
সৌমিত্রির প্রতি করিল ক্ষেপণ। ২১

বসার গন্ধ। সে মাংসভোজী রাক্ষস কর্ত্তৃক পরিবৃত। শবদাহ কালেও এইরূপ গন্ধ নির্গত হয় ও চিতার চারি দিকে মাংসাশী শকুনি ও শৃগাল প্রভৃতি থাকে।

" অনেক নিহত জীব জন্তুর শরীর
স্কন্ধোপরি দোলে তার, ঝরিছে রুধির ;
দ্বার দেশে ফিরে এসে দেখিল লবণ
সশস্ত্রে দাঁড়ায়ে তথা বীর শত্রুঘন।" রাঃ।

* " অণুনাপি প্রবিশ্যারিং ছিদ্রেণ বলবত্তরম্
নিঃশেষমজয়েদ্রাষ্টং পানপাত্রমিবোদকম্।" কামন্দক।

† বিধাতা যেন লবণের আহার সংগ্রহের জন্য ব্যস্ত।

‡ নিক্ষিপ্ত বৃক্ষের পুষ্পরেণু মাত্র শত্রুঘ্নের দেহে পতিত হইল, তাহা জয়লক্ষণসূচক।

নিবারিলা শিলা সুমিত্রা-নন্দন,
প্রহারিয়া ঐন্দ্র-অস্ত্র ভয়ঙ্কর ;
চূর্ণ হয়ে শিলা উড়িল তখন
বালুকার কণা হ'তে সূক্ষ্মতর। ২২

তুলিয়া দক্ষিণ বাহু নিশাচর
ধাইল ধরিতে সুমিত্রা-নন্দনে,
এক-তালতরু-শোভিত ভূধর
নড়িল যেমতি প্রলয়-পবনে *। ২৩

লবণ বধ।

বৈষ্ণব-অস্ত্রেতে সুমিত্রা-নন্দন
বিদারিলা তার কঠোর হৃদয় ;
কাঁপায়ে পৃথিবী পড়িল লবণ ;
আশ্রমবাসীরা হইল নির্ভয়। ২৪

নিহত অরির শরীর উপরে
পড়িল বায়স শকুনির কুল,
কিন্তু রণজয়ী কুমারের শিরে
পড়িল সহসা সুর-তরুফুল। ২৫

বধিয়া লবণে, মানিলা কুমার
লক্ষ্মণের ভ্রাতা বলি আপনারে,
ইন্দ্রজিতে যিনি করিয়া সংহার
অতুল যশস্বী জগত মাঝারে †। ২৬

পূর্ণ মনোরথ যত মুনিগণ
করিলেন বহু প্রশংসা তাঁহার ;
বিক্রমে উন্নত বীরের বদন
লাজে অবনত শোভিল অপার ‡। ২৭

* ইহা অতি সুন্দর চিত্র। কোন খণ্ডশৈলের উপরিস্থিত একটী মাত্র তাল বৃক্ষের সহিত শৈলোপম লবণের উদ্ধৃত হস্তের তুলনা। সেই শৈল যেন প্রলয়ের ঝটিকায় চালিত হইয়াছে। লবণ দক্ষিণ হস্ত উঠাইয়া ধাবমান।

† লবণকে বধ করায় শত্রুঘ্ন আপনাকে বীরেন্দ্র লক্ষ্মণের ভ্রাতা বলিয়া পরিচয় দিতে সাহসী হইলেন।

‡ ১০ সর্গের ৭০ শ্লোকের টীকা দ্রষ্টব্য।

মথুরাপুরী স্থাপন।

বিষয়ে নির্ম্মম সুমিত্রা-নন্দন,
মধুর মূরতি, পুরুষ রতন
যমুনার তীরে নিরমিলা পুরী
মথুরা নামেতে, অতুল মাধুরী *। ২৮

প্রজাগণ হেথা পালনে তাঁহার
লভিল অচিরে ঐশ্বর্য্য অপার,
স্বর্গ হ'তে অতিরিক্ত লোকরাশি
যেন সে নগরে নিবাসিল আসি। ২৯

সৌধ-শিরে বসি হেরিলা কুমার
চক্রবাকযুত সৈকত রেখায়
শোভিছে যমুনা, শিরে বসুধার
কনক-খচিত নীল বেণী প্রায় †। ৩০

কুশ লবের শৈশব।

এ দিকে বাল্মীকি ঋষিকুলধন
দশরথ-সখা জনক-বান্ধব,
করিলেন বিধি মতে সমাপন
সীতা-তনয়ের জাতকর্ম্ম সব ‡। ৩১

কুশ তৃণ আর লবের মার্জ্জনে
হইল তাঁদের গর্ভ-ক্লেদ দূর ;

---

* "শত্রুঘ্ন শ্রাবণ মাস হইতে তথায়
নানা লোকজন আনি বসতি বসায়।
ক্রমশঃ দ্বাদশ বর্ষ হইতে লাগিল,
সে পুরী নগর গ্রামে শোভিত হইল।
তটিনী যমুনাতীরে সেই পুরীখান
অর্দ্ধ চন্দ্রাকার ভাবে হইল সংস্থান।" রাঃ।

† নীলসলিলা যমুনা নদী মথুরার শিরোবেণী সদৃশ। পুলিনচারী হরিদ্বর্ণ চক্রবাকসমূহ সোণার শিরোভূষণ স্বরূপ।

‡ "The saint Valmiki with a friend's delight
Graced Sita's offspring with each holy rite." *G.*

তাই কবিবর রাখিলা যতনে
কুশ লব নাম যমজ শিশুর *। ৩২

শৈশব অতীতে মহা তপোধন
সাঙ্গ বেদশিক্ষা দিলা দুজনারে,
শিখাইলা পরে নিজ রামায়ণ,
আদি কাব্যগীতি জগত মাঝারে †। ৩৩

সুমধুর স্বরে ভাই দুই জন
রামের ললিত চরিত কথন
মায়ের নিকটে করিয়া কীর্ত্তন
মনোদুঃখ তাঁর করিত বারণ। ৩৪

এ দিকে ভরত শত্রুঘ্ন লক্ষ্মণ
অগ্নিত্রয় সম তেজের আধার ‡
নিজ নিজ জায়া-গর্ভে সুলক্ষণ
লভিলা প্রত্যেকে দুইটী কুমার। ৩৫

---

* "অগ্রভাগ অধোভাগ কুশের লইয়া
এ কার্য্য সম্পন্ন মুনি দিলেন করিয়া;
যমজ শিশুর মাঝে অগ্রজ যে জন
বৃদ্ধারা তাহার দেহ করিবে মার্জ্জন
মন্ত্রপূত কুশ তৃণ-অগ্রভাগ দিয়া,
"কুশ" নাম হবে তার এই সে লাগিয়া;
কুশের যে অধোভাগ লব তারে কয়,
কনিষ্ঠ পুত্রের দেহ মার্জ্জিবে তাহায়;
সে পুত্রের "লব" নাম এই সে কারণ
এরূপ ব্যবস্থা কৈলা মুনি তপোধন।" রাঃ!

† "Kusa and Lava, such the names they bore.
Learnt even in childhood all the Vedas' lore,
And then the bard their minstrel souls to train
Taught them to sing his immortal strain!
And Ramá's deeds her boys so sweetly sang
That Sitá's breast forgot her bitterest pang."—*Griffith.*

‡ ত্রিবিধ অগ্নি যথা,—গার্হপত্য, আহবনীয় ও দক্ষিণ।

শত্রুঘ্নের অযোধ্যা প্রত্যাগমন।

মথুরা, বিদিশা এ দুই নগরে *
শত্রুঘাতী আর সুবাহু নন্দনে
রাখিয়া শত্রুঘ্ন, রাম দরশনে
করিলা গমন উৎসুক অন্তরে। ৩৬

জানকী সুতের সঙ্গীতে যথায়
স্তব্ধ মৃগকুল বাল্মীকির বনে,
তপোবিঘ্ন ভয়ে না যেয়ে তথায়
চলিলা সৌমিত্রি ছাড়ি সে কাননে †। ৩৭

পশিলা বীরেশ অযোধ্যা নগরে,
শোভে রাজপথে পতাকা তোরণ;
লবণ-বিজয়ী সুমিত্রা-কুমারে
গৌরবের সহ হেরে পৌর জন। ৩৮

রাম ও শত্রুঘ্নের মিলন।

রাজসভা মাঝে হেরিলা কুমার
চৌদিকে বেষ্টিত সভাসদগণে
সমাসীন রাম, জানকী বিহনে;
একা বসুমতী প্রেয়সী তাঁহার। ৩৯

প্রণমিলা রামে লবণ-বিজেতা,
সম্ভাষিলা তাঁরে স্নেহেতে রাঘব;
কালনেমি-জয়ী কেশবেরে যথা
সম্ভাষিয়াছিলা হরষে বাসব ‡। ৪০

---

* বিদিশা—কেহ কেহ বলেন, ইহা মালব দেশস্থ ভিল্‌সা নগর। মেঘদূতে বিদিশা দশার্ণ দেশের রাজধানী বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে।—

"বিদিশা নগরী ভুবনে বিদিত
রাজধানী তার, পশিয়া তথা
বেত্রবতী তীরে গর্জ্জি সুললিত,
জুড়াও প্রাণের প্রণয় ব্যথা।" বরদাচরণ মিত্র।

† মথুরা হইতে বাল্মীকির বন ৭। ৮ দিনের পথ —

"সাত আট পান্থশালা করি অতিক্রম
উপনীত হৈলা বীর বাল্মীকি-আশ্রম।" রাঃ।

‡ কালনেমি হিরণ্যকশিপুর পুত্র। তাহার শত বাহু ও শত হস্ত ছিল। বিষ্ণু তাহাকে চক্রদ্বারা বধ করেন। হরিবংশ।

নিবেদিলা বীর সর্ব্বত্র কুশল,
না কহিলা কুশ লবের কাহিনী—
যেহেতু রাঘবে তনয়যুগল
আর্পিবেন কালে বাল্মীকি আপনি। ৪১

অকালে ব্রাহ্মণ-শিশুর মৃত্যু।

জনপদ হ'তে দ্বিজ এক জন
আসিল একদা শোকেতে কাতর,
অঙ্ক হ'তে মৃতশিশু-কলেবর
রাখি রাজদ্বারে, করিল রোদন।—৪২

"রাজা দশরথে হারাইয়া হায়
পড়িলে, বসুধে! কষ্টেতে অপার,
কষ্টের উপর কষ্ট পুনরায়—
রাম-হস্তে পড়ি এ দশা তোমার!" ৪৩

শুনিয়া দ্বিজের শোকের কারণ
পাইলেন লাজ রঘুকুলেশ্বর;—
ইক্ষ্বাকুদিগের রাজ্যের ভিতর
না ছিল কখন অকাল মরণ! ৪৪

"ক্ষণকাল তরে ক্ষম, দ্বিজবর"
হেন বাক্যে রাম আশ্বাসি তাঁহারে
স্মরিলা পুষ্পক রথ মনোহর,
ইচ্ছিলেন রোষে যমে জিনিবারে *। ৪৫

আরোহি সে রথ রঘুকুলমণি
অস্ত্র শস্ত্র লয়ে করিলা গমন;
সম্মুখে সহসা হ'ল দৈববাণী
অদৃশ্যে, রাঘব করিলা শ্রবণ।—৪৬

---

* মৃত্যুর স্বামী যমকে জয় করিয়া ব্রাহ্মণশিশুকে পুনর্জীবিত করার মানসে পুষ্পক রথকে স্মরণ করিলেন। ১৪ সঃ ২০ শ্লোক।

দৈববাণী।

"জাতীয় ধর্ম্মের নিষিদ্ধ আচার
প্রজাগণ মাঝে হ'য়েছে রাজন্,
অন্বেষিয়া তার কর প্রতীকার,
মনোবাঞ্ছা তব হইবে পূরণ।"* ৪৭

শুনি হেন বাণী চলিলা নৃপতি
নাশিতে অধর্ম্ম, ভ্রমি ভূমণ্ডল ;
ধাইল পুষ্পক বিজলীর গতি,
রথবেগে কেতু যেন রে নিশ্চল †। ৪৮

শম্বুক বধ।

দেখিলা রাঘব, যোগী এক জন
ঊর্দ্ধে বৃক্ষশাখা করিয়া ধারণ
করিছে কঠোর তপ আচরণ
অধোমুখে, ধূমে আরক্ত নয়ন। ৪৯

জিজ্ঞাসিলা তারে রঘুকুলস্বামী ;
কহিল তাপস ধূম পানে রত—
"শম্বুক নামেতে শূদ্র জাতি আমি
দেবত্ব লভিতে করি এই ব্রত।" ‡ ৫০

---

* নারদ কহিয়াছিলেন—
"সত্য যুগে তপ শুধু করিবে ব্রাহ্মণ
ত্রেতা যুগে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় দুই জাতি
তপস্যা করিবে শুধু শুন রঘুপতি ;
পরে সে দ্বাপর যুগে শুধু তিন জাতি
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য তপে দিবে মতি।
শূদ্র জাতি এ তিনের করিবেক সেবা
কলি যুগে করিবেক তপ শূদ্র যেবা।
এবে এই ত্রেতা যুগে তব অধিকারে
মন্দবুদ্ধি শূদ্র এক ঘোর তপ করে
তাহারি অধর্ম্মে আজ এহেন ঘটন
ব্রাহ্মণসুতের হৈল অকাল মরণ।" রাঃ।

† পুষ্পক এত দ্রুত চলিতে লাগিল যে, উড্ডীয়মান পতাকার চঞ্চলতা লক্ষিত না হইয়া স্থিরভাবে রহিয়াছে দৃষ্ট হইল।

‡ "শম্বুকো নাম বৃষলঃ পৃথিব্যাং তপ্যতে তপঃ
শীর্ষচ্ছেদ্যঃ স তে রাম তং হত্বা জীবয় দ্বিজং।" ভবভূতি।

তপেতে তাহার নাহি অধিকার
তাই অমঙ্গল ঘটিছে প্রজার ;
বধযোগ্য তারে ভাবিয়া তখন
উঠাইলা অসি কোশল-রাজন্। ৫১

দগ্ধ শ্মশ্রু তার অনলকণায়,
হেন মুখ খানি পদ্মের আকার
(তুষারে বিশীর্ণ কেশর যাহার)
কণ্ঠ-নাল হ'তে ছিন্ন হল হায় * ! ৫২

স্বহস্তে নৃপতি দণ্ডিলেন তায়,
সদ্গতি লভিল শম্বুক তখন,
স্বধর্ম্মবিরোধী ঘোর তপস্যায়
না পারিত যাহা লভিতে কখন। ৫৩

পথে রাম সনে হইলা মিলিত
মহর্ষি অগস্ত্য, তেজসমন্বিত,
শরত ঋতুর সহিত যেমনি
মিলিলা আসিয়া হিমাংশু আপনি †। ৫৪

অগস্ত্য হইতে দিব্য ভূষণ প্রাপ্তি।

অগস্ত্য রামেরে দিলা অলঙ্কার ;—
নিজ মুক্তি তরে, বুঝি, পারাবার
দিয়াছিলা তাঁরে সে দিব্য ভূষণ,
গ্রাসিছিলা ঋষি সিন্ধুরে যখন ‡। ৫৫

---

* নিম্নে প্রজ্বলিত অগ্নিস্ফুলিঙ্গপাতে তাহার অধোলম্বিত মুখের শ্মশ্রু দগ্ধ হইয়া গিয়াছে। সে মুখমণ্ডল শীতকালের কেশর রহিত পদ্মের মত দেখাইতেছে। রামের খড়্গাঘাতে তাহা কণ্ঠ রূপ মৃণাল হইতে বিচ্ছিন্ন হইল।

† শরৎ ঋতুর সহিত রামের ও চন্দ্রের সহিত অগস্ত্যের তুলনা।

‡ ইন্দ্র বৃত্রাসুরকে বধ করিলে পর তাহার সঙ্গীয় যোদ্ধা কালেয়-গণ সমুদ্রে প্রবেশ করিয়াছিল, তাহারা তথা হইতে উঠিয়া মুনিদিগের প্রতি অত্যাচার করিত। দেবগণের প্রার্থনায় অগস্ত্য সমুদ্র পান করিয়া শুষ্ক করেন ও কালেয়গণ মৃত হইয়া নিহত হয়। এই ঘটনা দ্বারা অনুমিত হয় যে ভারতের দক্ষিণ ও

জানকীর কণ্ঠপরশে বঞ্চিত
ভুজে সেই ভূষা পরিয়া রাজন্
না ফিরিতে দেশে, দ্বিজের নন্দন
মৃত্যুগ্রাস হ'তে হইল জীবিত *। ৫৬

মৃত পুত্র দ্বিজ পেয়ে পুনর্ব্বার
শ্রীরামের নিন্দা করি পরিহার,
স্তুতি বাক্যে এবে তুষিল তাঁহারে,
যম হ'তে যিনি আনিলা কুমারে। ৫৭

অশ্বমেধ যজ্ঞারম্ভ।

ছাড়িলা যজ্ঞের অশ্ব রঘুবর;
রক্ষঃ-কপি-নর-অধিপ নিকর
উপহার তাঁরে দিলা বহু ধন,
শস্যে মেঘ জল বরষে যেমন †। ৫৮

যজ্ঞে নিমন্ত্রিত ঋষি দলে দলে
ছাড়ি নিজ নিজ পূত নিকেতন

পশ্চিম সমুদ্রে নাবিক দস্যুদিগের (Sea pirates) উৎপাত ছিল ও অগস্ত্যপ্রমুখ আর্য্যগণ কর্ত্তৃক তাহারা ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। অগস্ত্য প্রথমে বিন্ধ্যগিরি অতিক্রম করিয়া দক্ষিণে গমন ও তথায় বসতি করেন ইহা লোকপ্রসিদ্ধ। ৬ সঃ ৬১ ও ১৩ সঃ ৩৬ শ্লোক দ্রষ্টব্য। কালেয় বধের পর অগস্ত্য সমুদ্রজল উদ্গীরণ করেন। সমুদ্র যেন আত্মমোচনের মূল্য স্বরূপ দিব্য রত্নালঙ্কার অগস্ত্যকে দিয়াছিলেন, কবির উৎপ্রেক্ষা। বাস্তবিক ঐ অলঙ্কার অগস্ত্য শ্বেত নামক দিব্য পুরুষকে শবমাংস ভোজনরূপ ব্রহ্মার শাপ হইতে মুক্ত করিয়া তাঁহার নিকট হইতে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। রামায়ণ উত্তর কাণ্ড ৭৮ সর্গ ও মহাভারত বন পর্ব্ব তীর্থ যাত্রা পর্ব্ব ১০১ অঃ দ্রষ্টব্য। এই দিব্য ভূষণের পরিণাম রঘুবংশের ষোড়শ সর্গের ৭২—৮৪ শ্লোকে বর্ণিত হইয়াছে।

* রাম অযোধ্যায় ফিরিয়া আসিবার পূর্ব্বে ব্রাহ্মণ শিশু পুনর্জীবিত হইয়াছিল।

"যে মুহূর্ত্তে শূদ্রে আজি করিলে নিধন
সে মুহূর্ত্তে মৃত শিশু পাইল জীবন।" রাঃ।

† রাম এই সময়ে অশ্বমেধ যজ্ঞ আরম্ভ করেন। অন্যান্য রাজগণ যজ্ঞ উপলক্ষে তাঁহাকে রাজকর ও উপঢৌকন প্রদান করিয়াছিলেন, মেঘ যে রূপ শস্যে বারি প্রদান করে।

ধরাতলে কিম্বা জ্যোতিষ্ক মণ্ডলে,
আসিতে লাগিলা রামের সদন *। ৫৯

চারি দ্বার যেন মুখ অযোধ্যার—
উপান্তে বেষ্টিয়া রহে মুনিগণ,
প্রজাপতিগণ সকাশে ব্রহ্মার
সদ্যঃ সৃষ্ট হ'য়ে শোভিলা যেমন †। ৬০

যজ্ঞে সীতার প্রতিমূর্ত্তি।

বর্জ্জনেও আহা সীতার গৌরব—
প্রতিমূর্ত্তি যাঁর সুবর্ণে নির্ম্মিত
জায়া রূপে বামে রাখিলা রাঘব
যজ্ঞের শালায়, জায়াবিরহিত। ৬১

অশ্বমেধ যাগ সমারোহে অতি
আরম্ভিলা এবে রঘুকুলপতি।
যজ্ঞবিঘাতক রাক্ষসনিকর ‡
হ'ল সে যজ্ঞের রক্ষণ-তৎপর। ৬২

কুশ লবের রামায়ণ গান।

এ দিকে সীতার তনয়যুগল
বাল্মীকি-রচিত গীত রামায়ণ
গুরুর আদেশে গেয়ে অবিরল
যথা তথা সুখে করিল ভ্রমণ §। ৬৩

একে ত রামের চরিত ললিত
তাহে বাল্মীকির অপূর্ব্ব সঙ্গীত ;

---

* নক্ষত্রমণ্ডলবাসী সপ্তর্ষিপ্রমুখ ঋষিগণও রামের যজ্ঞে আগমন করিয়াছিলেন।

† চতুর্মুখ ব্রহ্মা যখন প্রজাপতিগণকে সৃষ্টি করেন, তাঁহারা তাঁহাকে বেষ্টন করিয়াছিলেন। ব্রহ্মার চতুর্মুখের সহিত অযোধ্যার চারি দ্বারের ও প্রজাপতিদের সহিত মুনিদের উপমা।

‡ যে রাক্ষসেরা পূর্ব্বে যজ্ঞ নাশ করিত, রামের রাজ্যে তাহারাই যজ্ঞরক্ষায় প্রবৃত্ত হইল।

§ "Then Sita's children by the Saint's command,
Sang the Rámáyana wandering through the land."—*Griffith.*

কিন্নর-স্বরবে কুশ লব গায়,
কে আছে ধরায় মুগ্ধ নহে তায় * ? ৬৪

সানুজ রাঘব শুনি লোকমুখে
আনাইলা দুই বালকে কৌতুকে,
শুনিলা তাদের মধুর সঙ্গীত,
হেরি রূপরাশি হইলা মোহিত। ৬৫

কুশলবগীত সঙ্গীত শ্রবণে
ত্যজে অশ্রু সবে নিস্তব্ধ সভায়,
তরুরাজি যথা নির্ব্বাত কাননে
পত্রে পত্রে হিম বরষে ঊষায় †। ৬৬

রামের সদৃশ বালক-যুগল,
বেশে ও বয়সে প্রভেদ কেবল ;
বিস্ময়ে দোহারে পুরবাসিগণ
অনিমেষ নেত্রে করে নিরীক্ষণ। ৬৭

সঙ্গীতে সকলে বিস্ময়ে মগন ;
অধিক বিস্ময় হ'ল সবাকার,
না লইল যবে নিস্পৃহ দুজন
রামের প্রদত্ত প্রীতি-পুরস্কার। ৬৮

"এ কাব্য কাহার ?" শুধিলা নৃমণি
"কে বা তোমাদেরে শিখাইল গান ?"
কহিল বালক, "বাল্মীকি আপনি,
রচি কাব্য, শিক্ষা করিলা বিধান।" ৬৯

---

* "How could the glorious poem fail to gain
Each heart, each ear, that listened to the strain:
So sweet each minstrel's voice who sang the praise
Of Rama, deathless in Valmiki s lays."*G.*

† "While still, and weeping round the nobles stood,
As in a windless morn a dewy wood,
On the two minstrels all the people gazed,
Praised their fair looks—and marvelled as they praised."*G.*

বিমুগ্ধ সভাসদ্‌গণের নেত্ররাজি হইতে প্রভূত অশ্রুবর্ষণ প্রভাতে নিস্তব্ধ বৃক্ষসমূহের পত্র হইতে শিশিরপাত সদৃশ।

প্রীতিবশে রাম ভ্রাতৃগণ সনে
করিলা গমন বাল্মীকির বনে ;
স্বদেহ ব্যতীত নিজ রাজ্য ধন
সকলি মুনিরে করিলা অর্পণ। ৭০

দয়ালু বাল্মীকি কহিলা তখন—
"সীতাসুত এই যুগল কুমার
তোমারি তনয় ; সীতারে গ্রহণ
কর রঘুনাথ, মিনতি আমার।" ৭১

কুশ লবের পরিচয়।

কহিলা রাঘব "তব বধূ সীতা,
সমক্ষে আমার অগ্নিপরীক্ষিতা,
রাবণ-চরিত্র স্মরি প্রজাচয়
তথাপি ইহাতে না করে প্রত্যয়। ৭২

রামের উক্তি।

"আগে পৃথ্বীসুতা চরিতে তাঁহার
প্রজার বিশ্বাস করুন স্থাপন,
তবে আমি তাঁরে আদেশে তোমার
পুত্রসহ, পিতঃ, করিব গ্রহণ।" ৭৩

রাজার প্রতিজ্ঞা শুনি তপোধন
শিষ্য নিয়োজিয়া আনিলা সীতায়
আশ্রম হইতে, তপেতে আপন
সমাপন্না নিজ তপঃ-সিদ্ধি প্রায় *। ৭৪

পর দিন রাম পুরবাসিগণে
সমবেত করি মহতী সভায়,
প্রকৃত বিষয় প্রস্তাব কারণে
আহ্বানি আনিলা মুনিরে তথায়। ৭৫

কুশলব সহ লয়ে জানকীরে
রামের সমীপে গেলা তপোধন,

---

* শিষ্যদ্বারা সীতার আনয়ন তপের দ্বারা মুক্তি রূপ ফল প্রাপ্তি সদৃশ। পুণ্যস্বভাবা সীতা যেন বাল্মীকির চিরকালোপার্জ্জিত তপের ফলরাশি।

স্বর-সংস্কার সহ গায়ত্রীরে
লয়ে উপাসেন তপনে যেমন *। ৭৬

সভায় সীতার আগমন।

আসিলা জানকী পরি রক্তবাস,
নিজ পদে দৃষ্টি ক্ষেপি নিরন্তর,
সে শান্ত মূরতি করিল প্রকাশ
পবিত্র চরিত, সরল অন্তর। ৭৭

না পারি সহিতে দর্শন সীতার
ফিরাইল আঁখি যত পৌরজন—
লাজে অধোমুখ এবে সবাকার
ফলভরে নত শস্যের মতন †। ৭৮

সমাসীন হ'য়ে বাল্মীকি তখন
জানকীরে হেন কহিলা বিহিত—
"পতির সমক্ষে চরিত্রে আপন
লোকের সংশয় কর নিরাসিত।" ৭৯

বাল্মীকির এক শিষ্য মতিমান
পুণ্য জল আনি করিল প্রদান,
সে জলে জানকী করি আচমন
কহিলেন সত্য অব্যর্থ বচন— ৮০

সীতার উক্তি।

"পতি হ'তে আমি বাক্য-কায়-মনে
না হইয়া থাকি যদি বিচলিত,
তবে, বসুন্ধরে! তব ও চরণে
দিয়া স্থান মোরে কর অন্তর্হিত।" ৮১

---

* স্বর—উদাত্ত, অনুদাত্ত ও স্বরিত এই ত্রিবিধ গায়ত্রী উচ্চারণের স্বর। সংস্কার—শব্দশুদ্ধি। গায়ত্রী সর্ব্বদা স্বর ও সংস্কার বিশিষ্ট। তদ্রূপ লব ও কুশ সীতার অনুবর্ত্তী; গায়ত্রী যেরূপ সূর্য্যের প্রতি প্রযুক্ত হয়, সীতা সেই রূপ তেজস্বী রামের সমীপে আনীত হইলেন। গায়ত্রী বেদজননীরূপে বর্ণিত, যথা;—"ওঁ ভূঃ ভুবঃ স্বঃ তৎসবিতুর্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি ধীয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ।"

† পবিত্রস্বভাবা সীতার প্রতি পূর্ব্বে অমূলক সন্দেহ করিয়াছিল বলিয়া তাহারা লজ্জাতে ও ভয়ে স্তম্ভিত হইল।

পৃথ্বীর আবির্ভাব।

এ রূপ কহিলা পতিব্রতা সতী,
অমনি বিদীর্ণা হলা বসুমতী,
সে ছিদ্রে বিদ্যুৎ সম জ্যোতিরাশি
উঠিল সহসা আলোক প্রকাশি। ৮২

সে প্রভামণ্ডলী মাঝে সমুজ্জ্বলা
ফণীন্দ্রের ফণা-উৎক্ষিপ্ত আসনে
রাজিলা বসুধা স্ফুরিত কিরণে,
কটিতটে যাঁর সমুদ্র-মেখলা! ৮৩

সীতার পাতাল প্রবেশ।

পতি পানে স্থির নয়ন সীতার,
লয়ে তাঁরে কোলে বসুধা তখন
পশিলা পাতালে, না শুনি রাজার
"যেও না, যেও না" এ রূপ বচন *। ৮৪

রামের সান্ত্বনা।

পাইতে সীতারে রোষে রঘুমণি
উঠাইলা ধনু লক্ষি বসুধারে,
শমিলা রামেরে বিধাতা আপনি
নিয়তির ফল বুঝাইয়া তাঁরে †। ৮৫

---

* রামায়ণে এই রূপ আছে—
"একরূপ শপথ সীতা করিলা যখন
রসাতল হ'তে উঠে দিব্য সিংহাসন;
দেবী বসুমতী তবে বাহু প্রসারণে
বসাইলা জানকীরে সেই সিংহাসনে
তক্ষক প্রভৃতি নাগ সিংহাসন শিরে
সহসা প্রবেশ কৈলা পাতালে অচিরে।" রাঃ।

† "ক্রোধাকুল শোকাকুল রামেরে তখন
পিতামহ ব্রহ্মা কন এই সে বচন।
না হও সন্তপ্ত, রাম, রাখ মোর কথা
ভেবে দেখ কেবা তুমি আসিয়াছ কোথা।
সীতা সাধ্বী সচ্চরিত্রা তব অনুরতা
লীলা সারি হৈলা তিনি নাগ-লোকগতা।
জগত-জননী লক্ষ্মী জানকী তোমার
পাতাল হইতে স্বর্গে যাবেন আবার।" রাঃ।

লবকুশের প্রতি স্নেহ।

পূজি ঋষি আর সুহৃদে রাজন্
দিলেন বিদায় যাগ অবসানে,
সীতাগত স্নেহ করিলা স্থাপন
চির অভাগিনী সীতার সন্তানে। ৮৬

ভরতের সিন্ধুদেশ শাসন।

রাজা যুধাজিৎ মাতুল-আদেশে
রাজার প্রভাব প্রদানি ভরতে
প্রেরিলেন রাম সিন্ধু নাম দেশে,
করিতে পালন প্রজা বিধিমতে। ৮৭

সে দেশে ভরত অতুল সমরে
জিনিলা উদ্ধত গন্ধর্ব্ব নিকরে; *
অস্ত্র শস্ত্র এবে করি বিসর্জ্জন
বাদ্য যন্ত্র তারা করিল ধারণ। ৮৮

তক্ষশিলা ও পুষ্কলাবতী।

তক্ষশিলা আর পুষ্কলাবতীতে
তক্ষ ও পুষ্কল যুগল নন্দনে †
করি অভিষেক, শ্রীরামে দেখিতে
আসিলা ভরত অযোধ্যা ভবনে। ৮৯

---

* "পবিত্রসলিল সিন্ধুনদের উত্তরে
ফলমূলময় এক রাজ্য শোভা ধরে
গন্ধর্ব্বেশ শৈলূষের পুত্র তিন কোটি
রক্ষা করে সাবধানে সে দেশের মাটি।" রাঃ, উঃ, কাঃ, ১০ সঃ।
এই দেশের নাম গান্ধার (আধুনিক কান্দাহার)।

† "অনন্তর শ্রীভরত হরিষ অন্তরে
দুই পুত্র স্থাপিলেন দুইটী নগরে
ভরত তক্ষেরে তক্ষশিলায় স্থাপিলা
পুষ্কলে পুষ্কলাবত্তে প্রতিষ্ঠা করিলা।"
"গান্ধারবিষয়ে সিদ্ধে তয়োঃ পুর্য্যৌ মহাত্মনোঃ
তক্ষস্য দিক্ষু বিখ্যাতা রম্যা তক্ষশিলাপুরী
পুষ্করস্যাপি বীরস্য বিখ্যাতা পুষ্করাবতী।" বায়ুপুরাণ।
চীন পরিব্রাজক হয়ুন সেং (Hiouen Thsang) বর্ণিত পস্-
কিলো ফতি (Pouse kielo fate) পুষ্কলাবতী বলিয়া
অনুমিত হয়। তক্ষশিলা গ্রীকদিগের বর্ণিত Taxilla.

লক্ষ্মণ পুত্রের কারাপথ প্রাপ্তি।

চন্দ্রকেতু আর অঙ্গদকুমার *
লক্ষ্মণ-তনয়, সর্ব্ব গুণাধার ;
রামের আদেশে দোহারে লক্ষ্মণ
কারাপথ দেশে করিলা স্থাপন। ২০

কৌশল্যাদির মৃত্যু।

লোক-পাল চারি ভাই, পুত্রগণে
এ রূপে স্থাপন করি নানা দেশে,
পতিলোকগতা জননী উদ্দেশে
শ্রাদ্ধ আদি ক্রিয়া সাধিলা যতনে †। ২১

রামকে লইতে কালের আগমন।

মুনিবেশে কাল গুপ্তালাপ ছলে
আসি রাঘবেরে করে নিবেদন—
"আমাদের গুপ্ত মন্ত্রণার স্থলে
যে আসিবে তারে করিবে বর্জ্জন ‡।" ২২

---

* অঙ্গদের তরে এক পুরী রমণীয়া
প্রতিষ্ঠিত কৈলা রাম নাম অঙ্গদীয়া ;
চন্দ্রসম রূপ চন্দ্রকেতুর কারণ
অন্য ভূমে চন্দ্রকান্ত করিলা স্থাপন
পশ্চিম দিকেতে শোভে কারুপথপুর
উত্তরেতে চন্দ্রকান্ত সুষমা প্রচুর।" রাঃ, উঃ কাঃ, ১০১।
"হিমবৎ পর্ব্বতাভ্যাসে স্থিতৌ জনপদৌ তয়োঃ
অঙ্গদস্যাঙ্গদী যা তু দেশে কারাপথে পুরী।" বায়ুপুরাণ।
চন্দ্রকান্ত বা চন্দ্রবক্ত্রা ও অঙ্গদীপুরী উভয় কারাপথদেশে ছিল।

† তবে সে কৌশল্যা দেবী বহু বর্ষ পরে
পুত্র পৌত্র রাখিয়া গেলেন স্বর্গপুরে ;
সুমিত্রা কৈকেয়ী দোহে কৌশল্যার পর
পুত্র পৌত্র রাখিয়া ত্যজিলা কলেবর ;
রাজা দশরথ সনে হয়ে সমাগত
লাগিলা যাপিতে কাল আনন্দে নিয়ত।" রাঃ উঃ কাঃ।

‡ "অনন্তর নিজে কাল মুনি বেশ ধরি
রাজ দ্বারে উপনীত হল ত্বরা করি
* * * *
মুনি কহে "যদি রাজা ইচ্ছা কর হিত
তাহ'লে নির্জ্জনে এস আমার সহিত
আমাদের সেই কথা যে জন শুনিবে,
অথবা মন্ত্রণা কালে নিকটে থাকিবে,

তাহে রঘুনাথ দিলেন সম্মতি ;
নিজ রূপ ধরি কহিলা শমন
“ বিধাতার ইচ্ছা এবে, রঘুপতি,
করিবে হে তুমি স্বর্গ আরোহণ।” ৯৩

দুর্ব্বাসার আগমন।

মহর্ষি দুর্ব্বাসা আসি হেন কালে
চাহিলা রাঘবে করিতে দর্শন ;
প্রভুর প্রতিজ্ঞা জেনেও লক্ষ্মণ
গেলা শাপভয়ে মন্ত্রণার স্থলে *। ৯৪

লক্ষ্মণের দেহ ত্যাগ।

যোগেতে নিপুণ সুধীর লক্ষ্মণ
করিতে জ্যেষ্ঠের প্রতিজ্ঞা পূরণ,
সরযূর তীরে করিয়া গমন
করিলেন নিজ দেহ বিসর্জ্জন †। ৯৫

সে জন তোমার বধ্য হইবে নিশ্চয়
এ রূপ প্রতিজ্ঞা তুমি কর মহাশয়।” রাঃ উঃ কাঃ।

* “ রোষে লক্ষ্মণের প্রতি কহে মুনিবর
অবিলম্বে যাহ তুমি রামের গোচর
নহে তোমাদের চারি ভ্রাতার উপর
সবংশে এখনি শাপ দিব ভয়ঙ্কর।
* * * *
হেন সর্ব্বনাশ চেয়ে বরঞ্চ মরণ
হউক আমারি, যাই রামের সদন
এত ভাবি রামপাশে যাইয়া লক্ষ্মণ
কহিলা, দুর্ব্বাসা ঋষি কৈলা আগমন।” রাঃ।

† যিনি যৌবনে পিতৃসত্যরক্ষাহেতু রাজ্যভার ত্যাগ করিয়া বনবাস-ক্লেশ গ্রহণ করিয়াছিলেন ও পরে প্রজার রঞ্জনার্থ পতিব্রতা সীতাকে বিসর্জ্জন করিয়া বিষয়-ভোগ ত্যাগ করিয়াছিলেন, সত্য ও ধর্ম্মরক্ষার জন্য প্রাণাধিক লক্ষ্মণকে ত্যাগ করা তাঁহার পক্ষে আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। রামের সমস্ত জীবন পরোপকার ব্রতে ও সত্য নিষ্ঠায় যাপিত হইয়াছিল। চতুর্দ্দশ সর্গের ৩৫-৪১ শ্লোক ও টীকা দ্রষ্টব্য। লক্ষ্মণের বর্জ্জনেই রাম নিজ-দেহ ত্যাগে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। তথাপি লক্ষ্মণের রক্ষার জন্য আপন সত্যভঙ্গ করিতে বিরত হইয়াছিলেন।

“ প্রাণের লক্ষ্মণ ভাই, কালের ঘটন
সবার সমক্ষে তোমা করিনু বর্জ্জন।
ধর্ম্ম বিপর্য্যয় ভাই দোষাবহ অতি
ধর্ম্ম-রক্ষা হেতু তোমা ত্যজিনু সম্প্রতি।”—

আপন চতুর্থ ভাগ সে লক্ষ্মণ *
গেলা স্বর্গধামে, তাই রঘুবর
রহিলা ত্রিপাদ ধর্ম্মের মতন— †
বিকল শরীর, বিকল অন্তর। ২৬

কুশাবতী ও শরাবতী পুরী।

অরিন্দম বীর কুশেরে রাঘব
কুশাবতীপুরে করিলা স্থাপন ‡;
শরাবতীপুরী লভিলেন লব,
সুবাক্যে যাঁহার মুগ্ধ সাধুজন §। ২৭

"তখন লক্ষ্মণ বীর রামের বচনে
প্রবেশ না কৈলা আর আপন ভবনে
জলধারাকুল চক্ষে লক্ষ্মণ সুধীর
উপনীত হইলেন সরযূর তীর;
সরযূর পূত নীরে করি আচমন
সমস্ত ইন্দ্রিয়-দ্বার করিলা রোধন—
আর না পড়িল শ্বাস প্রশ্বাস তাঁহার
মহাযোগে মগ্ন বীর নিশ্চল আকার।" রাঃ।

* "বিষ্ণুর চতুর্থ অংশ ঠাকুর লক্ষ্মণ
স্বর্গে তাঁরে পেয়ে পূজা কৈলা দেবগণ।" রাঃ।

† ত্রেতাযুগে ধর্ম্ম, সত্য দান ও দয়া রূপ ত্রিপাদ বিশিষ্ট। যথা গরুড় পুরাণে
"কৃতে ধর্ম্মশ্চতুষ্পাচ্চ সত্যংদানং তপোদয়া
ত্রেতা যুগে ত্রিপাদ্ধর্ম্মঃ সত্যদানদয়াত্মকঃ।" গঃ পুঃ।
রামাবতারে লক্ষ্মণ বিষ্ণুর চতুর্থাংশ, রাম ও ভরত ও শত্রুঘ্ন অপর তিন অংশ। একাংশবিহীন রাম ত্রিপাদ ধর্ম্মের ন্যায় অস্থির হইলেন।

‡ "বিন্ধ্য ভূধরের প্রান্তে কুশাবতী নামে
নগরীতে স্থাপিলেন কুশ গুণধামে।
শ্রাবস্তী পুরীতে লবে করিলা স্থাপন,
অযোধ্যা হইল শূন্য নাহি লোক জন।" রাঃ।
"কুশস্য কোশলা রাজ্যং পুরীচাপি কুশস্থলী।
রম্যা নিবেশিতা তেন বিন্ধ্যপর্ব্বত-সানুষু॥
উত্তর কোশলে রাজ্যং লবস্য চ মহাত্মনঃ।
শ্রাবস্তী লোকবিখ্যাতা কুশবংশং নিবোধত॥" বায়ুঃ পুঃ।

§ যাঁহার সুমিষ্ট ও জ্ঞানপূর্ণ বাক্য শ্রবণে সাধুগণ মুগ্ধ হইতেন ও তাঁহাদের চক্ষে আনন্দাশ্রু প্রবাহিত হইত।
"ব্রাহ্মণের সনে অগ্নি হোত্র দীপ্যমান
বাজপেয় ছত্র অগ্রে করুক প্রস্থান
* * * *

রামের সরযূ-নদী যাত্রা।

অগ্নিহোত্র আগে লয়ে রঘুনাথ
চলিলা উত্তরে, সঙ্গে ভ্রাতৃদ্বয়,
রাজভক্তিবশে চলিল পশ্চাৎ
ত্যজি নিজ গৃহ পুরবাসিচয়। ৯৮

প্রভু-ইচ্ছা বুঝি রক্ষঃ কপিদল
শ্রীরামের পথে করিল প্রয়াণ,
যে পথে প্রজার অশ্রু অবিরল
পড়েছে, কদম্বমুকুল প্রমাণ *। ৯৯

শ্রীরামের তরে আসিল বিমান,
ভকত-বৎসল প্রভু সেই ক্ষণে
সরযূরে যেন করিলা সোপান
উঠাইতে স্বর্গে অনুযায়িগণে। ১০০

গোপ্রতার তীর্থ।

সরযূর যেই স্থানে লোকগণ
নিমজ্জনে কৈল দেহ বিসর্জ্জন,
লক্ষিত সে স্থান গোপ্রতার প্রায়,
গোপ্রতার নামে বিখ্যাত ধরায় †। ১০১

সুগ্রীবাদির দেহত্যাগ।

দেব-অংশ-জাত বীরেশ নিকরে
দেবরূপে পুনঃ হইল বিলীন ;
দেবত্ব-আপন্ন পৌরজনতরে
সৃজিলেন প্রভু স্বরগ নবীন ‡। ১০২

সস্ত্রীক ভরত আর শত্রুঘ্ন উভয়ে
অগ্নিহোত্র সহ যান রামে অগ্রে লয়ে।" রাঃ।

* পুরবাসিগণ রামের পশ্চাতে গমন করিয়াছিল। তাহারা কদম্ব-পুষ্প সদৃশ স্থূল অশ্রুবিন্দু বর্ষন করিয়াছিল।

† "পবিত্র সরযূতীরে তীর্থ গোপ্রতার
এসেছিল সেথা যারা রাম সমিভ্যার
ব্রহ্মার বচনে তারা সে তীর্থের নীরে
ডুব দিয়া কলেবর ত্যজিল অচিরে।" রাঃ।
"গোপ্রতারং ততো গচ্ছেৎ সরয্বাস্তীর্থমুত্তমং।
যত্র রামো গতঃ স্বর্গং সভৃত্যবলবাহনঃ॥" মঃ ভাঃ।

‡ ব্রহ্মা রামকে কহিলেন,—
"সন্তানক নামে লোক করেছি সৃজন
এই সব জীব তথা করিবে গমন ;
বানর ভল্লূকগণ, শুন পরমেশ,

দেবকার্য্যে হরি বধি দশাননে
লভিলা স্বমূর্ত্তি সর্ব্বভূতময়, *
উত্তরে দক্ষিণে হনু বিভীষণে
কীর্ত্তিস্তম্ভরূপে স্থাপিয়া অক্ষয় †। ১০৩

রামের স্বর্গারোহণ।

ইতি কালিদাসকৃত রঘুবংশের বঙ্গানুবাদে শ্রীরামের স্বর্গারোহণ নামক পঞ্চদশ সর্গ।

যে দেবতা হ'তে যেই হইলা নিঃসৃত,
সেই দেবতায় সেই হবে প্রবেশিত।" রাঃ।

* "ব্রহ্মার এ কথা শুনি, তবে রাম রঘুমণি
আপনার ভ্রাতৃদের সনে
পশিলা বৈষ্ণব তেজে, দুন্দুভি উঠিল বেজে
'জয় হরি' বলে দেবগণে।" রাঃ।

† অমর বিভীষণ লঙ্কায় ও হনুমান হিমালয়ে রহিলেন।
"কহিলা তখন রাম রক্ষঃ বিভীষণে—
শুন, মিত্র, কহি যাহা তোমার সদনে।
যাবৎ শশাঙ্ক রবি যাবৎ মেদিনী
যাবৎ থাকিবে মোর চরিতকাহিনী,
তাবৎ তোমার রাজ্য ইহলোকে রবে
আমার এ বাক্য কভু অন্যথা না হবে।
পরে রাম কহিলেন বীর হনুমানে—
"চির জীবী রবে তুমি অনন্ত সম্মানে!
হনুমান হৃষ্ট মনে কহিলা তখন
'যাবৎ তোমার কথা হইবে ঘোষণ
তাবৎ আদেশে তব এই ধরাধামে,
জীবিত রহিব পুণ্যময় রাম নামে।"
রাঃ উঃ কাঃ ১০৮।

বিজ্ঞাপন।

রঘুবংশ।

প্রথম ভাগ (১—৮ সর্গ) দিলীপ রঘু ও অজের চরিত। মূল্য ॥৵০

Opinions.

Mr. R. C. Dutt, c.s., c.i.e., writes: "I recognized with pleasure the beauty of your style and the success of your undertaking. Your style is not only graceful and poetic but at the same time simple and easy, and here-in lies the great merit of your performance..........I hope your translations will be considered standard works."

Mr. Satyendra Nath Tagore, c.s., Judge of Sholapur, Bombay, observed: "The translation is excellent, the verses are sweet and easy, and the sense and beauty of the original are well preserved." *4th June*, 1892.

The Honorable Dr. Rash Behary Ghosh, Member of the Viceroy's Council, remarked:

"The translation has been well done and I have no hesitation in saying that you have rendered permanent service to the cause of Bengali literature."

Babu Radha Nath Rai, Inspector of Schools, Orissa Division, remarked: "The language is easy, graceful and flowing.........the translator has brought to the task not only a thorough mastery of the Bengali tongue but also poetical gifts of a high order."

Mr. Barada Charan Mitter, m.a., c.s. writes:

"It will be a permanent addition to Bengali literature. Your rendering is as chaste as it is accurate, and will be very welcome to readers, ignorant of Sanskrit, but desirous of enjoying the beauties of Kali Dasa's poetry. ....Aja Bilap (Canto 8) has really been very well rendered. Some of the stanzas are extremely pretty."

Babu Akhil Chandra Sen, M.A., B.L., Vakil, Calcutta High Court, writes:—

"I was really charmed with the book. It reads like an original and the sweet flow of the metre and the splendour of language will, I have no doubt, secure it a very high place in the literature of our country."

A Bengali translation in verse of the first eight cantos of Raghu Vansa by Babu Nobin Chandra Das, reflects great credit upon the writer....There is no doubt that he has succeeded to a great extent in giving us not only a metrical version of Raghu Vânsa, but also a fair idea of the thought, sentiment and beauty of description that are to be found in the works of Kali Dasa. The book will from an excellent addition to the text books for the higher examinations in Bengali."—*Hope, 28th February 1892.*

"The translation of Raghu Vansa into Bengali verse, by Babu Nobin Chandra Das M. A., of the Subordinate Executive Service, is a new departure in Bengali literature and one that deserves to be encouraged. The translation is really well done, and we commend it to all lovers of Bengali literature."—*Indian Nation, 25th January,* 1892.

"Nobin Babu's book is a literal translation in Bengali verse of the greatest work of our immortal bard in a style which is at once easy, lucid and flowing. It has been freely urged by the anti-Bengali party that there are very few readable books in the field of Bengali literature. Nobin Babu's book, we are assured, will, to a certain extent, remove the want. ....It is a source of pleasure to find that in a translation, which is at once so easy and literal, the beauty of the original has been so well kept up. ...We strongly draw the attention of the Education authorities to the book, which is undoubtedly fit to be a text-book in University Examinations."

Amrita Bazar Patrika, 26th January, 1892.

"It is an excellent production and reflects great credit on the author, who has admirably succeeded in maintaining the beauty of the original in a true and literal translation of the great work of Kali Dasa. The style is at once chaste, easy and graceful. The high sense of duty under which King *Dilipa* was ready to offer himself as a victim to the lion to save the life of Nandini, the divine Cow entrusted to his charge by the sage Basistha, the munificence and heroism of *Raghu* and the civil virtues of *Aja*, and his love and sorrows for his fair consort, *Indumati*, whom he lost in the very bloom of her youth, depicted in such vivid colours by the inimitable pen of Kali Dasa, have been faithfully reproduced in Bengali, in the book before us. The 4th canto, describing the conquests of Raghu, and the 6th canto, with a charming account of the princes, assembled at the *Swayamvara Sabha* of Indumati, in the Capital of Bhoje Raja, though rich in imagery, are full of interest to the reader as giving an idea of the geography and history of the times as known to Kali Dasa and his contemporaries. The work, when completed, will undoubtedly be a valuable addition to Bengali literature."—*The Statesman, 7th & 22nd June,* 1892.

".........The translator, while literally rendering the slokas has preserved, as far as can be, the beauty of the original, and the language is easy and elegant." *The Englishman, 23rd February,* 1892.

"This is an admirable translation of the great work of Kali Dasa and supplies what was hitherto a real want in Bengali literature. We are glad to find the author in his attempt to popularise the works of the great Sanskrit poet has not only succeeded in preserving the beauty of the orginal as far as it could be, but has made the translation easy and intelligible to the ordinary Bengali reader. The language is at once simple, elegant, and forcible. We want to see the second part of the work published as soon as possible." *The Indian Mirror, 5th August,* 1892.

কবিবর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখিয়াছেন—"........সংস্কৃত কাব্যের এ রূপ প্রাঞ্জল এবং সুন্দর অনুবাদ দুর্লভ। আপনার অনুবাদে মূল গ্রন্থের ভাব সৌন্দর্য্য যথাসম্ভব রক্ষিত হইয়াছে।"

কবিবর রাজকৃষ্ণ রায়—"আপনি বাঙ্গালা ভাষাকে যত্ন করিয়া একটী অত্যুজ্জ্বল অনুবাদ রত্ন প্রদান করিলেন। অতএব আপনি আমাদের সকলেরই বিশেষ ধন্যবাদার্হ। আমি আশা করি আপনি এইরূপ সরল সুন্দর বাঙ্গালা পদ্যে সমস্ত রঘুবংশ খানি অনুবাদ করিবেন।" ৬ই আশ্বিন, ১২৯৯।

"অনুবাদ সুললিত ও অবিকল হইয়াছে। অমর কবি কালিদাসের উৎকৃষ্ট মহাকাব্য রঘুবংশের এ রূপ সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর অনুবাদ আমাদের বিশেষ আদরের জিনিষ।"—"হিতবাদী," ১৩ই ফেব্রুয়ারি ১৮৯২।

"এই পুস্তকের........অনুবাদ মনোহর হইয়াছে। গ্রন্থকার অতি সুললিত ভাষায় মহাকবি কালিদাসের কবিতা অনুবাদ করিয়াছেন। সংস্কৃতানভিজ্ঞ বঙ্গীয় পাঠকের নিকট এ পুস্তক আদৃত হইবে।"—"সময়"—১লা এপ্রেল ১৮৯২।

"অনুবাদ সরল, মধুর ও যথাযথ হইয়াছে,........নবীন বাবু সুকবি,—তাঁহার নিকট আমরা বঙ্গ ভাষার অনেক উন্নতির আশা করি।"—"প্রকৃতি।"

"...এ গ্রন্থে নবীন কবি অনেকাংশে কৃতকার্য্যও হইয়াছেন। অনেক স্থান পড়িয়া দেখিয়াছি, অনুবাদ যথাযথ ও প্রাঞ্জল হইয়াছে। সস্কৃতানভিজ্ঞ পাঠকের পক্ষে ইহা বেশ সুবিধাজনক।" "নব্যভারত" পৌষ ১২৯৮।

"নবীন বাবু এ বিষয়ে যেরূপ কৃতকার্য্য হইয়াছেন, তাহাতে তাঁহার ক্ষমতার প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারি না। গ্রন্থখানি সুপাঠ্য হইয়াছে, ইহা সম্পূর্ণাকারে প্রকাশিত দেখিবার প্রতীক্ষায় রহিলাম।"—"বামাবোধিনী পত্রিকা," ফেব্রুয়ারি ১৮৯২।

"নবীন বাবু পদ্যে রঘুবংশের অনুবাদ করিয়া বাঙ্গালা ভাষার শ্রীবৃদ্ধি সম্পাদন করিয়াছেন। অতি সুললিত ভাষায় সুললিত ছন্দে নবীন বাবু মহাকবির ভাব সম্পূর্ণরূপে বজায় রাখিয়া নিজে অনুবাদ করিয়াছেন, ইহা অল্প গৌরবের বিষয় নহে। আমাদের ধ্রুব জ্ঞান, অনুবাদ খানি সম্পূর্ণ হইলে উহা বাঙ্গলা ভাষায় একখানি উজ্জ্বল অলঙ্কারস্বরূপ হইবে।" "সহচর," ১৭ই ফেব্রুয়ারি ১৮৯২।

রঘুবংশের প্রথম ভাগের সূচীপত্র।

প্রথম সর্গ।

দ্বিতীয় সর্গ।

তৃতীয় সর্গ।

চতুর্থ সর্গ।

পঞ্চম সর্গ।

ষষ্ঠ সর্গ।

সপ্তম সর্গ।

অষ্টম সর্গ।